শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Usha Rani Debi

ফুল্লরা

পৌরাণিক নাটক

আর্ট থিয়েটার পরিচালিত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—মহাসপ্তমী রবিবার ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৫

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা
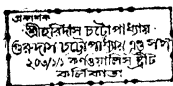
লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নাট্যকার,

শ্রীযুক্ত নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন

মহাশয়ের করকমলে

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মহাদেব, নারদ, কলিঙ্গরাজ, যুবরাজ, ভাঁড়ুরাম, মন্ত্রী,
পুরোহিত সেনাপতি, কালকেতু (ব্যাধসর্দ্দার),
সভাসদ্‌গণ, সহচরগণ, ব্যাধগণ, প্রতিহারী,
রক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

পার্ব্বতী, পদ্মা, বল্লভা (কলিঙ্গের যুবরাজপত্নী)
ফুল্লরা (কালকেতুর স্ত্রী), ব্যাধরমণীগণ,
নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

নিবেদন

মহাকবি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য অবলম্বন করিয়াই ফুল্লরা লিখিত হইয়াছে। ইহা ঠিক নাটক নহে, গীতি বহুল হওয়ায় ইহাকে গীতিনাটক বলা যাইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ গীতিনাটকও ইহা নয়। নাটক ও গীতিনাটকের মাঝামাঝি যাহা, ইহা তাহাই। বাঙ্গলায় এমন গীতিবহুল নাটক বিরল নহে। ফুল্লরা সেই শ্রেণীর।

বড় অল্প সময়ের মধ্যে ফুল্লরা লিখিত হয়। তাড়াতাড়িতে ইহার সব গান বাঁধিয়া উঠিতে পারি নাই। * তারকা চিহ্নিত গানগুলি আমার পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচিত।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র পাত্রীগণ

শিক্ষক	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীত শিক্ষক	„ জানকীনাথ বসু।
হারমোনিয়ম বাদক	„ সন্তোষকুমার দাস ও ননীলাল দাস।
তবলা বাদক	„ সতীশচন্দ্র বসাক ও মন্মথকুমার ঘোষ।
স্মারক	„ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ	„ মাণিকলাল দে ও নারায়ণচন্দ্র তা।
মহাদেব	„ কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
নারদ	„ তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী।
রাজা	„ নরেশচন্দ্র ঘোষ।
মন্ত্রী	„ কুঞ্জলাল সেন।
পুরোহিত	„ ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
কালকেতু	„ অহীন্দ্র চৌধুরী।
যুবরাজ	„ সন্তোষকুমার দাস।
ভাঁড়ুরাম	„ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।
নাগরিকদ্বয়	„ সন্তোষকুমার সিংহ ও খগেন্দ্রনাথ দাস।
সেনাপতি	„ ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।
ব্যাধগণ	„ ইন্দুবাবু, সুবলবাবু, সুশীলবাবু, শরৎবাবু, প্রবোধবাবু, ননীবাবু, ভূপেনবাবু, ধীরেনবাবু ইত্যাদি।
সভাসদগণ	„ ননীগোপালবাবু, ইন্দুবাবু, খগেনবাবু, কনকবাবু ইত্যাদি।
সৈন্যগণ	„ যতীনবাবু, সত্যেনবাবু, বলাইবাবু, গগন বাবু, কালীবাবু, কানাইবাবু ইত্যাদি।
পার্ব্বতী	শ্রীমতী শান্তবালা
পদ্মা	„ সুশীলাবালা।
ফুল্লরা	„ নীহার বালা।
বল্লভা	„ তারকবালা।
ব্যাধরমণীগণ	„ সরস্বতী, মতিবালা, সুবাসিনী।
সখীগণ	„ তারকদাসী, রেণুবালা সরোজিনী, সত্যবালা।
নর্ত্তকীগণ	„ পটলবালা, প্রফুল্লবালা, চারুশীলা, ঊষাবালা, লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিদ্যুল্লতা, জ্যোৎস্নাময়ী, কনকবালা, রাণীবালা।

প্রস্তাবনা

কৈলাস

[মহাদেব ; প্রমথগণ ও অষ্টনায়িকা তাঁহার বন্দনা করিলেন ।]

প্রমথ ও নায়িকাগণ—

গীত

ধ্যান-মূরতি নেহার ভুবন
পতিতপাবন হর শুভঙ্কর ।
নেহার নেহার জ্যোতির্ম্ময়
মঙ্গল আকর শিব-সুন্দর ॥
মধুর হাস চিত বিকাশ
তমহর কলি কলুষ নাশ,
নেহার চির-করুণালয়
গুণাতীত গুণাকর
জয় পার্ব্বতীনাথ—পরমেশ্বর ॥

ফুল্লরা

পার্ব্বতীর প্রবেশ

পার্ব্বতী। বলি ব'সে ব'সে যে ঝিমুচ্ছ? কখন ভিক্ষেয় যাবে? কখন রান্নাবান্না ক'রব? গণাটা তো এখনি খাই-খাই ক'রে ছুটে আসবে। কার্ত্তিকটা তীর ধনুক নিয়ে খেলছে, এখনি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ব'লবে ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার দাও। মেয়ে দু'টী তো ন'ড়ে বসেন না! আমিও বলিও—যাক্, দু'দিন বাপের ঘরে এসেছে, একটু হাই করুক্ তার পর, তোমার নন্দী আছেন, ভৃঙ্গী আছেন, ভূত-প্রেত, দানা-দত্যির তো অভাব নেই! তোমারও তো পাঁচ মুখে মুষক বোঝাই! যাওনা—সকাল সকাল ভিক্ষেটা সেরে এস না।

মহা। কে? পার্ব্বতী নাকি?

পার্ব্বতী। কি মনে হয়? চব্বিশ ঘণ্টাই নেশায় ভোম্ হ'য়ে আছে, চোখ চাইবার তো ক্ষমতা নেই? নেশাখোরের দশাই ঐ! বলি, কথাগুলো যে বল্লুম, কাণে ঢুকলো, না আবার গোড়া থেকে কেত্তন গাইতে হবে?

মহা। আহা! কীর্ত্তনানন্দের চেয়ে আনন্দ আর আছে? বিশেতঃ তোমার মুখে! গাও, গাও, সকালে কীর্ত্তনই গাও, শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

পার্ব্বতী। ওমা কি ঘেন্না! এমন জ্বালাতেও মানুষ পড়ে মা! বলি, এতক্ষণ যে আমার মাথা খেতে ব'কে মলুম, সে বুঝি কিছুই কাণে ঢুকলো না? যাওনা, ভিক্ষেয় বেরোও না; আজকে কি আর রান্না-বান্না হবে না?

মহা। ও—বুঝিছি—ভিক্ষের কথা বলছ বুঝি? তা দেখ বড্ড গা ভাঙ্গছে! কাল ভিক্ষেয় বেরিয়ে যে হায়রাণ! সহজে কি কেউ ভিক্ষে দিতে চায়? ঘু'রে ঘুরে আক্লান্ত, শরীর বইছে না। দেখ,

আজ একটু ভাল ক'রে আহারের জোগাড় কর,—একটা দিন জিরিয়ে নিই। আজ ভিক্ষেয় ছুটী! নন্দীটাকে সকাল সকাল সিদ্ধি ঘুঁটতে বলিছি, এতক্ষণ বোধ হয় সিদ্ধি ঘোঁটাও হ'ল। এক কলসী সিদ্ধি খেয়ে—বস্—!

পার্ব্বতী। সকালবেলা উঠেই সিদ্ধি, তার পর গাঁজা, তার পর ধুতরো তার পর নাগিণী বোলাও! সাপে না ছোবলালে তো আর নেশা হবে না? তা, সন্ধ্যের পর ও সব ছাই পাঁশ যা হয় ক'রো, সকালে উঠেই যদি নেশা ক'রতে সুরু কর, তোমার ঐ সিদ্ধির দাণ্ডা মাথায় মেরে ম'রব তা আমি ব'লে রাখছি। একে হাড়ে নাড়ে জ্বলি তোমার সংসার নিয়ে—

মহা। কৈবল্য! বুঝেছ গিন্নি, সিদ্ধির দাণ্ডায় মাথা ভাঙ্গলে কৈবল্য! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাতে আর কাজ নেই। তার চেয়ে বরং আজ পাঁচ রকম রেঁধে কিছু খাওয়াও। আহা! নিম দিয়ে, শিম দিয়ে, বেগুন দিয়ে—

পার্ব্বতী। তাতে খানিক বিষ মিশিয়ে—

মহা। আহা, শীতকালের শুক্তো—বড়ই মধুর! চৌয়া চৌয়া ক'রে পটোল ভাজা, ফুলবড়ী ভাজা, নটেশাক দিয়ে কাঁটাল বিচি—

পার্ব্বতী। যমের অরুচি! যম আমায় নেয়না কেন তা বুঝতে পারিনি?

মহা। নিলে আর আমার সংসার চলে কিসে?—রাঁধে কে?—মুগের ঝোল,—আহা! আমড়া দিয়ে পালংএর টক, যাও, যাও—সকাল সকাল স্নানটা সেরে উনুনে আগুন দাও; আর দেখ, ঐ লঘু জালে মসূরের সূপ—কিঞ্চিত ঘৃত সম্বরা দিয়ে,তাতে একটু মরিচের ঝাল, আর

ঐ বেথো শাক একটু কড়া তেলে ভাজা ; আর দেখ, ঘর সংসারের তো কিছুই গোছান থাকে না—দেখ খুঁজে পেতে হাঁড়ী উটকে,—যদি গোটা কাসুন্দি থাকে—

পার্ব্বতী। দেখ, বকুনি একটু থামাও ; নেশাখোরের দশাই ঐ ! একবার যদি ব'ক্‌তে সুরু ক'রলে তো কামাই নেই ; ভ্যান ভ্যান ক'রে কাণের পোকা বার ক'রে তবে ছাড়বে ! বলি ফর্দ্দ দিচ্ছ তো খুব লম্বা—কিন্তু প্রথমে যা পাতে ধরে দেব তারি যে অভাব। কাল যে চাল এনেছিলে—সাত গুষ্টি গিলে যা বাকী ছিল তাতো ধার শুধ্‌তেই গেছে। এদিকে যে হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ ! গোটা কাসুন্দি খাবেন, পালং দিয়ে আমড়া খাবেন, নোলা দশ হাত ! এদিকে মুরদ নেই এক কড়ার ! কেবল নেশা ক'রতেই মজবুদ !

মহা। দেখ,একশ'বার নেশাখোর নেশাখোর ব'লনা ব'লছি। উঃ—দু'টো রেঁধে ভাত দেন তো মাথা কিনেছেন আর কি ? ঘরে চাল বাড়ন্ত, তা আগে থাকতে ব'লতে হয় ;—আর ধার শোধ ? দু'দিন পরে দিলেই হোত। গিন্নিপনা ক'রলেই হোল ! পারেন কেবল নথ নেড়ে ঝগড়া ক'রতে। যাও, আজ থেকে আমারও সংসারে কাজ নেই। তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার কর, আমার যেখানে তিন চক্ষু যায় সেইখানে যাই। তোমার গুণে তো গাছতলা সার আগে থাকতেই হ'য়েছে—এবার থেকে শ্মশানে মশানে ফিরিগে—

পার্ব্বতী। তা যাবে যাওনা, তার আর ভয় দেখাচ্ছ কি ? আমার বাপের ঘরে কি আর অন্ন নেই, দু' মুঠো খেতে দিতে পারবে না ? তুমিও এই দরজা দিয়ে বেরুবে, আমিও ঐ দরজা দিয়ে বেরুব। হাড় কালী

হোল বাউণ্ডুলের সংসারে এসে ;—আবার মুখ নেড়ে কথা কয় ? ভয় দেখায়? যাও, ভিক্ষে থেকে ঘুরে এসে আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না।

মহা। এমনি ক'রেই আমায় পাগল ক'রেছে ! গিন্নীর তো গুণে ঘাট নেই ; একটু রাগলেই হয় বাপের বাড়ী, নয় ধেই ধেই ক'রে নাচতে সুরু ক'রবেন ! ভিক্ষে ক'রে কত জিনিস আনি, তা থিতুন গুচনো নেই,— সংসারের শ্রী ফিরবে কি ক'রে? ছেলে দু'টী হ'য়েছে তো হাড় বাউণ্ডুলে ! ধান চাল যা আনি, তার অর্দ্ধেক তো সাবাড় করে গণার ইঁদুরে, কার্ত্তিকটার ময়ূরে সাপ ধ'রে ধ'রে খায়—তোমার বাঘ সিঙ্গির জ্বালায় আমার বলদ তো ভয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে ! ঘাস রত্তি মুখে দেয় না, দাঁড়ালে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে। নাঃ—আমায় ছাড়ালে ঘর তবে ছাড়লে ! ওরে নন্দী,—কোথায় আমার সিঙ্গে, বাঘছাল, হাড়ের মালা, বিভূতি, ডম্বরু, ভিক্ষের ঝুলি ? নিয়ে আয়—নিয়ে আয়, আর এখানে নয়, দিন থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ি চল ! নইলে এর পরে কপালে অনেক দুর্গতি আছে !

পার্ব্বতী। দুর্গতির হ'য়েছে কি ? আমি যাই মেয়ে তাই তোমার ঘর করি ? প'ড়তে আর কারুর হাতে তো টেরটা পেতে ? ঐ তো আর এক কালামুখী আছে—মাথার উপর ধেই ধেই নাচছে ! কৈ রেঁধে ভাত দিতে পারে না ? বেরুবে বৈ কি ? তোমার তো বেরুবার জায়গার অভাব নেই ? তোমার কুঁচনী পাড়া আছে, ডুমনী আছে।

মহা। আরে চুপ—চুপ—আস্তে—আস্তে কথা কও ! ঘরে উপযুক্ত ছেলে মেয়েরা র'য়েছে—বয়স হ'য়েছে—আর কর কি—চুপ—চুপ। নাঃ—আর বেরুনোও হ'ল না দেখছি ; যাক্—পেটের ক্ষিদে পেটে

মেরে এখানেই প'ড়ে থাকি! চিরদিন কি কোঁদল ভাল লাগে? বয়েস তো হ'চ্ছে! আর কথা তুল্লিই পেয়েছেন ঐ এক দোষ—তা লোকজন মানেন না—যার তার সামনে—

পার্ব্বতী। ঘাঁটালেই শুনতে হয়! মা, মা কি সংসার গো! এক দণ্ড সোয়াস্তি নেই? বাপের সাপ, ছেলের ময়ূর—দিন রাতই সামাল সামাল! গণার ইঁদুরে কাটে ঝুলি—আর গাল খেয়ে মরি আমি! বাঘে বলদে তো নিত্যি কোঁদল; আমি আর কত পারি? সাপের ফোঁস ফোঁসানিতে তো রাতে ঘুম নেই, মরি ভয়ে; উচিত কথা ব'ল্লেই আমি মানুষ খারাপ, ধার শুধতে হ'লেই অমনি সংসারে বৈরাগ্য!

মহা। না, তাও তোমার জ্বালায় হবার যো নেই! ঐ দেখ আবার আসছেন পদ্মা, সঙ্গে আবার নারদটা! দেখ কি আবার একটা কাণ্ড ঘটায়?

(পদ্মা ও নারদের প্রবেশ)

নারদ

গীত

মা আছে তাই সৃষ্টি আছে, নইলে জগৎটা কে দেখতে পেত'।
ভাঙ্গড় ভোলা শিব যে আমার থাকত প'ড়ে শবের মত॥
আদি অন্ত একাকার, মধ্য হ'তে শূন্যাকার,
বিশ্বডিম্ব ফুটতো না আর, সব নিরাকারে মিশে যেত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু অথই জলে, ভিরকুটি যা মায়ের বলে,
যোগ যাগ আর বেদ বেদান্ত, কেবল মায়ের চরণ সেত।

মহাদেব। দূর খোসামুদে

প্রস্তাবনা

নারদ। (প্রণাম করিয়া) বাবা, ব'লতে গেলে ঐ আগে পার্ব্বতী তার পর পরমেশ্বর—! এতে রাগ কর্লে আমি নাচার!

মহাদেব। ঠিক বলেছিস নারদ, ঠিক বলেছিস; গিন্নি বোঝেন না— রাগ করেন! এই এতক্ষণ আমার সঙ্গে কোঁদল ক'চ্ছিলেন, বলেন— আমি নেশাখোর।

পার্ব্বতী। মিছে কথা?

নারদ। ঠিক কথা বাবা, ঠিক কথা; নেশাখোর-ই তো; একেবারে বে-হুঁস;—প্রাণ আছে কি নেই; মা হাসলেন, আর অমনি ন'ড়ে ব'সলে—এই না।

মহাদেব। এই—এই—! চৈতন্যময়ী নইলে শবকে জাগায় কে? দুত্তোর! আবার বলে চাল বাড়ন্ত! বোয়েই গেল! না হয় উপোস ক'রব—তবু গিন্নি, তোমায় ছাড়বোনা। তুমি নইলে আমার সব অন্ধকার—! তোমার ঐ অভয় চরণই আমার ভরসা। যাই, বিল্বমূলে ব'সে ঐ চরণই ধ্যান করিগে!

পার্ব্বতী। দেখছিস বাছা দেখছিস, আক্কেলটা দেখছিস, নেশা-খোরের কথা শুনছিস একবার? এই রকম ক'রে আমার অকল্যাণ করা! আমি কি করি বলতো?

নারদ। বিলিয়ে দাও মা, বিলিয়ে দাও; তোমার ঐ পা দু'টো প্রথমে, এই সন্তান আমি—আমাকে দিয়ে দাও; আমি একবার জগতের লোককে ডেকে—ঐ অভয় চরণ বিলিয়ে দিই! দীনতা দৈন্য ঘুচে যাক, পাপ তাপ দূরে যাক, শোক ব্যাধি পালাক—মানুষের মুখে একবার হাসি ফুটুক, ত্রিভুবন ধন্য হোক, নারদ ধন্য হোক!

পদ্মা। তাই কর্ মা, তাই কর! তোর ঐ রাঙা-চরণ বিলিয়ে দে-জগৎ পবিত্র হোক, মানুষ বন্ধন মুক্ত হোক!

* (গীত)

বিলিয়ে দে তোর রাঙ্গা চরণ, বিলিয়ে দে মা ঘরে ঘরে।
আট্‌কে যদি রাখে ভোলা কেড়ে নেব কাঁদিয়ে হরে॥
নেশার ঝোঁকে সদাই থাকে,
কোন্ কালে কার খবর রাখে,
মা বিনে মা, মনের ব্যথা বলি আর কাকে— !
যা আছে তোর ত্রিসংসারে,
লুটিয়ে দে মা যারে তারে ;
কেবল অভয় চরণ দু'টী রাখিস্ মা, সন্তানের তরে॥

মহা। তার পর—নারদ, সকালে কি মনে ক'রে?

নারদ। পরের ব্যাগার খাটতে। তোমরা তো কথায় কথায় অভিশাপ দাও, আর শেষে প্রাণ যায় আমার! ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বরকে যে অভিশাপ দিয়েছিলে তা মনে আছে তো?

মহা। দিয়েছিলেম নাকি?

পার্ব্বতী। নাকি কি? এর মধ্যেই ভুলে গেলে? নীলাম্বর মর্ত্ত্য থেকে ফুল এনে পূজো ক'র্লে, সেই ফুলে ছিল পোকা,—সেই পোকায় কামড়ালে কি না কামড়ালে, অমনি তাকে শাপ দিলে মর্ত্ত্যে গিয়ে ব্যাধের ঘরে জন্মাতে।

নারদ। হাঁ মা, ঠিক বলেছ, তোমার মনে আছে দেখছি। সেই নীলাম্বর ব্যাধের ঘরে জন্মে নাম নিয়েছে 'কালকেতু', আর তার স্ত্রী ছায়া হ'য়েছে 'ফুল্লরা'। ইন্দ্রদেবের সহস্র চোখে জল ঝ'রছে পুত্র পুত্রবধূর শোকে। তাই আমাকে পাঠালেন কৈলাসে একবার পূর্ব্বকথা মনে করিয়ে দিতে।

মহা। ঠিক ঠিক, মনে প'ড়েছে বটে! তা কি ক'রতে হবে?

পার্ব্বতী। তোমায় আর কিছু ক'রতে হবে না; যা করবার আমি ক'রছি। তিন সন্ধ্যে আমার সঙ্গে কোঁদল কর, আর তোমার কোঁদলে কাজ নেই; আমি চ'ল্লুম এই মর্ত্ত্যে। ফিরব না তো আর কৈলাসে; সেখানে থাকব মানুষের ঘরে!

মহা। হাঁ, আমায় বলছিলে না 'দশহাত নোলা'! নারদ, মজা দেখেছ? উনি চ'ল্লেন মর্ত্ত্যে পূজো খেতে, আর আমি এখানে ভিক্ষে ক'রে মরি!

নারদ। বাবা, ঝগড়াটা একটু পরে ক'রো, আগে কাজের কথা হ'চ্ছে একটু হোক।

পার্ব্বতী। চল্ পদ্মা, আগে কলিঙ্গে গিয়ে প্রকট হই; সেখান থেকে জগতে আমার পূজার প্রচার হবে। দীন কেউ থাকবে না, দুঃখী কেউ থাকবে না, নীচ কেউ থাকবে না। যে মা ব'লে এসে দাঁড়াবে —হোক সে ব্যাধ—হোক সে চণ্ডাল—

নারদ। বাস্—বাস্! অমনি দশ হাত মেলে তাদের কোলে না নিয়ে একবার জগজ্জননী নাম সার্থক কর্ মা—দেখে চক্ষু জুড়ুক!

মহা। হাঁ হাঁ, নেশাখোর পেলে বটে? তোমরা সব মজা লুটবে আর

আমি থাকব এখানে প'ড়ে? মর্ত্ত্যের পূজো—একবার দেখতে হবে বৈ কি—দেখতে হবে বৈ কি!

পার্ব্বতী। নারদ, পদ্মা, তোমরা আগে মর্ত্ত্যে যাও, ক্ষেত্র প্রস্তুত করগে, আমি পরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

মহা। আমিও বলদে সাজ পরাচ্ছি! নারদ যাবার সময় বেলতলাটা একবার ঘুরে যেও।

[প্রস্থান।

পদ্মা। দেখ, যাচ্ছ তো মর্ত্ত্যে; কিন্তু সেখানে গিয়ে যেন ঝগড়া বাধিও না।

নারদ। আমি যা ক'রব তা আমার মনেই আছে! ওঁরা কেবল ঝগড়া বাধাতেই দেখেন—আরে ঝগড়ায় যে কত মজা

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গুজরাট বন

[কংস নদীর তীর ; ঘন বনানীর শ্যামছায়া ; চারিদিকে বনফুল ফুটিয়া আছে ; এই বনে একটী উচ্চভূমির উপর একখানি পাতার কুটীর ; কুটীরের চারিদিকে নানা জন্তুর শুষ্কচর্ম্ম ঝুলিতেছে। ব্যাধ কালকেতু সেই কুটীরের নিকটে বৃক্ষতলে বসিয়া নিবিষ্ট মনে ধনুক তৈয়ারি করিতেছিল ; তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র পড়িয়া, বাম পার্শ্বে চামড়ার ছিলা, কতকগুলি শরের তীর। জাতিতে ব্যাধ হইলেও কালকেতুর রঙ, উজ্জ্বল-গৌর ; কিন্তু রৌদ্রে পুড়িয়া তামাটে হইয়া গিয়াছে ; বয়স তার পঁচিশ ছাব্বিশ ; ব্যায়াম-পুষ্ট, স্বাস্থ্যললিত দেহকান্তি স্বাধীনতার সরল মাধুর্য্যমণ্ডিত ; স্বচ্ছন্দবনজাত তরুণ শালবৃক্ষের মত দীর্ঘায়তন বপু ; কুঞ্চিত কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে স্কন্ধের উপর পড়িয়াছে ; কাল—বসন্ত ; সময়—অপরাহ্ণ।

ব্যাধকন্যারা গান গাহিতে গাহিতে নদীতে জল আনিতে যাইতেছিল।]

গীত

বাতাস আজ মাতাল হ'ল কোন্ সাগরের জল ছুঁয়ে ?
তারা সাড়া পেয়ে দোলন চাঁপা লুটিয়ে আঁচল প'ড়লো ভুঁয়ে॥
পিউ পিউ পিউ পাপিয়া ডাকে, গাইছে দোয়েল পাতার ফাঁকে,
লজ্জাবতী লতাটী ঐ শিউরে মরি প'ড়লো নুয়ে।
মহুয়ার আজ লাগ্‌লো মাতন, বনে বনে ফুলের নাচন,
সৌরভে সই দিশেহারা যুঁইয়ের ঝাড় আড় হ'য়ে শুয়ে॥

[প্রস্থান।

(ফুল্লরার প্রবেশ)

[ফুল্লরা—ব্যাধ কন্যা ; অটুট স্বাস্থ্য, নিটোল গঠন—সুন্দরী ; বয়স তার কুড়ি একুশ ; বুকে গাছের ছাল বাঁধা, পরণে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম, মুক্ত কেশরাশীতে বনফুল জড়ান। গায়ে পলা ও রঙিন পাথরের গহনা। মাথায় মাংসের পশরা কুটীরের দাওয়ায় নামাইয়া কালকেতুর পশ্চাতে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল ; কালকেতু তাহার প্রবেশ জানিতে পারে নাই ; সে আপন মনে নিজের কাজেই ব্যস্ত। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ফুল্লরা কালকেতুর হাত হইতে ধনুকখানি কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল—অভিমানের স্বরে বলিল—]

ফুল্লরা। ভারি কাজের লোক দেখ্‌ছি যে? আমি ঘুরে এলাম সারা সহর, হাট মাঠ বাট—মাস মাথায় ক'রে, আর উনি সেই সকাল থেকে ব'সে ব'সে ধনুক গ'ড়ছেন? একটা মানুষ যে বাড়ীতে ঢুকলো—একটু হুঁস নেই! যদি চোর হোত?

কাল। চোর? (হাসিয়া) কি নিত'? সম্বলের মধ্যে এই ভাঙ্গা কুঁড়ে, তার আবার মটকায় খড় নেই ; ভেরাণ্ডার কচার খুঁটী,—জাউ খাবার একখানা ভাঙ্গা খোরাও নেই,—গর্ত্ত খুঁড়ে আমানি খাই ;—যাকে চুরি করবার মতন, সে তো এই হাট থেকে মাংস বেচে এল! তাকে যদি কেউ রাহাজানি ক'রতো, তো পথেই ক'রতো, কষ্ট ক'রে আর বনে আসতো না? তবে হুঁস রেখে ক'রবো কি বল্?

ফুল্লরা। আর যদি তোমার প্রাণটাই কেউ চুরি ক'রতে আসতো?

কাল। সে তো অনেক আগেই চুরি হ'য়ে গেছে—বামাল তোর পরণের খুঁটে ; ভাঙ্গা বেতের থালি পেঁটরাটি এই প'ড়ে এখানে ;—সে আর কেউ চুরি ক'রতে আসছে না, তোর ভয় নেই।

ফুল্লরা। শুনিছি পুরুষের দুটো ক'রে প্রাণ থাকে ; একটা আটপৌরে,

আর একটা পোষাকে ! আটপৌরে প্রাণটা দেয় পরিবারকে, নইলে ঘর চলেনা,—রাঁধতে বাড়তে, থিতুতে গোছাতে, ঘর গোবর দিতে, পাট ক'রতে—সময়ে অসময়ে দেখ্‌তে, উপোস ক'রতে হোল বা মা'র খেতে—সে ঐ পরিবার আটপৌরে প্রাণের মালিক ;—আর সখ. ক'রতে, ফুর্ত্তি ক'রতে—হোলবা দু'টো গান শুন্‌তে—কি দু' চার ঘা খেতে, পুরুষের পোষাকী প্রাণটি ! যদি সেই প্রাণটাই কেউ নিতে আসতো ?

কাল। প্রাণ বেরুবেতো এই কণ্ঠা থেকে ঠোঁট দিয়ে ? তা সেই তুই তো হাটে যাবার সময় তাতে চাবিতালা বন্ধ ক'রে গেছিস,—ও আটপৌরেই হোক, আর পোষাকেই হোক্—আমার প্রাণটা বন্ধ তোর ঐ তুলতুলে ঠোঁট দুখানার মাঝে। তোর ভয় নেই, ভয় বরং আমার ; কি জানি, পথে ঘাটে—যদি—

ফুল্লরা। এমনি ক'রে তোমার কাণ দু'টো কেও ম'লে দেয় !

কাল। ওরে ছাড়—ছাড়্—লাগে—!

ফুল্লরা। তোমাদের জাতকে যে বিশ্বাস করে সে শালী !

কাল। আর তোদের জাতকে যে বিশ্বাস করে সে—

ফুল্লরা। সে মরদ ! আমি না থাকলেই সব নেচে গেয়ে এই পথ দে যায়,—আর তুমি অমনি হাঁ ক'রে—

কাল। তোর কথাই ভাবি। নে রাখ্—ঝগড়া রাখ্ ; বড় ক্ষিদে পেয়েছে ; হাটে কিছু পেলি ? বেচা কেনা কিছু হ'ল ?

ফুল্লরা। কিছু না।

কাল। কিছু না ; তবে উপায় ?

ফুল্লরা। নদীর জল দু' আঁজলা খেয়ে—দু' জনে প'ড়ে থাকি। রোজ রোজ আর ধার মাংতে যেতে পারি নে!

কাল। তোর কথাই ভাবি। কেন তুই ইচ্ছে ক'রে এ ঘরকে এলি? কেন আমায় বিয়ে ক'ল্লি?

ফুল্লরা। ও কথা তো অনেকবার হ'য়ে গেছে। নতুন ক'রে ব'লে আর কি হবে? অন্য কথা থাকে তো কও।

কাল। কি কথা কইব? যার ঘরে ভাত নেই তার আবার কথা কি? দিন দিন না খেয়ে শুকিয়ে তোর চেহারা কি হ'য়েছে দেখ্ দেখি! আমি মরদ, কিন্তু আমি তোকে খেতে দিতে পারি নে। এক একবার ইচ্ছে হয় ম'রে তোর পথ পরিষ্কার ক'রে দিই। তুই আবার কাওকে বিয়ে কর্, সুখে থাক্—দু' মুঠো খেয়ে বাঁচ্!

ফুল্লরা। খেয়ে তো সবাই বাঁচে। আমরা তো না খেয়েও এতদিন এক রকমে বেঁচে আছি। কি অভাব আছে আমাদের। কাঁসাইয়ের বুক ভরা মিষ্টি জল আছে, সব দিন শিকারে মাংস না মেলে, গাছে ফল আছে, মাঠে শাক আছে, এমনি ক'রেই দিন যাবে! আর বিয়ে? একটুও বুদ্ধি নেই তোমার? মেয়ে মানুষের কবার বিয়ে হয়? এহকাল পরকালের সম্বন্ধ তোমায় আমায়, আমরা ইচ্ছে ক'রে কি এ বাঁধন কেউ প'রেছি। জন্ম-জন্মের বাঁধন! —তোমারও পালাবার যো নেই, আমারও পালাবার যো নেই। তবে মিছে কেন ওসব কথা তুলে আমায় কষ্ট দাও।

কাল। জন্ম-জন্মের বাঁধন! তোকে যে দিন থেকে দেখিছি, মনে হ'য়েছে, কত দিনের যেন চেনা তুই! আমার ঘরে এলি—আমার যে কি

আনন্দ—! এই ভাঙ্গা কুঁড়ের চারি পাশে যত ফুল ছিল একসঙ্গে যেন সব ফুটে উঠলো ; যে গাছ রোজ দেখতুম একরকম, তার চেহারা বদলে গেল,—মনে হ'ল সেও যেন আনন্দে তার পাতা নাড়ছে ; মনে হ'ল—লতা আর লতা নয়, তারও যেন প্রাণ আছে,—সে ঘাড় নেড়ে—কত কথা কয় ; ফুল যেন সত্যি হাসে, পাখী গান গেয়ে বলে—এই তোর লক্ষ্মী—একে ভালবাস্, প্রাণ দিয়ে ভালবাস্! কিন্তু ফুল্লরা, শুধু ভালবেসে তো পেট ভরে না! পেট কাঁদে ; উপোস ক'রে ক'রে তোর চোখের কোলে কালি প'ড়েছে,—কাঁচাসোণার মত তোর রং—যেন শীম পাতার মত মলিন হ'য়েছে ; কি ক'রবো ? ব্যাধ,—অন্য বিদ্যে কিছু জানিনে—বনে বনে হরিণ মারি, সিঙ্গি মারি, বাঘ মারি,—তুই তার মাস বেচিস, ছাল বেচিস্,—যেদিন দয়া ক'রে কেও কেনে, দু'মুঠো পেটে পড়ে ; যেদিন কেও না নেয়—ঐ কাঁসাইয়ের জলই ভরসা! আর কত দিন এমন ক'রে চলবে, না খেয়ে খেয়ে তুই কতদিন বাঁচবি!

ফুল্লরা। ওগো বাঁচবো গো—বাঁচবো! সে ভয় তোমার নেই। দিন কি এম্‌নিই যাবে ? এ মেঘ কাটবে, ভয় কি ? মা দুর্গা আছেন, শুনি তিনি জগতের মা ; ছেলে মেয়ের এ কষ্ট মা প্রাণ ধ'রে কদ্দিন দেখ্‌বে ? অবিশ্যি তাঁর দয়া হবেই হবে! আমি ঠিক জানি—আমাদের এ দুঃখ ঘুচবেই ঘুচবে! আমি মাকে ডাকি। তুমিও মনে মনে মাকে ডাক। মা—মা—এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না—মা, মুখ তুলে চা—দয়া কর্!

ফুল্লরার গীত

মা মা মা আর কত সহে প্রাণে !
নিশিদিন ডাকি মা মা ব'লে শুনেও তো শোননা কাণে।
শূন্য পেটে ভাঙ্গা ঘরে মুখ চেয়ে তোর আঁখি ঝরে
থাকতে মা আজ মাতৃহারা জানিনে মা কোন্ বিধানে ?

কাল। তুই থাম, আর অমন ক'রে গান গা'স্‌নি। তোর গান শুন্‌লে আমার বুকের ভেতর কেমন করে। মা—সত্যিই যদি সবারই মা, বনে বাঘ ভালুক হরিণেরও তো সেই একই মা ; শিকার ক'রতে গিয়ে ওই কথা যখন মনে হয়, হাতের তীর হাতেই থাকে, বাঘ পালায়, বরা পালায়, হরিণ পালায়, তাদের মারতে পারিনি। দেখিস্‌নি, কতদিন খালি হাতে ফিরি, আর ঘরে এসে তোর শুক্‌নো মুখ দেখি। হাঁড়ীতে ভাত নেই, হাটে বেচবার মাস নেই, কাঁসাই নদীর জল আঁজলা পুরে দু'জনে খেয়ে এইখানে প'ড়ে থাকি।

ফুল্লরা। না—তোমার সঙ্গে ব'ক্‌লে সত্যিই আর পেট ভ'রবে না। আমি যাই, সই বিমলার মার কাছ থেকে আজকের মতন চারটী খুদ মেগে নিয়ে আসি। পাখীর পালক বেচে সেদিন ক'গণ্ডা কড়ি পেয়ে ছিলেম, তুমি তাই নিয়ে যাও, গোলা হাট থেকে কিছু নুন কিনে নিয়ে এস, আমি এই এলুম বলে।

[ফুল্লরার প্রস্থান।

কাল। সোণার প্রতিমা—কোন্ পাপে ব্যাধের ঘরে জন্মেছিল ? আমার ঘরে এসে কেবল উপোস ক'রেই দিন কাট্‌ল। ওরই মায়ায়

এখানে আট্‌কে প'ড়ে আছি, নইলে এ দেশে থাকতুম না—এ দেশ ভাল নয়।—

[তীর ধনুক গোছাইতে গোছাইতে]

ব'সে ব'সে তীর তৈরি করি, ধনুক তৈরী করি, আর পেটের জ্বালায় কেবল বাঘ ভালুক মারি। কিন্তু প্রাণ তা চায়না। আমায় দেখলে ভয়ে সিঙ্গি পালায়, হাতী পালায়, আমার মন-কেমন করে। আমাদের যেমন প্রাণ, তাদেরও তো তেমনি। চাষ-বাস ক'রে খাবার জমী নেই, এ পাহাড়ের দেশ, বন। লোকে গাঁয়ে বাস ক'রতে দেয় না—বলে, আমরা জন্তুর মত জন্মেছি বনে, বনই আমাদের ঘর। হবে! এগুলো তুলে রেখে হাটে যাই; কিন্তু হাটে যেতেও পা উঠছে না। চাল ধার ক'রতে গেছে, কি জানি পাবে কি পাবে না?

নেপথ্যে ফুল্লরা। আজ তোরই একদিন কি আমারি একদিন?

কাল। একি! এর মধ্যে ফিরে এল?

(ফুল্লরা ও ছদ্মবেশী যুবরাজের প্রবেশ)

কাল। কিরে এর মধ্যে ফিরে এলি? এ কা'কে নিয়ে এলি?

ফুল্লরা। কেন, আমরা গরীব ব'লে কি আমাদের মান ইজ্জৎ নেই? তোর ভদ্দরলোকের মুখে ঝাড়ু!

ল। কিরে? কা'র কাণ ধ'রে নিয়ে এলি? এটা কে?

ফুল্লরা। কে তা চিনি না, তবে ও-পারের লোক। মেয়েরা জল আন্‌তে

গেছে, তাদের ঠাট্টা ক'রছিল। আমাকে যেতে দেখে শিস্ দিয়ে ইসারা ক'রে ডাকলে।—কেমন? কাণ দু'টো রাখব, না টেনে তুলে নেব?

যুব। ওরে গেলুম গেলুম, তোর পায়ে প'ড়ি ছাড়। আমি কিছু জানতুম না, ঐ শালা—

ফুল্লরা। কে তোর শালা দেখাচ্ছি! সে শালাকে পেলে তারও কাণ দু'টো এই এমনি ক'রে—

যুব। ওরে বাবারে, একি হাত রে! এ যে লোহার সাঁড়াশী!

কাল। আরে ছাড় ছাড় দেখি কে এটা।

ফুল্লরা। তুই এটাকে ধর, আমি কুড়ুলটা নিয়ে আসি, একে আজ কেটেই ফেলব।

যুব। দোহাই, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমাদের পায়ে পড়ি।

[কালকেতু তাহার হাত ধরিল এবং মুখ তুলিয়া ধরিল]

কাল। কে তুমি, দেখি? (দেখিয়া) আঁ—কি সর্ব্বনাশ! তুমি! তোমার কথা অনেক শুনেছি বটে। তোমার এতদূর বুকের পাটা—যে তুমি আমাদের পাড়ায় এসে মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট কর?

ফুল্লরা। একে তুমি চেন? এ কে?

কাল। ও-পারের লোক—এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ, আর পরিচয় শুনে কাজ নেই।

ফুল্লরা। মানুষ—না জন্তু, জানোয়ার!

কাল। যাও, মুখ ঢেকেই বাড়ী যাও, আর কখনো নদীর এপারে এসনা।

আমরা ছোটলোক, কিন্তু তবু তোমার পরিচয় দিয়ে তোমাকে খাটো ক'রবো না। যাও!

বুব। (স্বগত) যাই বাবা, কাণ দু'টো আছে তো?

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। এমনি এমনি ছেড়ে দিলে?

কাল। ছেড়েই দিলুম; এর পরিচয় তুই আর জিজ্ঞাসা করিস্‌নি। আমাদের উপর রোজ রোজ নতুন নতুন অত্যাচার ক'রছে, এ আর কতদিন সহ্য ক'রবো?

(কতিপয় ব্যাধের প্রবেশ)

১ম ব্যাধ। কোন্ দিকে গেল? সর্দ্দার, সে বদমাস'টা কোথায়?

কাল। তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

১ম ব্যাধ। ছেড়ে দিলি? সেটা কে—কোন খপর নিলিনি, ছেড়ে দিলি?

কাল। ছেড়ে দিয়েছি। খবর যেটুকু জেনেছি, তা'তে এই বুঝেছি যে এক আধজন অত্যাচারীকে শুধু শাস্তি দিলে এ অত্যাচারের শেষ হবে না। এর শেকড় নেমেছে অনেক দূর।

১ম ব্যাধ। কি বলিস্ সর্দ্দার?

কাল। ব্যাধের ঘরে জন্মেছি, চিরদিন দেখে আসছি অত্যাচার—আর ক'রছি উপোস। আমরা যে মানুষ, ও-পারের লোকে তা মনে করে না। আমাদের পায়ে থেঁতলায়, আমাদের মেরে আমোদ করে। বাঘ ভাল্লুকের উপর ওদের যে মায়া, তার চেয়ে বেশী মায়া আমাদের উপর

নেই; আমাদের মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট ক'রতে ওদের এতটুকু বাধে না। কতদিন কত ব্যাধের ঘরের যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। শুনেছি, চোখেও যে দেখিনি তা নয়! ওদের একজনকে মেরে কি হবে?

১ম ব্যাধ। তাহ'লে কি ক'রবো?

কাল। কি জানি, কিছু বুঝতে পারিনি। কি ক'রবো? কি ক'রবো? রক্ত গরম হ'য়ে উঠে আবার ঠাণ্ডা হয়; এক একবার খুন চাপে, মনে হয় ওদের টুঁটি ছিঁড়ে খাই,—যারা বুনো ব'লে আমাদের ঘরের মেয়ে লুটতে আসে তাদের জিভ্‌টা টেনে ছিঁড়ে ফেলি! আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে ভাবি আমাদের মরাই ভাল—মরাই ভাল।

১ম ব্যাধ। আর, সওয়া ছাড়া আমাদের কি করবার আছে বল? আমরা মুখ্যু, আমরা কি বুঝি বল? থাকি বনে পাতার কুঁড়েয়, ওরা থাকে নগরে গাঁয়ে; ওরা ফর্সা, আমরা কাল; ওরা বড়লোক, আমরা গরীব! দেবতা যা কপালে লিখেছে!

কাল। দেবতা লিখেছে কি ওরাই লিখেছে তা বুঝতে পারিনি। এক একবার ইচ্ছে হয় আমরা সবাই মিলে একবার নগরে ঢুকি—গাঁয়ে ঢুকি; সেখানকার জন্তু জানোয়ার বেছে বেছে কোতল করি!

১ম ব্যাধ। সেকি আমরা পারিরে সর্দ্দার, আমরা বুনো?

কাল। পারবিনি? তবে আর কি হবে? তাহ'লে কেবল ব'সে ব'সে কাঁদ্।

ফুল্লরা। কেন পারবে না সর্দ্দার? যে ব্যাধের তীরে সিঙ্গি মরে, বাঘ মরে, সে তীরে অত্যাচারী মানুষের ক'লজে বিঁধবে না? আমাদের ঠাট্টা

ক'রবে, ধ'রে নিয়ে যাবে, জাত খাবে—আর আমরা কেবল সহ্য ক'রবো ?

১ম ব্যাধ। এ কথাটা বলিছিস ঠিক দিদি। আমরা যদি ক্ষেপি, কাকে ভয় করি ? (কালকেতুর প্রতি) তুই আমাদের যেমনটী ব'লবি, আমরা তেমনটী ক'রবো।

কাল। বেশ, এখন তবে সব ঘরে যা। কি ব'লবো বুঝতে পাচ্ছি না—বুঝতে পাচ্ছি না ; ওরে—আমরা যে ব্যাধ ! কি আছে আমাদের ? কি আছে এই তীর আর ধনুক ছাড়া ! যা,—তীর তৈরি কর, ধনুক তৈরি কর,—ভেতরে তৈরী হ'তে হবে ; তারপর, যা মনে আছে,—একদিন তাই ক'রবো।

১ম ব্যাধ। ভাল, ভাল, তাই হবে। তুই আমাদের সর্দ্দার—আমাদের কিসের ভাবনা ? তুই যা ব'লবি আমরা তাই ক'রবো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনের একাংশ

ভাঁড়ুদত্ত

ভাঁড়ু। ভাগিাস্ আমায় দেখতে পায়নি, খুব পাশ কাটিয়েছি ; নইলে, খুড়ী খুড়ী করি, দেখলে একটু ফ্যাসাদে প'ড়তে হ'ত ! যুবরাজটা খুব খেলোয়াড় আছে ! ধাঁ ক'রে কেমন বাগিয়ে ফেল্লে—এক ইসারায় একেবারে ছুঁড়ীটার পাশে, কাঁধে হাত দিয়ে—ও বুনোর

ঘরে—হ্যাঃ—বোঁদের আবার ? যুবরাজ ব'লেছিল ছুঁড়ীটাকে বাগিয়ে দিলে হাজার টাকা বখ্‌শিস ক'রবে। হাঁ বাবা, এবার আর ছাড়চিনি—নগদ হাজার টাকা এইবার খাতার বাঁয়ে জমা প'ড়ল। তার পর সুদ, সুদের সুদ, তস্য সুদ—এই হাজার, বছর না পালটাতে দাঁড়াবে দশ হাজারে!—ঐ যে আসছে।—কি বাবা, কি বাবা, কেমন বউটি হ'ল ? বলেছিলুম কি না—

(যুবরাজের প্রবেশ)

রাজরাজড়ার ঘরে অমন নিখুঁত সুন্দরী মেলেনা! কথা মিলিয়ে পেলে ? এখন আমার বখ্‌শিস্‌টার—

যুব। গাধা, গিদ্ধোড়, উল্লুক!

ভাঁড়ু। কবুল বাবা, কবুল ; তবে বখ্‌শিসটা দিয়ে উল্লুক, ভাল্লুক যা বল—কোন আপত্তি নেই।

যুব। দুর শালা, পাজী, বজ্জাত—

ভাঁড়ু। বস্‌—ঐ পর্য্যন্ত থাক্ বাবা, ওর ওপর আর উঠোনা। বুড়ো বাপ, যদ্দিন বেঁচেছিল খেতে দিইনি, এখন ম'রে কোথায় কি হ'য়ে আছে—আর বাপান্তটা ক'রো না বাবা!

যুব। শালা—শালার ঘরের শালা—

ভাঁড়ু। রাজী, বাবাজী, রাজী! কিন্তু কথাটা হ'চ্ছে, হ'ল কি ?

যুব। হ'ল তোমার মাথা আর মুণ্ডু! ওঃ কাণ দু'টো আমার আর নেই ?

ভাঁড়ু। কেন বাবা, ঐ তো দিব্যি লক্‌লক্ ক'চ্ছে—অমন বড় বড় কুলোর মতন কাণ!

যুব। ওঃ, এখনো মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছি! মেয়েমানুষের হাত এমন শক্ত হয় জানলে কোন্ শালা এ বনে ঢুকত!

ভাঁড়ু। কৈ বাবা, এমন কি শক্ত—এখনো তো কাণ দু'টো স্থানভ্রষ্ট হয়নি! কাণ ম'লে দিয়ে ঠাট্টা ক'রেছিল বুঝি?

যুব। হাঁ, ঠাট্টা ক'রেছিল! তোমার গুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কেছিল! ছুঁড়ীকে ইসারা ক'রে ডাকলুম, কাছে এসেই খপ্ ক'রে কাণ দু'টো ধ'রলে—ওরে বাবা, এখনো কাণ দু'টো জ্বলছে!

ভাঁড়ু। কিছু ভয় নেই বাবা, কইলে বাছুরের চোণার সেঁক দু'দিন দিলেই ভাল হ'য়ে যাবে। যখন ঢক্‌কে ঢক্ বজায় আছে, মূলে হাবাত হয়নি—

যুব। চোণার সেঁক দেওয়াচ্ছি—আগে রাজ্যে ফিরে চল—

ভাঁড়ু। তা যেতে হবে বৈকি বাবা, তা যেতে হবে বৈকি। নইলে সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে—তার উপর আমার বখ্‌শিসের টাকা!

যুব। ছদ্মবেশে ছুঁড়ী চিনতে পারেনি, কিন্তু কেলো ঠিক চিনেছে।

ভাঁড়ু। তা চিনবে বৈকি, লগবগাঁবা ছেলে তুমি, চিনতেই হবে!

যুব। ওঃ এ রকম অপমান জীবনে হয়নি।

ভাঁড়ু। একদিনে কি হয় বাবা, একদিনে কি হয়? বেঁচে থাকতে থাকতেই লোক ক্রমশঃ এই রকম ক'রেই বিজ্ঞ হয়।

যুব। তুই যে বড় স'রে প'ড়লি? দু'জনে থাকলেও না হয় একহাত দেখে নিতুম। একটা ছোটলোক ব্যাধের মেয়ে—তার এত বড় আস্পর্দ্ধা—

ভাঁড়ু। যে কলিঙ্গের রাজার ছেলের কাণ ম'লে দেয়?

যুব। যত দোষ সব আমার ঐ বুড়ো বাবার। বাবা যদি না থাকত, তাহ'লে কি আমায় এই রকম ক'রে লুকিয়ে এসে অপমান হ'তে হয়! সিংহাসনে ব'সলে আমি কি এ বেটাদের গ্রাহ্য ক'রতুম! বেটাদের গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতুম, মেয়ে মদ্দ সব বেঁধে নিয়ে গিয়ে দোরস্ত ক'রে দিতুম! তা বুড়ো মরবেও না, আর আমার সিংহাসনে বসাও হবেনা—মনের দুঃখ সব মনেই রইল।

ভাঁড়ু। এই এতক্ষণে পাকা বলেছ বাবাজী। আমার দোষ দিচ্ছিলে মিছে। যত দোষ সব এই বুড়ো রাজার। আরে বয়েস হ'য়েছে, হয় বাণপ্রস্থে যা, না হয় মর্—ছেলেপিলেরা একবার হাত পা মেলে বাঁচুক্। তা নয়—ব'সে ব'সে জাবর কাটছেন!

যুব। বলে পিতৃভক্তি! পিতৃভক্তি অমনি হয়? আমার যৌবন যদি ব'য়েই গেল, এর পর বুড়ো বয়সে সিংহাসনে ব'সে ক'রবো কি? পিতৃভক্তি দেখাব কি মর্‌বার সময়?

ভাঁড়ু। ভাল ক'রে স্বস্ত্যেন কর বাবা, ভাল ক'রে স্বস্ত্যেন কর। ভাল ভাল বামুনদের আনিয়ে এমন যাগ-যগ্যি কর—যে তেরাত্তির না পার হয়।

যুব। যত বেটা বামুন কেবল কুপরামর্শ দিচ্ছে। যাতে আরো বিশ পঁচিশ বছর বাঁচে, তারি হোম হ'চ্ছে—যাগ হ'চ্ছে; বেটারা সব স্বপ্ন দেখাচ্ছে! জাঁক ক'রে চণ্ডীপূজো হবে! আর আমি বুনোপাড়ায় এসে কাণমলা খেয়ে ঘরে যাই! লোক জানাজানি হ'লে মুখ দেখাব কি ক'রে?

ভাঁড়ু। জানাজানি হবে না বাবা, সেদিকে নিশ্চিন্দি থাক—ও বেটারা

কিল খেয়ে কিল চুরী ক'রবে। ছোটলোক কিনা, ভয়ে ওগরাতেই পারবে না।

যুব। যখন তুমি জেনেছ, তখন রাজ্যের কারও জানতে বাকী থাকবে না—তোমায় আমি চিনিনি ?

ভাঁড়ু। আমার জন্যে ভেবনা বাবা, আমার মুখ বন্ধ ক'রতে কতক্ষণ ? হাজার টাকা বখশিস দেবে ব'লেছিলে, আর কিছু মূল্য ধরে দিও, আমি এ জিব কেটে ফেলবো যে, আর কখনো আঁ উঁ ক'রেও কিছু না ব'লতে পারি।

যুব। দাঁড়াও, আগে বেটাদের জব্দ করি। এক আধজন নয়, বেটাদের যত মেয়ে আছে সব ধ'রে নিয়ে যাব।

ভাঁড়ু। হাঁ রাজবাড়ীতে বুনো পাড়া বসিয়ে দেবে—তোমার অসাধ্য কি ? লগনচাঁদা ছেলে তুমি !

যুব। উঃ—কাণ দু'টো এখনো টন্‌টন্ ক'চ্ছে।

ভাঁড়ু। গোবরের সেঁক, বাবা, ভাল ক'রে গোবরের সেঁক—ও টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ কিছুই থাকবে না।

[উভয়ের প্রস্থান

(অপর দিক দিয়া নারদ ও পদ্মার প্রবেশ)

নারদ। পদ্মা, ব্যাপারটা দেখলে ?

পদ্মা। দেখলুম বৈকি। যে দেশের যুবরাজ এমন অত্যাচারী, মা আসছেন সেই দেশের রাজার ঘরে ?

নারদ। দেখ, বাবার গুণে ঘাট নেই। যেখানে যত দানাদত্যি রাক্ষস

অত্যাচারী হ'য়েছে, সকলেই তো দেখছি প্রায় বাবার দোর-ধরা। মা চিরকাল অসুর দলনই ক'রে আসছেন, কিন্তু এবারে দেখছি রকমটা একটু নতুন।

পদ্মা। ওঁদের লীলা আমরা কি বুঝবো বল ?

নারদ। না বুঝি, তবে লীলাটা মাঝে মাঝে একটু আধটু ওলট্ পালট্ ক'রে দিতে পারি তো ? আমরাও বাপকো বেটা !

পদ্মা। কি ক'রবে ?

নারদ। ভোলানাথের ভুল ভেঙে দেব, ব'লবো—বাবা, সেই যে সংসারটা সৃষ্টি ক'রে গাঁজায় দম মেরে চক্ষু মুদে ব'সে আছ, চক্ষু চেয়ে একবার খবর নাও যে, তোমার হাতের তৈরী মানুষ কি ছাঁচে দাঁড়িয়েছে।

পদ্মা। তোমার তাতে লাভ ?

নারদ। আমার লাভ ? নামটা কুঁদুলে, সে কি বৃথাই হ'য়েছিল পদ্মা ? একটু গণ্ডগোল না বাধালে আমোদ হবে কেন ? এই ব্যাধরা বুঝি চিরদিনই বনে বনে জন্তু হ'য়ে থাকবে, আর সভ্য ভব্য সৃষ্টিধর মানুষ এদের উপর অত্যাচার ক'রেই যাবে ? মা পাঠিয়েছেন ক্ষেত্র তৈরী ক'রতে ; এসনা—এমন উর্ব্বর ক্ষেত্র তৈরী ক'রে রাখব যে, মা'র বাবাও জন্মে কখনো তা দেখেনি। কেউ খাবে দুধকলা, আর কারও অদৃষ্টে জুটবে না গুড়ছোলা ! কেন বল দেখি ? এসনা, কি করি একবার দেখবে এসনা।

পদ্মা। ভাল এক কুঁদুলের সঙ্গে মা আমায় পাঠিয়েছেন—অদেষ্টে যে কি আছে কে জানে !

নারদ। অদৃষ্টে ভালই আছে, সৎসঙ্গে কাশীবাস ! চল—আগে বুনোদের

ক্ষেপাই, তার পর মা বাবা ও তোমার তেত্রিশ কোটী দেবতাকে আমি দেখে নিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ব্যাধ-পল্লী

[কাল রাত্রি—উৎসবোন্মত্ত ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীগণের প্রবেশ, এই সঙ্গে কালকেতু ও ফুল্লরাও আছে ; ফুল্লরা ও ব্যাধ রমণীগণ গান গাহিতেছিল, ব্যাধেরা মাদল বাজাইতেছিল]

গীত

ফুল্লরা। আরে মহুয়া বোলে, ঠোঁট দু'টী তোর বড় ভালবাসি।
তোর মুখখানি তাই দেখলে পরে ফিক্ ক'রে সই হাসি॥

ব্যাধ-পত্নীগণ। রূপের রাণী মহুয়া মোদের তরল রূপের রাশি!
তোর পিয়াসে মাতুয়ারা, তোরে ভালবাসি॥

ফুল্লরা। আরে মহুয়া রে প্রাণ, আরে মহুয়া রে জান—
মহুয়ার সাথে দোস্তি ক'রে হই রে ঘরবাসী ;

ব্যাধ-পত্নীগণ। আরে মহুয়া মোদের ভাই বহিন্, ঘর বেসাতি জরু জমিন্।

ফুল্লরা। প্রাণটী নাচে পা'টী টলে মহুয়ার প্রেমে পরি ফাঁসি॥

১ম ব্যাধ। সব মহুয়া খেয়ে নে, আবার গান হবে। আবার নাচ হবে।

১ম রমণী। হবেই তো, আমরা কি পেছপাও? আরে মহুয়া ঢাল্ রে মহুয়া ঢাল।

(নারদ ও কতিপয় ব্যাধের প্রবেশ)

২য় ব্যাধ। এই যে সর্দ্দার, তুই এখানে ? আরে এ বাবাঠাকুর কি বলে শোন্, আমরা এর কথা ভাল বুঝতে পারিনি।

কাল। কি ব'লছ বাবাঠাকুর, তোমায় তো কখনো দেখিনি! তুমি কোথায় থাক ? কোন্ দেশে তোমার ঘর ?

নারদ। সে এর চেয়েও বড় বনে। সে কথা পরে হবে। তুমি এদের সর্দ্দার ?

কাল। এরা তো বলে।

নারদ। তা হ'লে তুমি বুঝবে। এই এতক্ষণ ধ'রে এদের বোঝালুম, এরা তো হাঁ-ও বলেনা, না-ও বলেনা। কালু, চিরকালই কি বনের বাঘ মেরে বেড়াবি ? মা এসেছেন তোদের রাজ্যে, তাঁকে একবার দেখবিনি ?

ফুল্লরা। দেখবো কি ক'রে বাবাঠাকুর ? নগরে রাজার বাড়ী পূজো, কিন্তু সেখানে তো আমাদের ঢুকতে দেবেনা।

কাল। মা কি আর আছে বাবাঠাকুর ? মা ঐ নামেই আছে, কাজে নেই। মা থাকলে কি আর আমাদের এত কষ্ট ?

নারদ। কিন্তু এবার যে মা তোদের জন্যেই এসেছেন। আমি তোদের সেই খবরই দিতে এসেছি ; শুধু খবর দেওয়া নয়, তোদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, মাকে দেখাব। শুধু মার নামই শুনিছিস্—মার কেমন চেহারা তাতো দেখিস্ নি! চল্—মাকে দেখিয়ে আনি।

২য় ব্যাধ। ওরে সর্দ্দার, এই ঠাকুর কি বলে শোন্। আমরা যাই, আর আমাদের মেরে তাড়িয়ে দিক্।

নারদ। মারবে কেন ?

২য় ব্যাধ। মারে তো।

নারদ। সে দোষ তোদের। তোরা মনে করিস্ মার খেতে জন্মেছিস্, তাই তোদের মারে; তোরা মনে করিস্ ওরা বড়, তোরা ছোট, সেই জন্যেই মারে; তোরা ওদের ভয় করিস্, দেখলে পালাস্, সেই জন্যেই তারা মারে। যেদিন—যে মুহূর্ত্তে তোরা মনে ক'রবি—তারাও মানুষ তোরাও মানুষ, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত থেকে দেখবি তোদের সঙ্গে তাদের কোন তফাৎ নেই। আর তারা মারবে না; যদি মারতে যায়, তাদের হাত আর উঠবেনা। সেই দিন থেকে তারাও জান্‌বে যে, মার খেলে তাদেরও যেমন লাগে, তোদেরও তেমনি লাগে।

কাল। বাবাঠাকুর, কথাটা বল্‌ছিস্ ঠিক বটে। যখন সারাদিন বনে বনে ঘুরে শিকার মেলেনা, খালি হাতে বাড়ী ফিরি, যখন ক্ষিদের জ্বালায় দু'টী প্রাণী সারারাত ছট্‌ফট্ করি—আর ও-পারের দিকে চেয়ে দেখি—পথে পথে আলো জ্বল্‌ছে,—বাড়ীতে বাড়ীতে গানের হল্লা উঠেছে, গরীবের মুখের গ্রাস ওরা তালাবদ্ধ ক'রে রেখেছে, আর এ-পারে আমরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছি—তখন মনে হয় ও-পারে যাই, কাঁড় দিয়ে বাঘ ভাল্লুক না মেরে, ঐ মানুষগুলোকে মেরে ওদের গোলা ভর্ত্তি ধান চাল সব লুটে নিয়ে এসে, যত গরীবে মিলে বেঁটে খাই; কিন্তু বাবাঠাকুর, ঐ মনেই ভাবি, কাজে এগোতে পারিনি— সাহস হয় না।

নারদ। এক দিনে কি আর সাহস হবে? আমার সঙ্গে চল, মাকে দেখলেই সাহস হবে।

কাল। সত্যি, না এও ধাপ্পা। মা কি সত্যি আছে ?

নারদ। নেই? আমি বুড়ো মানুষ, আমি কি মিছে ব'লছিরে? মা আছে—আছে—আছে! যেমন তুই আছিস্, আমি আছি—তেমনি মাও আছে!

কাল। তবে দেখা বাবাঠাকুর, একবার দেখা; যদি তোর কথা সত্যি হয়, যদি পারিস্—মাকে একবার দেখা! মার কাছে মনের দুঃখু একবার জানাই। গরীব হবার যে কি কষ্ট তাকে একবার দেখিয়ে দিই। সত্যিই যদি সে মা হয়, সে আমাদের দুঃখু বুঝবে; আমাদের জন্য কাঁদবে। আর যদি না কাঁদে—তা হ'লে ব'লব সেটা মা নয়—পেত্নী!

২য় ব্যাধ। হাঁ রে সদ্দার, তুই সত্যি যাবি নাকি ?

কাল। আমি একা কেন রে? আমরা সবাই মিলে যাব—আমাদের মা, মেয়ে, বৌ,—চল্—সবাই একবার মাকে দেখে আসি।

২য় ব্যাধ। যদি মারে ?

নারদ। আরে মার কাছে যখন যাচ্ছিস্, যদি মারে সে মা বুঝবে।

ফুল্লরা। ঠিক্ ব'লেছিস্ বাবাঠাকুর। যখন মার কাছে যাচ্ছি তখন মা বুঝবে। চল্—চল্ সব মাকে দেখ্তে যাব চল্।

কাল। ডাক্—ডাক্, এ বনে আর কে কোথায় আছে মাদলে ঘা দে—সবাইকে ডাক্। যেন কেউ না বাদ যায়। আজ সবাই মিলে মাকে দেখবো, মাকে দেখবো।

নারদ। হ্যাঁ! এই তো চাই। (স্বগত) মা আস্ছেন মর্ত্ত্যে; একবার ত্রিভুবন জান্তে পারবে না? নইলে আমার নারদ নামই যে বৃথা! (প্রকাশ্যে) পদ্মা! পদ্মা!

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। দিব্বি ক্ষেত্র তৈরী হ'য়েছে। এইবার পথ দেখাও; এরা সব মাকে দেখ্‌তে যাবে।

কাল। আরে, এ আবার কে? এমন রূপ তো কখনো দেখিনি! এ আবার কে?

নারদ। মা তো একেই পাঠিয়েছেন, এই পথ দেখিয়ে তোমাদের নিয়ে যাবে।

কাল। তাই চল্ মা, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্—আমরা মাকে দেখ্‌বো,—মাকে দেখ্‌বো।

পদ্মা। চল্—চল্—ওরে মার কাল ছেলে—সব দল বেঁধে চল্! মা—জগজ্জননী—তাঁকে ভুলেই তোদের এই দশা!—মাকে দেখ, মাকে ডাক্, তোদের এ আঁধার কাটুক—তোদের শুকনো মুখে হাসি ফুটুক!

(সমবেত গীত)

আয় আয় আয় তোরা দেখবি যদি আয়।
দুখের নিশি আজ পোহাবে, প্রাণ দেব মার রাঙ্গা পায়।
মা ডাক্‌ছে আদর ক'রে,
একি আলো বুনোর ঘরে,
বাবাঠাকুর ক্ষেপিয়ে দিলে, এই মা যে পথ দেখায়।
ওরে ঘরের মায়া রাখ,
একবার মা ব'লেরে ডাক্,
সকল ব্যথা ভুলে গিয়ে দাঁড়াই মায়ের পায়ের তলায়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিঙ্গ-নগর—চণ্ডী-মণ্ডপ

কলিঙ্গরাজ ও পুরোহিত

পুরোহিত। মহারাজ!
ভাগ্যবান্ তোমা সম কেবা?
অভয়া আপনি সদয়া হইয়া
পূজা হেতু আসিলেন পুরী মাঝে!
সন্ধিপূজা হ'ল সমাপন,
কহ হে রাজন্,
কহ, পূজা অন্তে বিসর্জ্জন
কিংবা নিত্যপূজার কারণ
বিগ্রহ স্থাপন এই—বাসনা তোমার?
তোমারি আদেশে মূরতি গঠন,
পূজা আয়োজন,
ভোগরাগ ব্যবস্থা বিধান
সকলি হে আদেশে তোমার।
আছি অপেক্ষায়,
কহ কিবা যুক্তি নররায়,—
সেই মত করিব উদ্যোগ।

রাজা। হে ব্রাহ্মণ,
কিছু নাহি জানি আর।
নিশি শেষে দেখিনু স্বপন—
দেখ স্মরিতে সে কথা
কণ্টকিত কায়!
নিশি শেষে দেখিনু স্বপন—
অরুণ-বরণ বামা শিয়রে আমার—
রক্তোৎপল চরণ যুগল,
অষ্টভুজে বরাভয় আয়ুধ নিকর,
স্নেহ বিগলিত প্রশান্ত নয়ন,
অধরে মধুর হাসি,
বীণা জিনি সুমধুর স্বরে
কহিলা আমারে—
'বাঞ্ছা চিতে রাজ্যে তব হইয়া প্রকট
ধরণীর পূজা করিব গ্রহণ ;
কুজবারে অষ্টমী তিথিতে
আয়োজন কর তার।'
আচম্বিতে শূন্যে পুনঃ মিলাইল বামা,
আর না শুনিনু কিছু।
শুনি' সেই দৈববাণী
করিলাম পূজা অনুষ্ঠান।
কি হইবে ভবিষ্যতে

৩

বলিতে না পারি কিছু আর ;
দেখ, শ্রুতি স্মৃতি কি কহে তোমার।

পুরো। ধরণীর পূজা করিতে গ্রহণ
মানস যদ্যপি মা'র;
বুঝিলাম বিসর্জ্জনে নাহি অধিকার।
কহ পুরনারীগণে
আরতি করিতে শেষ ;
হোক্ নিত্যপূজা, নিত্য যাগ, নিত্য হোম,
নিত্য আরত্রিক উৎসব।
জয় জয় কলিঙ্গ-ভূপাল !
আশাতীত ভাগ্যবান্ ভবে—
ভবানী আপনি বাঁধা ভক্তিডোরে যাঁর !
ধন্য আমি কুলপুরোহিত তব,
ভাগ্যবশে হইনু এ পূজা অধিকারী।
রাজ্যময় দেহ হে ঘোষণা—
আজি হ'তে নাহি ভেদ-কলিঙ্গ-কৈলাসে—
জননী অম্বিকা নিত্য বিরাজিতা হেথা !

রাজা। তাই কর, মা'র ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। আর বিসর্জ্জন নয়, নিত্যপূজার—

(নেপথ্য হইতে ভাঁড়ুদত্ত ডাকিল—"মহারাজ !")

একি বিঘ্ন ! আদেশ অসম্পূর্ণই রইল ? কে ডাকলে ? কে বাধা দিলে ?

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। মহারাজ, আমি আপনার দাসানুদাস—সেবক শ্রীভাঁড়ুরাম দত্ত।

রাজা। কি সংবাদ ?

ভাঁড়ু। আজ্ঞে বুঝতে পাচ্ছি না। রাজ্যের যত ব্যাধ—মাগী মিন্সে—দলে দলে আস্‌ছে। মাদল, খোল, কাঁশী, মশাল—

রাজা। এই রাত্রে! কেন, তারা কি চায় ? মন্ত্রী কৈ, সেনাপতি কোথায় ?

ভাঁড়ু। ভিড়ের ভেতর হারিয়ে গেছে—তাদের চুলের টিকিটী না দেখতে পেয়েই তো ছুটুতে ছুটুতে এই দিকে আস্‌ছি।

[নেপথ্যে কোলাহল ও মাদলের শব্দ]

ঐ শুনুন, ঐ এসে প'ড়ল ব'লে !

রাজা। পুরোহিত মশায়,—আপনি যান, প্রহরীদের বলুন পূজাপ্রাঙ্গণের যে দ্বার তা যেন ভাল ভ'রে বন্ধ ক'রে রাখে ; সেনাপতিকে সংবাদ দিন, মন্ত্রীকে সংবাদ দিন, সকলকে সতর্ক হ'তে বলুন। এ পবিত্র পূজা স্থানে অস্পৃশ্য ব্যাধ যেন প্রবেশ না করে।

পুরো। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। ভাঁড়ুদত্ত,—তুমিও যাও, দেখ ব্যাধের সর্দ্দার কে ? তাকে জিজ্ঞাসা কর তারা কি চায় ? কেন রাত্রে তারা নগরে কোলাহল ক'র্‌ছে ?

ভাঁড়ু। মহারাজ, হরিদত্তের বেটা আমি, জয়দত্তের নাতি, পুরুষানুক্রমে

"মহামহিম শ্রী" লিখেই জীবন কাটাই। ও তীর-খামটা বর্ষা, তার উপর জালা জালা মদ খেয়েছে বেটারা, ওদের সামনে একবার এগোলে সেবক শ্রীভাঁড়ুদত্তের পিত্তি বার ক'রে ওরা ছাড়বে! আর কাউকে হুকুম দিন খবর নিয়ে আসুক। আমি এখানে ব'সে ব'সে সংকায়স্থ— ততক্ষণ একটু দুর্গানাম জপ করি।

রাজা। আমার রাজ্যে তোমার মত সাহসী আর ক'জন আছে? একা কেন, তাদেরও ডেকে নিয়ে এসে এখানে দুর্গানাম জপ কর।

ভাঁড়ু। মহারাজ, আপনার রাজ্যে আমার জোড়া নেই—আমি একক সেবক শ্রীভাঁড়ুদত্ত।

(পুরোহিতের পুনঃ প্রবেশ)

পুরো। মহারাজ, বহু ব্যাধ দ্বারে সমবেত হ'য়েছে। তাদের সর্দার যে কে বুঝতে পারলেম না। তারা সবাই মিলে চীৎকার ক'র্‌ছে, ব'ল্‌ছে— 'আমাদের দেশে মা এসেছে, মাকে আমরা দেখবো।'

রাজা। যারে ছুঁলে নাইতে হয় তারা এসে এই মন্দির-প্রাঙ্গণ অপবিত্র ক'রবে? আমার রাজ্য কি নায়কশূন্য? এর সেনাপতি মৃত? মন্ত্রী মৃত? সৈন্যেরা কি মৃত?

[নেপথ্যে কোলাহল]

ভাঁড়ু। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা! মহারাজ, ঐ বুঝি এল!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, সর্ব্বনাশ! নিরীহ ব্যাধদের কে ক্ষেপিয়েছে; তারা কোন যুক্তিই শুনতে চায় না। তারা বলে—তারা পূজো দেখবে।

রাজা। সেনাপতিকে আদেশ দাও তাদের দূর ক'রে দিক ; যেন একজন ব্যাধও এখানে প্রবেশ ক'র্তে না পারে !

(কালকেতু ও কতিপয় ব্যাধের প্রবেশ)

কাল। একজন নয় রে রাজা, একজন নয়—হাজারে হাজার, লাখে লাখ —আমরা ব্যাধের বেটা ব্যাধ—আমাদের মাকে দেখতে এসেছি। কোথায় মা, কোথায় মা, আমরা দেখবো—মাকে দেখবো।

রাজা। কি জঞ্জাল !
আজি সত্য কিরে শক্তিহীন কলিঙ্গ-ভূপাল ?
ফেরুপাল সম আসে
অস্পৃশ্য শবর—
নিবারিতে কেহ নাহি পারে ?
আরে ব্যাধ,
মরণের নাহি ভয়—
রাজাদেশ করিয়া লঙ্ঘন
এসেছিস হেথা !

কাল। আরে ঐ ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে এতদিন আমাদের জব্দ ক'রে রেখেছিস্! আর আমরা ভয় করিনি। আরে এই ঘরে মা আছেরে এই ঘরে মা আছে। ওরে—তোরা সব আয়—আয়—দেখবি আয়।

রাজা। এ প্রতিমা দেহ বিসর্জ্জন, চণ্ডালে ক'রেছে স্পর্শ।

[প্রস্থান।

কাল। আরে বা বা—কি মারে—কি মা! দেখে বুক জুড়ুল, চোখ জুড়ুল। বুড়াঠাকুর ঠিক ব'লেছে—এই আমাদের মা—এই আমাদের মা!

সকলে। এই আমাদের মা, এই আমাদের মা!

[দলে দলে ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীগণের প্রবেশ ও গীত]

ঝাঁঝী ঝাঁই নানা ঝাঁই না-না ঝাঁই না-না না—
বোলে মাদল ঝাঁ গুড় গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় গুড় ঝাঁ
ওরে ঐ আমাদের মা—ঐ আমাদের মা।
আমরা মায়ের ছেলে, মার পায়ে দে প্রাণ ঢেলে,
কালো ব'লে মা দেয়না ঠেলে,
মা নেবে কোলে আদরে খাবে চুমা,
প্রাণ ভ'রে আয় সবাই ডাকি মা—মা—মা ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিঙ্গ রাজসভা

(কলিঙ্গরাজ, ভাঁড়ু দত্ত, মন্ত্রী, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি

রাজা। বৃথা রাজ্যপাট ঐশ্বর্য্যসম্পদ্‌
সিংহাসন ঠাট,
বৃথা নাম কলিঙ্গের অধিপতি!
স্বপ্নাদেশে পূজি' মহামায়া—
সে পূজা করিল ব্যর্থ বনের বানর!
নাহি জানি কি সাহসে বর্ব্বর কিরাত
রাজপুরে করিয়া প্রবেশ
নিষ্ফল করিল মোর পূজা-আয়োজন!
নিশ্চয় এ দৈব অভিশাপ,
নিশ্চয় বিরূপা চণ্ডী!
হে ব্রাহ্মণ সজ্জন, কুলপুরোহিত মোর,
সভাসদ্‌গণ,

কহ কোন্ প্রায়শ্চিত্তে
খণ্ডিব এ মহাপাপ হ'তে ?
কহ, যদি তুষানল হয় শাস্ত্রের বিধান,
প্রস্তুত তাহাতে আমি।

পুরো। মহারাজ, নিশ্চয় এর মধ্যে শত্রুপক্ষীয় কেউ আছে যাদের উত্তেজনায় এই বিদ্রোহের সৃষ্টি।

ভাঁড়ু। পুরোহিত মশায় অনুমান ঠিকই ক'রেছেন—এর ভেতরে নিশ্চয় কেউ আছে। নইলে, বনে বনে পশু মেরে খায়, তাদের এ দুঃসাহস হয় ? নিশ্চয় এর মূলে কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ আছেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

পুরো। ব্রাহ্মণ !

ভাঁড়ু। রাগ ক'রবেন না পুরোহিত মশায় ! আদি দেবতা হ'লেন ব্রাহ্মণ আপনারা—ভালই হ'ক্ আর মন্দই হ'ক্—সকল কাজের আদিতে আছেন আপনারা, এইটে সেবক শ্রীভাঁড়ুরামের ধারণা। বরাবর দেখে আসছি কি না ?

মন্ত্রী। মহারাজ, যদি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রতে হয়, তাহ'লে অঙ্কুরেই এ বিদ্রোহ দমন করা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রজারা স্বভাবতঃই বিদ্বেষ-পরায়ণ ; তারা যদি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারে রাজশক্তি দুর্ব্বার নয়, ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে, তাহ'লে সকলেই এ বিদ্রোহে যোগ দেবে।

রাজা। সহসা উদ্ধত হওয়া নহে রাজনীতি ;
অনুমানে, কঠোর শাসন
নহে যোগ্য-অস্ত্র বিদ্রোহ দমিতে।
ধীরচিত্তে প্রয়োজন কারণ নির্ণয়।

বনে বাস, প্রকৃতি সরল,
চিরদিন দেবজ্ঞানে পূজে মোরে,
সহসা কি ঘটিল প্রমাদ
হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের প্রায়
আক্রমিল রাজপুরী ?
শুন মন্ত্রি, শুন সভাসদ্,
নিশ্চয় উত্ত্যক্ত কেহ ক'রেছে তাদের।
বুদ্ধিহীন ক্রূর রাজকর্ম্মচারী কেহ
হয়তো বা অজ্ঞাতে আমার
করিয়াছে অত্যাচার দুঃসহ ভীষণ—
প্রতিঘাতে যার
শান্তিপ্রিয় নিরীহ ব্যাধের দল
ক্ষিপ্ত পশু সম উঠেছে গর্জ্জিয়া।
অতি যত্নে করহ সন্ধান,
যদি অনুমান সত্য হয় মোর—
না শাস্তিয়া বিদ্রোহীর দলে
আগে আমি করিব হে গৃহের শাসন।
যদি সত্য অত্যাচারী
হয় কোন কর্ম্মচারী মোর—
মন্ত্রী সেনাপতি কিংবা সভাসদ্ কেহ —
যদি যুবরাজ নিজে হয় কারণ ইহার—
আমি ক্ষমিব না কা'রে!

ভাঁড়ু। (স্বগত) ও বাবা, এ ডিঙ্গি মেরে ঠিক ধ'রেছে। যুবরাজের নামটা ফস্ ক'রে ক'রে ফেল্লে? আমিও তো সঙ্গে ছিলুম। যদি কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়, তাহ'লেই তো সেবক শ্রীভাঁড়ুদত্ত জাহান্নমে গেলেন! যুবরাজের হবে কলা—ও আঁবে দুধে মিশে যাবে—শেষকালে গড়াগড়ি খেতে এই আঁটী।

মন্ত্রী। মহারাজ, যদি আপনার সেই সন্দেহই হ'য়ে থাকে; তাহ'লে আমরাও নিবেদন করি, সর্ব্বাগ্রে আপনি অনুসন্ধান করুন আপনার অনুমান ঠিক কি না। প্রকৃত দোষীর যাতে শাস্তি বিধান হয় আমাদেরও অভিপ্রায় তাই।

ভাঁড়ু। মহারাজ, আপনার কথাও সত্য, মন্ত্রীমশায় যা বল্লেন তাও সত্য। এ বিষয়ের সঠিক খবর নিতে গেলে একজন হুঁসিয়ার গুপ্তচরের দরকার। দেখুন, কায়েতী বুদ্ধি পাটোয়ারি বুদ্ধি; অনেকদিন রাজ-সংসারে আছি, যদি আমার উপর ভার দেন, আমি তিনদিনের ভেতর ও বাধ বেটাদের নাড়ীর খবর বা'র ক'রে এনে দিতে পারি।

রাজা। যদি না পার?

ভাঁড়ু। আপনি রাখলেও রাখতে পারেন, মারলেও মারতে পারেন, আপনাকে আর বেশী কি ব'লব?

রাজা। বেশ, তোমার উপরই ভার দিলেম। যুবরাজ কোথায় দেখ।

ভাঁড়ু। (স্বগত) ওরে বাবা, আবার যুবরাজের খোঁজ করে কেন? তবে, খবর সব জেনে আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে? তাহ'লে তো রাজবুদ্ধির কাছে ভাঁড়ুদত্তের বুদ্ধি খাটেনা দেখছি। যাক্—হাল ছাড়া হবে

না। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, আমিই যুবরাজ বাহাদুরকে ডেকে আনছি।

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রি, তোমার কি মনে হয়? এই ভাঁড়ুদত্ত গুপ্তচরের কাজ ক'রতে পারবে?

মন্ত্রী। মহারাজ, এই ভাঁড়ুদত্তকে রাজ-সংসারে দেখছি অনেকদিন থেকে; ও যে কি তা এখনো বুঝতে পাল্লেম না। ওর আগাগোড়াই গুপ্ত; কি জাত তার ঠিক নেই, বলে—"দত্ত"। কোন্ দেশে বাড়ী ছিল কেউ জানে না, বলে "হরিদত্তের বেটা—জয়দত্তের নাতি"।

রাজা। গুপ্তচরের পক্ষে এই রকম প্রকৃতির লোকই ঠিক। কেবল ওর উপর ভার নয়, ভিতরে ভিতরে আমিও সন্ধান নিচ্ছি।

(ভাঁড়ুদত্তের পুনঃ প্রবেশ)

কি, তুমি একা ফিরলে যে? যুবরাজ কোথায়?

ভাঁড়ু। আজ্ঞে তিনি একটু বেশী আনন্দ ক'রে ফেলেছেন।

রাজা। তার মানে?

ভাঁড়ু। উপস্থিত তাঁর মহারাজের সামনে আসবার অবস্থা নয়। সকাল থেকেই একটু বিশেষ কারণ হ'য়েছে।

রাজা। কুলাঙ্গার! এই পুত্র হ'তেই দেখছি আমার রাজ্য ধ্বংস হবে! মন্ত্রি, দেখছি বৃথা চেষ্টা। এ রাজ্য উৎসন্ন যাক্! ব্যভিচারী মদ্যপ পুত্রের পিতা আমি—আমার তুষানলই ব্যবস্থা!

[ভাঁড়ুদত্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভাঁড়ু। বেশীদিন বাঁচলেই তুষানল ক'রতে হয়! ছেলে বড় হ'লে হাড়হাবাতে বাপের দল যে কেন বেঁচে থাকে তা ব'লতে পারি না। এই যে গুণধর এই দিকেই আসছেন। ও বাবা, সঙ্গে একপাল পেত্নী! রাজাটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির ছারেখারে যায়, তাহ'লে দু'হাতে লুটেপুটে একেবারে খালি খাতার বাঁয়ে নামতার কোটা শেষ ক'রে ফেলি।

(যুবরাজের প্রবেশ)

যুব। কুচ্ পরোয়া নেই! বাবা আছে, বাবাই আছে—আমিই বা কম্‌তি কি? কিছু ভয় ক'রো না, চ'লে এস চাঁদ, চ'লে এস। এই যে সিংহাসন দেখছ, এই সিংহাসন আমার।

[সিংহাসনে বসিতে গিয়া পড়িয়া গেল]

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

এই! টেনে তোল, টেনে তোল!

ভাঁড়ু। কর কি যুবরাজ? একেবারে প্রকাশ্য রাজসভায়!

যুব। লুকোব কার ভয়ে? লুকিয়ে কোন কাজ শর্ম্মা কখনো করেনি। সেদিন তোর কথায় লুকোতে গিয়ে ভারি অপমান হ'য়েছি—সে জ্বালা ভুলতে পারিনি। এখনো কাণ দু'টো—

ভাঁড়ু। আজ্ঞে, ভাল ক'রে গোবরের সেঁক দিয়েছিলেন কি?

যুব। সেঁকে যাবে না। এ জ্বালা যায়—যদি ছুঁড়ীকে ধ'রে এনে এখানে এমনি ক'রে নাচাতে পারি।

ভাঁড়ু। নাচিয়ে দেব, যুবরাজ, নাচিয়ে দেব। আমি থাকতে আপনার

কোন ভাবনা নেই! দেখছেন তো আপনার বাবাকেই কেমন ক'রে নাচাচ্ছি।

যুব। আমাকে নাচাচ্ছ—বাবাকে নাচাচ্ছ! এর পর দেশশুদ্ধ তোমার গুণে নাচবে। নইলে আর ভাঁড়ু! ভাঁড়ু, আমি রাজা হ'লে এই গুণে তোমায় ক'রবো মন্ত্রী। এই—মন্ত্রীর মাথায় ছাতা ধর, ছাতা ধর। ভাঁড়ু—এই মন্ত্রীর আসনে বোসো। বাবাকে ভাল ক'রে নাচাও, বুড়োকে কাশী পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমিই কলিঙ্গের রাজা, আর তুমি তার মন্ত্রী।

ভাঁড়ু। আরে কর কি, কর কি, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও। আহাহা, রাত্রে লুকিয়ে চুরিয়ে যা করি—এই জলজ্যান্ত রাজ-সভার মাঝে দিনের বেলায়—মহারাজ এখনি আমায় কোতল ক'রবেন!

যুব। তা করুক! তাতেই বা ভয় কি? এই—সব থামলে কেন? গান কর, গান কর—কোন ভয় নেই। তোমরা গাইবে আর আমার এই মন্ত্রী ভাঁড়ু নাচবে।

* (নর্ত্তকী ও ভাঁড়ুর দ্বৈত গীত)

নর্ত্তকী। নাচরে ভাঁড়ু, সোণার খাড়ু, দেব তোকে গড়িয়ে।
দুইহাতে দুই নাড়ু দেব চড়কগাছে চড়িয়ে॥

ভাঁড়ু। ও বাবা! একি বলে? চক্ষু চড়কগাছ!

নর্ত্তকী। ভাবছো কি প্রাণ—তোমার মুখের নেব গোবর ছাঁচ,

ভাঁড়ু। এখন বাঁচলে বাঁচি থাকলে হাতের পাঁচ।

নর্ত্তকী। তোমায় আমায় মাঝ দরিয়ায় খেলবো প্রেমের বাচ।
জোড়ে জোড়ে থাক্‌বো গাঁথা আটাকাটি জড়িয়ে॥

ভাঁড়ু। ও বাবা, এ নেচে কুঁদে ছেড়ে দিলে বাঁচি! কি আপদেই প'ড়লেম! ওরে তোরা সব গাইবি তো গা—ঐ দেখ্ শুয়ে প'ড়ল।

[যুবরাজ সিংহাসনের তলে শুইয়া পড়িলেন]

* (গীত)

টল টল চরণ টলে।
টলমল কুণ্ডল, যৌবন চল চল, অঙ্গ টলে॥
অলস আঁখি ঢুলে মাতুয়ারা গরগর
আবেশে অবশ, রস পিয়াসী অধর,
মধু বঁধু সঙ্গ, উছলে তরঙ্গ, অঙ্গ টলে—
সঞ্চিত সুধারাশি চিত কমলে॥

ভাঁড়ু। ওরে থাম, থাম; পালা, পালা; ঐ মহারাজ আসছেন।

নর্ত্তকীগণ। ওমা, তাই তো! কি সর্ব্বনাশ! পালা, পালা!

ভাঁড়ু। ওরে দে, দে; তোদের একখানা ওড়না দে; ঘোমটা দিই; আমায় না চিনতে পারে!

(একজনের নিকট হইতে ওড়না লইয়া ঘোমটা দিল)

যাই বাবা, দলে ভিড়ে যাই। ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশলে আর চেনে কোন সাঙাৎ!

[ভাঁড়ু ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

যুব। (একটু উঠিয়া) গাও—গাও—থামলে কেন?

(রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিতের প্রবেশ)

রাজা। যদি প্রত্যক্ষ কোন দেবতা এসে বলেন—তুমি বর চাও, আমি

বলি, কলিঙ্গকে ভাসিয়ে দাও, সাগরের জলে ভাসিয়ে দাও ; এর অস্তিত্ব যেন না থাকে। এতদূর—এতদূর সম্ভব! আমার রাজ-সভায়—প্রকাশ্য দিবালোকে আমারি পুত্র! পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হও, তোমার গর্ভে প্রবেশ করি।

যুব। কি বাবা ভাঁড়ুরাম, তুমি কি বহুরূপী বিদ্যে জান? ছিলে ভাঁড়ু—হ'য়ে গেলে বাবা। বাহাদুরি আছে—বাহাদুরি আছে! এই কোথায় সব? গাও, গাও, এই বাবা ভাঁড়ু নাচবে!

মন্ত্রী। মহারাজ, এখানে আর নয়। চ'লে আসুন, দয়া ক'রে চ'লে আসুন! এতদূর যে হবে এ কখনো ভাবিনি। মহারাজ, এ স্থান ত্যাগ করুন।

রাজা।
কোন্ কর্ম্মফলে
এই শাস্তি অদৃষ্টে আমার?
আমি পিতা—জন্মদাতা এই সন্তানের?
পুত্র—পুত্র!
আত্মবিশ্ব—প্রস্ফুটিত কলেবরে যার,
পিতৃ-পিতামহ-পিণ্ড-অধিকারী,
সৃষ্টিধর—বংশধর—দুলাল আমার,
মাধুর্য্যের মণি খনি,—
বিশ্বের সমষ্টিভূত সমগ্র ঐশ্বর্য্য
ম্রিয়মাণ তুলনায় যার,—
এই সেই পুত্র!
মন্ত্রী! নাহি ক্ষমা,

আমি রাজা, শুধু পিতা নহি—
আমি রাজা এই কলিঙ্গের,
আদর্শ রক্ষণ একমাত্র কর্ত্তব্য আমার।
কোথায় প্রহরী,
বন্দি কর নরাধমে,
যাও – ল'য়ে যাও বধ্যভূমে ;—
যাও—

(প্রহরীগণ যুবরাজকে তুলিয়া ধরিল)

মন্ত্রী ও পুরোহিত। } মহারাজ, ক্ষমা—ক্ষমা !—

রাজা। ক্ষমা ?
কোথা ক্ষমা ?
নিত্য শুনি উৎপীড়ন প্রজার উপর,
নিত্য অভিযোগ,—
মদ্যপায়ী দুর্ব্বৃত্ত লম্পট—
করে নারী নির্য্যাতন, সতীত্ব হরণ,
পাপ মুখে কত কব আর !
যদি চিরদিন সহ্য করি অত্যাচার এই,
যদি শাস্তি নাহি দিই,
ঘরে ঘরে—
ব্যভিচার অনাচারে—
তুলিবে তুমুল হাহাকার !

না, না,—

আর নহে ক্ষমা,—

আজি শেষ করিব ক্ষমার!

যাও—ল'য়ে যাও বধ্যভূমে।

যুবরাজ। কোথায় নিয়ে যাও; আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

(প্রহরীরা লইয়া যাইতেছে, এমন সময় বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। পিতা—পিতা— (মহারাজের পদতলে পড়িল)

রাজা। একি, মা! শুদ্ধান্তপুর পরিত্যাগ ক'রে তুমি এ কুৎসিত স্থানে কেন?

বল্লভা। পিতা, আমার মুখ চেয়ে আমার স্বামীকে ক্ষমা করুন। ন'বছর বয়সে আপনার আশ্রয়ে এসেছি, শাশুড়ী স্বর্গে, আপনি মা'র মত, বাপের মত, আমায় স্নেহ করেন; আমার প্রার্থনা নিষ্ফল ক'রবেন না।

রাজা। ওঠ মা, ওঠ! মন্ত্রী, আর এখানে নয়। আমি রাজদণ্ডধারণে অক্ষম! বৃদ্ধ হইছি, হৃদয় দুর্ব্বল—মস্তিষ্ক দুর্ব্বল! এ সিংহাসন আজ থেকে প্রজাদের; আমার স্থান বনে। মা! তোমার মুখ চেয়ে আমি এই দুর্ব্বৃত্তকে ক্ষমাই ক'ল্লেম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

পার্ব্বতী ও পদ্মা

পার্ব্বতী। আজি মায়াজালে বেড়িব কানন,
নবমূর্ত্তি দেখিবে মানব,
ত্রিভুবন আনন্দে পূরিবে!
আসে কালকেতু—কালান্তক যম,
খরশর ভীষণ ধনুক করে—
হেরি' তারে জীবকুল আকুল আতঙ্কে
মা ব'লে আমারে ডাকে,
এ ব্যথা সহিতে নারি আর!
পশু হৃদে অস্ত্রাঘাত—
সে জ্বালা অন্তরে মোর!
পদ্মা! পদ্মা!
লীলা-সহচরী তুই,
কয় ত্বরা উপায় ইহার;
নিঠুর হত্যার হ'ক অবসান,
বর্ব্বরতা ভুলি'
হ'ক্ নর কৃষিজীবী,—
ভুলে যাক হিংসা দ্বেষ,

সর্ব্বজীবে হ'ক সমপ্রাণ,
নরত্ব মহত্ব
মর্ত্ত্যে দেবত্বের করুক প্রতিষ্ঠা,
করুণায় পূর্ণ হ'ক ধরা!
বিশ্বের জননী আমি—
এই নাম
হ'ক্ ভবে সবাকার অভয়-আশ্রয়।

পদ্মা। দাসী আমি—
দয়াবশে কহ সহচরী;
কহ মাতা,
কি আদেশ পালিবে তোমার দাসী?

পার্ব্বতী। ওরে, স্নেহের ধারায় সিক্ত কর মানব-অন্তর।
আশুতোষ শিব—
সৃষ্টি রক্ষা হেতু
হেলায় করিল বিষপান,
দেবদেব মহাদেব
সীমাহীন সিন্ধু করুণার!
ওরে যা রে পদ্মা—যা,—
মহেশের হৃদি হ'তে
উজাড় করিয়া আন্,
জীবে দয়া, বিশ্বপ্রেম,
অমৃতের অনন্ত ভাণ্ডার—

তিল তিল সে মমতা বিলা রে জগতে !
পশু বা মানব,
ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ নিচয়—
উচ্চ নীচ নাহি ভেদাভেদ,
প্রেমসূত্রে বাঁধ্ সবাকার প্রাণ,
বিশ্বব্যথা হ'ক্ নিবারণ !

পদ্ম ।। ব্যথাহারী বিশ্বেশ্বরী তুমি,—
যবে কেঁদেছে তোমার প্রাণ;
কোথা নিষ্ঠুরতা আর ?—
হেরি নবীন আলোকছটা
উদ্ভাসিত করে দিক্‌চয় !
ধন্য আমি ও চরণ-সেবা-অধিকারী ।
মহেশের আশীর্ব্বাদ আনিয়াছি সাথে ;
বল মাতা,
উপস্থিত কার্য্য কিবা সাধিবে কিঙ্করী !

পার্ব্বতী । আজি পড়ে মনে
দণ্ডক অরণ্য মাঝে মায়ামৃগ খেলা ।
মায়ামৃগী রূপ ধরি'
বীরে তুই কর্ লো ছলনা,—
অন্তর্দ্ধান বিদ্যাবলে পশু শূন্য কর্ এ কানন্,
যেন হিংসা তরে কালকেতু
একগোটা প্রাণী নাহি পায় ।

আমি কনক-গোধিকা হ'য়ে,
দেখা দিই তারে।
গুণে বাঁধা ব্যাধের ধনুকে—
হৈমবতী শিব সীমন্তিনী !
ওগো, কত ব্যথা সহি সন্তানের তরে !

পদ্মা। ঐ আসে কালকেতু।

পার্ব্বতী। ধর মৃগীরূপ,
আমি দেখা দিব পাছে।
[পদ্মার সহসা মৃগীরূপ ধারণ করিয়া প্রস্থান]

[পার্ব্বতীর প্রস্থান]

ধ'রে

(কালকেতুর প্রবেশ)

ফলুম

কাল। লোকে বলে ব্যাধ বড় নিষ্ঠুর। সাধে নিষ্ঠুর হই ? জীবজন্তু না মারব' তো খাব কি ? আমিতো সহজে কাউকে মারতে চাইনা ; পেটে যখন জ্বালা ধরে তখন জ্ঞান থাকে না। একা হ'লেও না হয় কথা ছিল; কিন্তু ফুল্লরা ? সে আমার মুখ চেয়ে উপোস করে। কোন্‌টা নিষ্ঠুরতা ? পশুহত্যা করা, না উপোসী ফুল্লরার শুক্‌নো মুখ দেখা ? যাদের ঘরে ভাত আছে, তারাতো ডেকেও শুধোয় না ; বরং সুবিধে পেলে ঠকিয়ে নেয়—পাঁচ কড়ার মাস এক কড়ায় কেনে ; আবার তারাই বলে আমরা নিষ্ঠুর। এক একবার মনে হয়, বনের পশু ছেড়ে ঐ মানুষগুলোকে হত্যা করি—যারা আমাদের মুখের ভাত গোলাজাত ক'রে রেখে আমাদের ঠাট্টা করে বলে—

ব্যাধ চাঁড়াল—তারা কসাই—তারা মাংস বেচে খায়! পুঁজির ভেতর তিনটী শর আর এই ধনুক। আরে—ঐ একটা হরিণ যাচ্ছে না? বাঃ বাঃ! দিব্য গায়ের রং তো! এর চামড়ার দাম হবে। আজকের শিকার এই হরিণ থেকেই সুরু হ'ক।

হরিণ দূরে পলাইল]

হাঃ হাঃ! জানোনা কালকেতুকে! কতদূরে পালবে? লহমায় বাঘ মারি, সিংহি মারি, ও তো ছোট্ট হরিণ!

[তীর ধনুক লইয়া যেমন অগ্রসর হইল, সম্মুখে দেখিল একটী স্বর্ণ গোধিকা]

আরে এ কি পাপ! যাত্রাকালে এ কি বিঘ্ন!—গায়ে যেন সোণা ঢালা—তবু তো এ সাপ—অযাত্রা! থাক তুমি গুণে বাঁধা। যদি শিকার না মেলে, তোমারি একদিন কি আমারি একদিন।

গোধিকাকে ধনুর ছিলায় বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে নারদের প্রবেশ)

নারদ। আড়ালে দাঁড়িয়ে যা দেখছি তাতে গোড়ার পত্তন তো বড় সুবিধের ব'লে মনে হয় না। বিশ্বজননী আমার, দেখতে দেখতে হ'লেন একটা গো হাড়িগেল সাপ, আর পদ্মা হ'ল হরিণ! ভাগ্যে আমি সঙ্গে ছিলেম না, নইলে আমায় হয় তো ব'লতেন একটা বুনো বরা হ'তে! ঢেঁকি বাহন ছেড়ে এতক্ষণ কচু বনে ঘোঁত ঘোঁত ক'রতেম আর কি! এই যে হরিণী ঠাকরুণ নেচে নেচে এই দিকে আসছেন কৈলাসে চব্য-চোষ্য চলে—খাও মা, মর্ত্ত্যে কচি কচি ঘাস খাও। নধর মৃগমাংস দেখে আমারই শাক্ত হ'তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—ব্যাটা ব্যাধ যে,

ছুটোছুটি ক'রবে তার আর কথা কি ! ও বাবা ! ব'লতে না ব'লতে বেটা আসছে যেন একটা ক্ষেপা মোষ। উনি এই হরিণ ম'ারবেন— হ'য়েছে আর কি ? ধনুকের তীরটা চক্‌চক্ ক'রছে দেখ ; কাজ নেই, স'রে থাকি, শেষকালে নারদ বধ না হয়।

[প্রস্থান।

(কালকেতুর পুনঃ প্রবেশ)

কাল। এই দেখছি, আবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোথায় উধাও হ'য়ে যাচ্ছে ! ছেলেবেলা থেকে হরিণ মারি, কিন্তু এমন তো কখনও হয়নি। একটা ছোট্ট হরিণকে মারতে পারলুম না। আমি কালকেতু - কত বাঘ মেরেছি, সিঙ্গি মেরেছি, হাতীর শুঁড় ধ'রে পাহাড়ে আছড়ে মেরেছি—আজ তুচ্ছ একটা হরিণ মা'রতে পারলুম না ? পা-ও আর চ'লছে না, সর্ব্বশরীর অবসন্ন হ'য়ে আসছে। যত অনিষ্টের মূল—এই সাপ—অযাত্রা ! কি আশ্চর্য্য ! এই একটা হরিণ ছাড়া আজ বনে আর কোন জন্তুরই দেখা পেলুম না ! কি কুহকে আজ বনে পশুশূন্য হ'ল ? এ সব আমার অদৃষ্ট, ফুল্লরার অদৃষ্ট। আমরা না খেয়ে মরি, এই বোধ হয় মা'র ইচ্ছা। সেদিন বুড়োবামুন ব'ল্লে, মা'র ছেলে মাকে ডাক্, আর দুঃখ যন্ত্রণা থাকবে না। সব মিথ্যে কথা, জুচ্চুরি। আমাদের আবার মা—আমাদের আবার বাবা ! যারা গরীব, তাদের মাও নেই, বাবাও নেই। দেবতা বড় লোকের কাছে ঘুষ খায়, তাদের তেলামাথায় তেল ঢালে ; যারা খেতে পায়না তারা চিরদিনই খেতে পায়না। (গোধিকার

প্রতি লক্ষ্য করিয়া) চল—আজ তোমাকেই ঝল্‌সে খাব—আজকের বিঘ্ন তুমি !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বন—ফুল্লরার কুটীর

গীত

আমার যত্নে বাঁধা কুঁড়ে খানি, কেন ঝড়ে ভেঙ্গে যায় ?
হাসিতে চাহিগো যদি নিদয় দেবতা তবে কেন গো কাঁদায় ?
মেঘে মেঘে ঢাকে রবি,
আঁধারে মগন্ সবি
মুছে যায় সুখ ছবি কুয়াসা-বাতাসে আশা নিরাশে মিলায় !

ফুল্লরা। সন্ধ্যো হবার তো দেরী নেই, এখনো ফিরছে না কেন ? ক'দিন শিকারে যায়নি, আজ জোর ক'রে পাঠিয়েছি—যদি কিছু পায়, সহরে বেচব, তবে চাল নুণ কিনব, নইলে আজও উপোস।

(ব্যাধকন্যাগণের মাংসের পসরা লইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

* (গীত)

মাস বেচি চাম বেচি বেচি বাঘের দাঁত।
পাখ্ পাখালি হরিণ বেচি বন বিড়ালীর তাঁত ॥
রক্তমাখা মাস রাঙ্গা, রাঙ্গা হেলার ফুল, বেচে পাই নগদ মূল,
চাল কিনি, নুণ কিনি, কিনি কাণের দুল ;—

সাজাই খোঁপা খোপা খোপা তুলে বন-পারুল,
মিন্সে নিয়ে মহুয়া পিয়ে উড়াই মজা সারা রাত ॥

১ম ব্যাধকন্যা। কিলো, হাটকে যাবিনি? বেলা যে পড়ন্ত হ'ল। কৈরে, তোর মিন্সেটা কৈ? আজ বন থেকে কি আনলে?

ফুল্লরা। আর আজ হাটে বোন্! মিন্সে এখনো ফেরেনি; তোরা এগো, যদি কিছু আনে, আমি পরে যাচ্ছি।

১মা। দেরী করিস্‌নি ভাই, থপ্ থপ্ ক'রে আয়, তোর সাড়া পেলে অনেক খদ্দের জোটে, দেখতে দেখতে সব মাস বিকিয়ে যায়।

ফুল্লরা। দূর পোড়ারমুখী!

১মা। আরে বাপ্‌রে! আমাদের ব্যাধের ঘরে তুই যেন ঠিক কুলকাঠের আংরা। সর্দ্দারণীর মত সর্দ্দারণী! তুই হাঁসলে খদ্দের বেটাদের মুণ্ডু ঘুরে যায়; মাস খাবে কি তোকে খাবে ঠিক ক'রতে পারেনা।

ফুল্লরা। তাহ'লে তো আমার হাটে যাওয়াই হয়না—যদি ভুলে আমাকেই খেয়ে ফেলে!

১মা। হাঁ, খেয়ে ফেলবে, মাগনা আর কি! বেটাদের টুঁটি চেপে ধ'রব না? আমাদের সর্দ্দারণী! কার বাপের ঘাড়ে মাথা আছে কিছু বলে? সেদিন দেখলি তো, অমন রাজাকে তাক্ লাগিয়ে কেমন পূজা দেখলুম। আমাদের সর্দ্দারের নামটি শুনলে লোকে ভয়ে কাঁপে।

ফুল্লরা। তোরা আমার জন্যে দেরী করিস্‌নি ভাই, যা আমি আর একটু দেখে যা হয় ক'রব

১মা। বেশ বেশ, চল্‌রে ভাই, সব চল্।

গীত

চোখ গেল—চোখ গেল—
কেনরে পাখী কাঁদিস্ অমন কাতর করুণ স্বরে ?
কার রূপের আগুন লাগল চোখে
দিন রেতে তাই নয়ন বারি ঝরে ?
কা'র তরে—ওলো কা'র তরে
জ্বালায় জ্ব'লে বেড়াস্ ছুটে মন বসে না ঘরে ?
সে কি চায়না ফিরে—পাষাণ কিরে—
জ্বালা দিতে শুধু পরকে পাগল করে ?
সে চোখের মাথা খায়না কেন—কোন্ বিধাতার বরে !

[ব্যাধ রমণীগণের প্রস্থান।

ফুল্লরা। বেশ আনন্দে আছে! যত নিরানন্দ কি আমাদের? কি অপরাধ ক'রেছিলেম মা, তোমার চরণে যে, আমাদের কপালে কেবল দুঃখই লিখেছ? বাবাঠাকুর মাকে দেখালে, ব'ল্লে আর তোদের কষ্ট থাকবে না। কিন্তু কৈ—কষ্ট তো গেল না? বুড়ো বামুনও কি মিছে কথা কয়!

* (গীত)

দীন ব'লে কি দয়াময়ী পাষাণ প্রাণে আছ ভুলে।
চোখের জল আর চাপি কত ছাপিয়ে ওঠে কূলে কূলে।
হ'লে অন্নপূর্ণা পতির তরে অন্ন দিলে ক্ষেপা হরে
আমার পাগল এলে ঘরে
কি দেব মা মুখে তুলে॥

(কালকেতুর প্রবেশ)

কাল। ফুল্লরা! ফুল্লরা!

ফুল্লরা। কিগো, কি এনেছ দাও—দাও, এই সব হাটে গেল, এখনো পথে তাদের নাগাল পাব।

কাল। আজকের শিকার—এই দেখ—এই সাপ।

ফুল্লরা। ওমা কি সর্ব্বনাশ! কৈ দেখি—কি সাপ? এঁ্যা, এমন সাপতো কখনো দেখি নি—আহা গায়ে যেন সোণা ঢেলে দিয়েছে! এ কি সাপ?

কাল। চিরদিন বনে বনে থা'ক, বনে বনে বেড়াই; কত রকমের জন্তু জানোয়ার দেখিছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত সাপ কখনো দেখিনি। এর ছালটা বোধ হয় খুব দামে বিকাবে। আমি ছালখানা খুলে দিচ্ছি তুই হাটে নিয়ে যা।

ফুল্লরা। না না, একে তুমি মেরোনা, এটা আমি পুষবো; একে দেখে আমার মায়া হ'চ্ছে। এমন কাঁচা সোণার রং কোথায় পেলে? একে মেরোনা, এটা আমায় দাও।

কাল। হাঁ, তোমায় দিই, উপোস ক'রে থাকি! আর, রং দেখে ভুললে কি হবে, এটা ভারি অপয়া। প্রথম শিকারের মুখেই একে দেখি। তার পর—যা কখনো হয়নি, তাই হ'ল। একটা হরিণ, তাগ কল্লুম, মারতে পারলুম না। সারাদিন তার পেছনে পেছনে ছুটলুম, কিন্তু তার নাগাল পেলুম না, কোথায় বনে মিলিয়ে গেল। এটাকে আগে মারব তার পর যা থাকে বরাতে।

ফুল্লরা। তোমায় কখখনো মারতে দেবনা। আজকের খাবার যোগাড় আমি ক'রব। আমার দেড়ি ক'কড়া কড়ি আছে, তুমি তাই নিয়ে

গোলাহাট থেকে নূণ নিয়ে এস, আমি পাড়া থেকে চাল ধার ক'রে আনছি। তোমার পায়ে পড়ি একে মের'না, আমায় দাও, আমি পুষবো।

কাল। নে—এই নিয়ে যদি খুসী হ'স্, রাখ্ ঐ ঘরে বেঁধে। আমার কি? দে তোর কি দেড়ি আছে দে, আমি হাট ক'রে আসি।

ফুল্লরা। যাও। হাঁগা, পালাবেনা?

কাল। ব্যাধের ফাঁস—পালাবে কোথায়?

ফুল্লরা। আহা, ঘরে একমুঠো খুদ নেই যে খেতে দিই!

কাল। তোর যেমন সখ!

ফুল্লরা। মেয়েমানুষের প্রাণ তোমরা বুঝবে কি?

কাল। নূণের ভাবনা ভাবতে ভাবতে দিন গেল, তোদের প্রাণের খবর বুঝব কি ক'রে বল!

ফুল্লরা। বেশী বুঝে কাজ নেই! ছুটে যাবে ছুটে আসবে, ফিরে এসে যেন তোমায় দেখতে পাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। বেটী, মায়ার ফাঁদে ত্রিভুবন কাঁদাও, এবার ব্যাধের ফাঁদে আপনি ধরা দিয়ে কাঁদ; মজাটা টের পাও, বোঝ বাঁধনের জ্বালাটা কেমন!—মা, ওমা! (কুটীরে উঁকি মারিয়া) ও বাবা! কুঁড়ের ভেতর তর্জ্জন গর্জ্জন দেখ! ও বেটী, এই রকম ক'রেই সাপ হ'য়ে ছোবলাও, আবার রোজা হ'য়ে ঝাড়ো বটে! দেখি ব্যাধের ঘরে কি

লীলা দেখাও! ওমা, মা—সামনে না বেরোও, একবার না হয় ক্যাঁচ্‌কোঁচ্‌ ক'রেই সাড়া দাও।

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। কুঁড়ে ঘরের ভেতর এসে মা মা ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন? মা আছেন ছদ্মবেশে, মা তোমায় সাড়া দেবেন নাকি? বুড়ো খোকা কোথাকার—দেয়লা দেখ! যাও যাও, এখান থেকে সর, এখানে গোল ক'রোনা।

নারদ। ও বাবা এই সেদিন রাত্রে এত ভাব, ব্যাধদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে আর আজ চিনতে পাচ্ছিস্‌ না? বলিহারি! তোদের জাতের বালাই নিয়ে মরি!

পদ্মা। আরে এ বুড়োটা এখানে জ্বালাতন ক'রতে কেন এল বল দেখি? তোমায় কে ডেকেছে এখন? সারাদিন বনে ছুটোছুটি ক'রে, এলুম মার সঙ্গে দু'টো কথা কইতে, তা বুড়ো মিন্সে দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে!

নারদ। পদ্মা, তোমার সেই হরিণ হ'য়ে লাফানো আমি দেখিছি। বলি কচি কচি ঘাস, লাগলো কেমন?

পদ্মা। যাও; যাও; এখন আর বিরক্ত ক'রোনা! আমাদের কাজ আছে।

নারদ। আচ্ছা, চ'লেই যাচ্ছি। (স্বগত) মা আজ একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড না ক'রে আর ছাড়ছেন না দেখছি। যাই দেবদেবীদের সব খবর দিইগে; ছদ্মবেশে সব ব্যাধের কুটিরে এসে মা'র লীলা দেখুক। সব দেবতাদের আজ ব্যাধ সাজাব তবে আমার কাজ!

[প্রস্থান

পদ্মা। মা, ফুল্লরা তো এখনি আসবে তুমি কি এখনো এখানে থাকবে, কৈলাসে আজ আর ফিরবে না ?

(নেপথ্য হইতে পার্ব্বতী।) পদ্মা! এই বনের ঈশান কোণে যে ডালিম গাছ আছে,—কুবেরকে বল্ সাতঘড়া মণিরত্ন সেখানে পুঁতে রেখে দেয়। তুইও অলক্ষ্যে থেকে দেখ ব্যাধ কি করে।

পদ্মা। বেশ আমি কুবেরের কাছে চল্লুম।

[প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে ফুল্লরার প্রবেশ)

ফুল্লরা। ছুটে গেছি ছুটে এসেছি। সাপটি দেখে এমন মায়া হয়েছে। দেখি ঘরের ভেতর কি ক'চ্ছে। আগে তো চারটী খেতে দিই— সমস্ত দিন বাঁধা আছে।

[কুটীরের দ্বার খুলিল,—ভুবনমোহিনী ষোড়শী—মুখে মৃদু হাসি, ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন]

এ কি ! এ পথ ভুলে কোথায় এলুম ? এ যে চারিদিকে আলো ঠিকরে প'ড়ছে। এই কি আমার সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে ? হ্যাঁ, সেই কুঁড়েই তো বটে ! সেই মটকায় পাতা নেই, সেই ভেরাণ্ডার খুঁটী, সেই চারিদিকে শুকনো চামড়া ঝুলছে। পথের ভুল তো হয় নি ! তবে— তবে এখানে এ সুন্দরী কোথা থেকে এলো ? কে এ ?—কে তুমি মা ? কথা ক'চ্ছনা, হাসছ ? কে তুমি ? পরিচয় দাও, বল কোথা থেকে পথ ভুলে এখানে এসেছ ? [পার্ব্বতী নিরুত্তর]

(স্বগত) কথা কয়না, অথচ মৃদু মৃদু হাসছে। এ কি পাগল ?

পাগলের এত গয়না, এমন পাগল করা রূপ ? এমন পাগল করা হাসি ? কে তুমি মা বল বল, কথা কও—তোমার পরিচয় দাও, আর আমায় সন্দেহে রেখোনা। কোথায় তোমার ঘর ? কার ঘরের মেয়ে তুমি, কার ঘরের বৌ ? কেনই বা এ বিজন বনে—এ ব্যাধের কুঁড়েয় ?

পার্ব্বতী। শুন সুবদনি
পরিচয় কিবা দিব ?
ইলাবৃতে ঘর,
জাতিতে ব্রাহ্মণী. ঘরণী দ্বিজের,—
অতি উচ্চ বন্দ্যবংশে স্বামীর জনম ;
পিতৃকুল মহিমা অপার,—
অভ্রভেদী গৌরব উন্নত শির
পিতার আমার ;
কিন্তু ওগো অদৃষ্ট বিরূপ—
সতিনীর ঘরে জনক আমারে দিল,
ঘরবাসী নহে পতি
কি কব গুণের কথা তার— !
কভু দিগম্বর,
নাহি ঘৃণা লজ্জা ডর,
কর্ম্মহীন ফেরে স্বেচ্ছাধীন ;
কভু পরে বাঘছাল, হাড়মাল গলে ;
ফণীর কুণ্ডল ফণীর বলয়,

বেণী সম ফণী দোলে শিরে,
ত্রাসে মরি আসিলে নিকটে !
চিতাভস্ম অঙ্গের ভূষণ,
ওগো, সব ল'য়ে শ্মশানে মশানে ফেরে !
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা—অজর অমর—
নীলকণ্ঠ কালকূট পানে !

ফুল্লরা আহা ! তোমার এমন রূপ, আর তোমার এমন স্বামী ! সে তোমার দিকে ফিরে চায়না, শ্মশানে মশানে ফেরে ! অদেষ্ট ! সে কি পাগল ? আর তোমার বাপ মাই বা কি ? দেখে শুনে তোমায় এমন পাগলের হাতে দিয়েছে ?

পার্ব্বতী । সত্য অনুমান করিয়াছ তুমি ।
ওগো স্বামী মোর বাহ্যজ্ঞান হীন !
কি জানিগো কি চিন্তায় উন্মত্ত সতত,—
বিকারের ঘোরে
সদা বোবব্যোম বলে গালে
কভু হুঙ্কারে ভীষণ
জিনি' শত কুলীশ গর্জ্জন—
স্তব্ধ সমীরণ,
নয়নে অনল ছোটে !
তাপে অন্তর শুকায়
সোণার বরণ এই হয়ে যায় কালি
ত্যজি' ঘর মৃত্যুর সন্ধানে ছুটি—

প্রেতপূর্ণ ভীষণ শ্মশানে ;—
কিন্তু ভাগ্যদোষে
হেরিলে আমারে
মরণ পলায় দূরে !

ফুল্লরা। আ আবাগী, তা হ'লে কপাল দেখছি একেবারে পোড়া !
তা এখানে কি মনে ক'রে এলি ?

পার্ব্বতী। হেরি দুঃখ স্বামীর তোমার
অন্তর বিকল, চক্ষে ঝরে জল,
ব্যথায় ব্যথিত তার !
শীতাতপ নাহি মানে,
ঘোর বনে সদা ফিরে শিকারের তরে,
তবু অন্ন নাহি জুটে
পরিধানে নাহি বাস !
হেরি' ম্লান মুখ তার
দয়া উপজিল,
তেঁই সে আসিনু হেথা ;
বাঞ্ছা চিতে এ কুটীরে রব আজি হ'তে।

ফুল্লরা। (স্বগত) ওমা ! আমার মাথা খেতে একি কথা বলে গো ? স্পষ্ট ব'লে আমার স্বামীর দুঃখে কাতর ? আমি জেনে শুনে এই সুন্দরী, ঘোর যুবতীকে আমার ঘরে ঠাঁই দেব ? (প্রকাশ্যে) না বাছা, আমার এখানে থাকবে কোথায় ? আমাদের এই একখানি ঘর ;

তারপর, তুমি নিজেই তো ব'ল্লে আমাদেরই পেট চলে না—তোমার অন্ন জোটাবে কে ?

পার্ব্বতী। সে চিন্তা তোমার নাই ;
আজি হ'তে অন্নের অভাব
নাহি হবে হেথা।
আছে অলঙ্কার মোর, আছে রত্ন ধন,
আমি দিব স্বামীরে তোমার—
দুর্গতি ঘুচাব তার।

ফুল্লরা। (স্বগত) ওমা, একেবারে ম'রেছে! এ বলে কি? এমন বেহায়া তো কখনো দেখিনি। (প্রকাশ্যে) ছি মা ছি, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে? সোমত্ত মেয়ে, ঘর ছেড়ে পরের ঘরে থাকবে? লোকে ব'লবে কি? মুখ দেখাবে কি ক'রে? আর আমি মেয়েমানুষ হ'য়ে তোমায় এ হীন কাজ ক'রতেই বা দেব কেন? তার পর ধর, তোমার বিরহে তোমার স্বামী যদি ম'রেই যায়, তখন কোন্ ঘাটে জল খাবে? তোমার স্বামী যাই হ'ক—তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে তুমি বড় ঘরের মেয়ে ; তুমি মা বাপের মুখ পোড়াবে? স্বামীর মাথা হেঁট করাবে? তার চেয়ে—আমার ঘরে অস্ত্র আছে, বল তো বা'র করে দিই, গলায় দাও,—কাঁসাইয়ের ঐ জল আছে, ডুবে মর!

পার্ব্বতী। ওগো, সব কথা শোননি এখনো
তাই কহ রূঢ় বাণী।
মম সম দুখিনী ধরায় নাই!
একে ঘোর জ্বালা,

তার পর সতিনী প্রবল ঘরে।
স্বামীর সোহাগে
ধেই ধেই নাচে পতিশিরে,
উলঙ্গে কি রঙ্গ তার!
নাহি লজ্জা নাহি ভয়,
সদা আদরে গলিয়া আছে!
অতি খর মুখরা সতত,
ব্যঙ্গ করি' মোরে
অবিরল খলখল হাসে!
অবলার প্রাণে কত বল সহে,
মর্ম্মস্থল দহে,
তাই পলায়ে এসেছি হেথা।
নহি আমি অহিতকারিণী,
সদা শুভঙ্করী তোর;
স্থান দানে না হও বিরত।

ফুল্লরা। (স্বগত) নিজে সতীনের জ্বালায় জ্বলেন, আমায় আবার সেই জ্বালা দিতে এসেছেন, আহা! আমার কি শুভঙ্করী গো! (প্রকাশ্যে) সতীনের জ্বালায় এসেছ? বেশ—চল দেখি আমার সঙ্গে। তোমার হ'য়ে আমি তোমার সতীনের সঙ্গে কোঁদল ক'রে আসি। এমন শোনান্ শোনাব না তো? সতীন ব'লে স্বামীর মাথায় চ'ড়ে নাচবে! কি বেহায়া গো, কি বেহায়া! চলতো আমার সঙ্গে বাছা, দেখে আসি কেমন সতীন সে! ব্যাধের মেয়ের মুখ তো জানেন না? আর

তোমার মিন্সেকেও তো এমন শোনান শোনাব না? বলে—পাগল,—সতীনকে ঘাড়ে করবার সময় তো পাগলামি নেই? ওঠ, আর দেরী কোরোনা, এখনি সন্ধ্যে হ'য়ে আসবে, কু লোকে কু-কথা কইবে। তার পর আমাদের রাজার যে ছেলে, সে যদি একবার দেখে র'ক্ষে থাকবে না। ওঠ।

পার্ব্বতী। একাকিনী ছিনু বনে, ওরে স্বামী তোর
নিজগুণে বাঁধিয়া এনেছে মোরে,
কোথা যাব ত্যজিয়ে তাহারে?

ফুল্লরা। অ্যাঁ! (বসিয়া পড়িল) (স্বগত) ওরে মিন্সে, তোর মনে মনে এত! এই আমার দুঃখ দেখলে তোর বুক ফাটে! সব ছলা! আগে একে বুঝিয়ে পড়িয়ে বিদেয় করি, তার পরে মুগুর মেরে মিন্সের মাথা ভাঙব। (প্রকাশ্যে) পুরুষমানুষের রীত এমনিই বটে! তা সে যদি একটা অন্যায় কাজ ক'রে থাকে, তুমি বাছা ভদ্রলোকের মেয়ে, তোমার কাজটা কি ভাল হ'য়েছে? গরীব দুঃখী হ'লেও আমাদের ধর্ম্মভয় আছে, আমি তোমায় ঘরে ঠাঁই দিতে পারব না। তুমি ওঠ, সে আসতে না আসতে যেখান থেকে এসেছ সেখানে যাও।

পার্ব্বতী। আগে জিজ্ঞাসহ স্বামীরে তোমার,
সে যদি না ঘরে দেয় স্থান, চলে' যাব হেথা হ'তে।

ফুল্লরা। (উঠিয়া) আচ্ছা নাছোড়বান্দা মেয়ে তো! হেই মা দুর্গা! হেই মা দুর্গা! শেষে আমার কপালে একি খোয়ার লিখলি মা! আমার ভাঙা কুঁড়েখানি পোড়াতে এ আগুন কোথা থেকে পাঠালি? ওমা, এ যে খেতে পেতুম না ছিল ভাল! যাই—দেখি মিন্সে কি

বলে ? আজ তারি একদিন কি আমারই একদিন ! (পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) দাঁড়াও, ফিরে এসে তোমার মাথা ভাঙ্গছি আমি।

[প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। বাঃ—বাঃ ! এ কি ভুবনমোহিনী বেশ ধ'রেছিস মা, ব্যাধের এই ভাঙ্গা কুঁড়েয়। এ মূর্ত্তি যে কৈলাসে দুর্ল্লভ ! জয় পার্ব্বতী, জয় পার্ব্বতী-নাথ ! আজ আমার মর্ত্ত্যে আসা সার্থক হোল। মা, মর্ত্ত্যের এই ফুল এনেছিলাম তোমায় দেব ব'লে। তোমার পায়ে দিয়ে ধন্য হই।

গীত

দাঁড়া মা, দাঁড়া মা, উমা,—
এনেছি এই রক্ত-কমল রাঙা পায়ে দেব ব'লে।
কমল 'পরে রাখ্ মা কমল,
দেখে ফুটুক আমার হৃদয় কমল,
শুনি দ্বিদল পদ্মে মণি কোঠায় চিন্তামণির দেখা মেলে।
এইরূপে মা, ভুবন আলো,
কে বলেরে মা'কে কালো,
অপরূপ রূপরাশি—এইরূপে যে জগৎ ভোলে।

পার্ব্বতী। পদ্মা, কুবেরকে ব'লে এসেছিস ?

পদ্মা। হাঁ মা, সেখান থেকে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার রঙ্গ দেখছিলুম। এতও পার ? আহা বড় ভাল মেয়ে ফুল্লরা, তাকে এমনি ক'রে আর কতক্ষণ জ্বালাবে ?

পার্ব্বতী। পদ্মা, এমন পতিপরায়ণা না হ'লে আমি কি ব্যাধের ধনুকের ছিলের ফাঁস প'রে এখানে আসি? ব্যাধের ঘরে জন্মালেও ফুল্লরা যে পূর্ব্ব জন্মের "ছায়া",—সতীশিরোমণি!

পদ্মা। বুঝেছি মা, তাই মহাসতী আজ তার আঙ্গিনায়! মা, আমার যে বড্ড ইচ্ছে ক'চ্ছে একবার স্বর্গমর্ত্ত্যের সকল সতীকে এনে এই সতী-লীলা দেখাই।

পার্ব্বতী। ব্যস্ত হ'স্‌নি পদ্মা, ব্যস্ত হ'স্‌নি। এই কালকেতু আর ফুল্লরাকে উপলক্ষ্য ক'রেই আজ থেকে আমি মর্ত্ত্যের পূজা নেব।

পদ্মা। ঐ যে তারা দু'জনেই আসছে। দেখি, অন্তরালে দাঁড়িয়ে শেষটা কি কর।

[প্রস্থান।

(কালকেতু ও ফুল্লরার পুনঃ প্রবেশ)

কাল। হাঁরে, তোর হ'ল কি? ঘরে শাশুড়ী নেই, ননদী নেই, সতীনের জ্বালা নেই, তবু কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা ক'রেছিস কেন? আরে, কথার উত্তর দেয় না, খালি কাঁদে। এই আমি ঘর থেকে গিয়েছি, এর মধ্যে তোর হ'ল কি? তুই ক্ষেপলি নাকি?

ফুল্লরা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমায় যে ক্ষেপিয়েছে সে যেন জন্ম জন্ম ক্ষেপে! তোমার এত গুণ? আমি লোকালয়ে আর মুখ দেখাব না—ঐ কাঁসায়ের জলে ডুবে ম'রব। আমার এত বড় ছাতি তুই নাথি মেরে ভেঙ্গে দিলি? তোর ঘরে উপোস ক'রে আমার এই হ'ল? বলে সতীন নেই, শেষকালে তুই আমার সতীন হ'লি?

কাল। ফের যদি কাঁদবি দেব কিল মেরে তোর নাকটা থেঁতো ক'রে! কি হ'য়েছে বল্? আমি আবার তোর সতীন হলুম কিসে?

ফুল্লরা। কে কার নাক থেঁতোয় একবার দেখি। দেখ্ দিখি ঘরে, ও কাকে রেখে গিয়েছিলি? ও তোর কে?

কাল। তাই তো রে! এ তুই আমায় কি দেখালি, কি দেখালি! আকাশে একটা চাঁদ, কোন্ ভাগ্যে আমার এই পাতার কুঁড়েয় আজ কোটী কোটী চাঁদের উদয় হ'ল! চোখ যে ঠিক রাখতে পাচ্ছিনি; ফুল্লরা, আমার হাত ধর্, আমার হাত ধর, চোখ আমার ঝল্‌সে গেল—ঝল্‌সে গেল!

ফুল্লরা। ওগো বেহায়া মেয়ে, এখনো যে হাস্‌ছ? এইবার কথা কও, এই তো আমার স্বামী এসেছে।

[পার্ব্বতীর মৃদুমন্দ হাস্য]

কাল। একি অদ্ভুত হাসি, এমন হাসি তো কখনো দেখিনি! প্রাণ যে গ'লে গেল! কে আমি—কে আমি? এ আমি কাকে দেখ্‌ছি? কখনো কি এ মূর্ত্তি দেখেছি? স্নেহ-ঢল-ঢল নয়ন, ঐ যে—হাসিতে করুণার ধারা, অঙ্গের জ্যোতিতে করুণার প্রবাহ! মনে হ'চ্ছে কতদিনের পরিচিত ঐ হাসি,—ঐ রূপ—!

ফুল্লরা। (ঈর্ষার ভাবে) কি!

কাল। কোন্ স্বপ্নরাজ্য করি' অন্ধকার
কোন্ অলকার নিছ'নি নিঙাড়ি
অপরূপ বামা—ভুবনমোহিনী বেশে

ব্যাধের কুটীরে আজি হইলে উদয় !
নরকুলে নরাধম আমি,
অতি হীন পরিচয়,
ব্যাধের তনয়,
জাতিধর্ম্মে বনে বনে ফিরি
পশু হিংসা করি ;
শরশন ধনুক সম্বল,—
নাহি অন্য বল,
কভু অনশনে, অর্দ্ধাশনে কভু যাপি দিন ;
শুষ্ক চর্ম্ম বাস,
জীবত্রাস মূরতি ভীষণ ;
শুষ্ক হাড় কুটীর প্রাঙ্গণে,
শুষ্ক চর্ম্ম দেহ আচ্ছাদনে,
দুর্গন্ধে পূরিত স্থান শ্মশান সমান ;—
কহ কোন্ কাজে এসেছ এখানে ?
বুঝি সঙ্গীহারা ? হারায়েছ পথ—?
কহ, কোথায় বসতি,
কোন্ দেশে ঘর ?
পরিচয় দেহ কৃপা করি।

[পার্ব্বতী পূর্ব্বের মত হাসিতে লাগিলেন]

ফুল্লরা। আবার সেই হাসি ! ওগো, আমার মাথা খেতে খালি যে হাসে—এখন আর কথা কয়না ! তখন বড় যে মুখ নেড়ে ব'লছিলে

রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে এসেছ; এখন বলনা কোথায় ঘর, কেন এখানে এসেছ?

কাল। স্তম্ভিত ক'রেছে মোরে!
সত্য যদি রসনায় নাহি ধর ভাষ,
কর ইঙ্গিতে প্রকাশ—
কেবা তুমি, কাহার ঝিয়ারী,
বহুড়ী কাহার?
হেরি তোমা লয় মনে,
নহ তুমি সামান্যা কখনো!
নিশ্চয় দেবের কন্যা,
কিম্বা ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম
মুনির তনয়া কেহ,
ত্রিভুবনধন্যা নাগকন্যা,
কিম্বা রম্ভা উর্ব্বশী মেনকা,
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী শচী, পতিহারা রতি!
যে হও সে হও—
পুনঃ কহি, শুন হিতবাণী—
কুলের কামিনী
পরগৃহে পরদেশে শোভা নাহি পায়।
যদি ক্রোধবশে ত্যজে থাক ঘর,
সম্বর সে রোষ,
না আসিতে রাতি চল গৃহে ফিরি।

ধনু হাতে আমি যাব আগে,
মধ্যস্থলে তুমি, ফুল্লরা পশ্চাতে।
জেনো—
'পুরাণো বসন ভাতি
অবলা জনার জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।'

ফুল্লরা। লজ্জাহীনা, একটুও লজ্জা নেই? দিব্যি ব'সে ব'সে হাসছ? ওগো, এতক্ষণ যে আমায় ব'লছিল তোমারি গুণে বাঁধা প'ড়ে তোমার ঘরে থাকতে এসেছে।

কাল। ছি ছি! মুণ্ডে বাজ পড়ুক আমার!
এ কি শুনি বিপরীত বাণী
রমণীর মুখে?
আকৃতি সুন্দর,
কিন্তু অন্তরে গরল হেন!
স্বইচ্ছায় আসি হেথা
দিতে চাও মোর শিরে কলঙ্ক পশরা তুলি'?
এর চেয়ে শতগুণে মৃত্যু ছিল ভাল!
ওগো—কে তুমি জানিনা,
করি' যোড়পাণি
পুনঃ পুনঃ কহি হিতবাণী,
এখনো স্বগৃহে চল।—
তবু নিরুত্তর?

এ কি উন্মাদ করিবে মোরে ?
একাকিনী সুন্দরী যুবতী,
জিনি রাজার ভাণ্ডার
মণিমুক্তা অলঙ্কার অঙ্গ শোভা করে,
নাহি ভয় নাহি শঙ্কা,
নির্ব্বিকার ব'সে আছ হেথা ?
মাতা লহ নমস্কার,—
যুড়ি' কর, জানু পাতি'
শ্রীচরণে মাগি ভিক্ষা—
রক্ষা করি' নিজের সম্মান
রক্ষা কর ধরণীর রমণীর মান,
রক্ষা কর হীন ব্যাধে
অহেতুক্ এ অপবাদ হ'তে।

ফুল্লরা। ওগো, আমার যে বড় ভয় ক'চ্ছে, আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি! একি কোন মায়াবিনী আমাদের ছলনা ক'রতে এসেছে! আমরা গরীব, কখনো তো কারো কোন অপকার করিনি, তবে আমাদের এ বিপদ কেন ? মা দুর্গা, শুনিছি তোমার নাম নিলে কোন ভয় থাকেনা ; অভয়া, তবে এমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছ কেন ?

কাল। এখনো না ত্যজ স্থান ?
দেখিতেছি নারীহত্যা অদৃষ্ট লিখন!
সর্ব্বঘৃণ্য ব্যাধ পশুর হিংসক—
আজি বিনা দোষে—

নারীহন্তা—এ কলঙ্ক দিলি শিরে ?
ফুল্লরা, কোথা শরাসন ?
মন্দ অভিপ্রায়ে
যে রমণী স্বামিগৃহ ত্যজে,
স্বৈরিণী—কুলটা—
পতি বিনা অন্য নর ভজে,
বুঝাইলে নাহি বুঝে,
সাধিলেও স্বগৃহে ফিরিতে নাহি চায়—
মৃত্যু তার উচিত বিধান !

[ধনুকে বাণযোজনা করিল কিন্তু হস্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল]

একি ! স্তম্ভিত হইল হস্ত, শর নাহি চলে !
কোন্ মায়াবলে—
যেই বাহু বেড়ি' হিমাদ্রি উপাড়ি' ফেলি,—
সেই বাহু হ'ল শক্তিহীন ?
এ কি দৈবী মায়া ?
ওগো, কে তুমি দুর্ম্মতি ব্যাধে করিছ ছলনা ?
কথা কও—দেবি কথা কও,
দেহ শক্তি, ওগো দেহ শক্তি—
কুকথা ব'লেছি তোমা
নিজ মুণ্ড কাটি' চরণে অঞ্জলি দিই !

ফুল্লরা। মা ! মা ! কে তুমি জানিনা, কিন্তু যেই হও, নিশ্চয়ই কখনো

তুমি সামান্য নও। ওগো, তোমার পায়ে ধ'রে ভিক্ষা করি—মুখ তুলে চাও—দয়া ক'রে আমার স্বামীকে রক্ষা কর।

পার্ব্বতী। আমি চণ্ডী শুনরে ফুল্লরা,—
শুন পুত্র কালকেতু!
আমি চণ্ডী মহেশ গৃহিণী
বিশ্বেশ্বরী জগতজননী—
গৌরী উমা আমি গো শঙ্করী,
অন্নপূর্ণা বারাণসী ধামে;
আমি দাক্ষায়ণী কালী কাত্যায়নী—
সন্তানের সন্তাপ বারিতে—গুণে বাঁধা কনকগোধিকা—
ব্যাধের কুটীরে স্বেচ্ছায় এসেছি আজি।
ওরে ভক্ত, ওরে সাধু, ওরে আদর্শ দম্পতি,—
পূজা কর্—পূজা কর্ মোর,—
যাক্ দূরে অজ্ঞান তিমির,
জ্ঞানের আলোকে
হৃদয় কমল উঠুক ফুটিয়া!
ওরে, স্বামী মোর গৃহহারা তোদের কারণ!
হ'য়ে ঘরবাসী গৃহবাসী কর্‌রে তাঁহারে।

কাল। এ কি ভাগ্য—
এ কি শুনি স্বপ্নাতীত বাণী!
আমি ব্যাধ, প্রকৃতি ভীষণ
ধর্ম্মহীন ভক্তিহীন—দুর্ম্মতি দুর্জ্জন—পশুসহ বাস,

আচরণ পশু সম,
আজি মোর গৃহে কোন্ পুণ্যবলে
কৈলাস অচল হ'তে
জননীর হইল উদয় !
মাতা,
মূর্খ ব্যাধ—ক্ষমা কর মোরে,
দোলে মন সন্দেহ দোলায়,
বুঝিতে না পারি
সত্য তুমি মহেশ্বরী আদ্যাশক্তি নগেন্দ্রনন্দিনী—
কিম্বা যাদুকর গৃহিণী যোগিনী কেহ
শরস্তম্ভ বিদ্যাবলে
শক্তিহীন ক'রেছ আমারে !
যদি সত্য ভগবতী,—যদি এতই করুণা,—
যেইরূপে ত্রেতাযুগে
রামচন্দ্র পূজিল তোমারে
সেইরূপে দেখা দেহ মোরে।

পার্ব্বতী। কি অদেয় আছে মোর সন্তানের কাছে ?
যদি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখিবারে সাধ,
এই দেখ দশভূজা মূর্ত্তি মোর অম্বিকা আশ্বিনে।

[দশভূজা মূর্ত্তিতে আবির্ভাব]

কাল ও ফুল্লরা। জয় দুর্গা ! জয় দুর্গতিহারিণী !!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গুজরাট—বন

[একটী ডালিম বৃক্ষের তলায় মণিরত্ন পূর্ণ তিনটী ঘড়া সাজানো রহিয়াছে ; পার্ব্বতী ও পদ্মা দাঁড়াইয়া আছেন।]

পদ্মা। চা'র ঘড়া মণি রত্ন নিয়ে গেছে। বাকী এই তিনটী। এই তিনটী দিয়ে, চল মা কৈলাসে ফিরি ; মর্ত্ত্যের বাতাসে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে !

পার্ব্বতী। ব্যস্ত হ'স্‌নি, এখনি যাব। মর্ত্ত্যে এসেছিস্‌, মর্ত্ত্যের মোহ যে কি, অর্থের ধর্ম্ম যে কেমন—একবার দেখবিনি ? একটু পূর্ব্বে যে ব্যাধকে সরল শিশুর মত দেখেছিলি, অর্থ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার কি পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, তা দেখ্‌লে বুঝবি,—কেন আমার ভোলানাথ গরীবকে এত ভালবাসেন, কেন ভাঙ্গড় ভোলা আমার ভিখারী !

পদ্মা। মা, যে তোমায় দেখেছে, মোহ কি আর তাকে ভোলাতে পারে, না—অর্থ তার সর্ব্বনাশ ক'রতে পারে ? নিরক্ষর ব্যাধ চির-অজ্ঞান ; কিন্তু তোমায় দেখবা মাত্রই দেখলেম, তার পূর্ব্ব অজ্ঞানতা আর

নেই; সে যে ব্যাধ সে কথা তার মনেই নেই। দেখলেম, তার শুদ্ধ কণ্ঠে সরস্বতীর উদয়!

পার্ব্বতী। পদ্মা, ক্ষণেকের জন্য পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি তার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে বিদ্যুতের মত চম্‌কে উঠেছিল; কিন্তু এখন তার আর সে ভাব নেই। যত অর্থের সংখ্যা বাড়ছে ততই সে আমায় ভুলছে; আমায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছে; এই অর্থের ধর্ম্ম! এখন আর সে, সেই পূর্ব্বের সরল কালকেতু নেই; যেখানে ছিল শুদ্ধ ভক্তি, সম্পূর্ণ নির্ভরতা সেখানে ক্রমশঃ আসছে—তার মমত্ববোধ—তার অহঙ্কার!

পদ্মা। বল কি মা?

পার্ব্বতী। হাঁ, ঐ সে আসছে। এইবার একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্; দেখলে তুইও বুঝতে পারবি, কি বিষ—এই অর্থ আর ঐশ্বর্য্য!

পদ্মা। আমি যাচ্ছি মা; কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর দেরী ক'রোনা।

[প্রস্থান।

(বাঁক স্কন্ধে কালকেতুর প্রবেশ)

পার্ব্বতী। রেখে এলে?

কালকেতু। হাঁ মা, রেখে এলুম। মাগীর মুখে কি হাসি! চারি ঘড়া নিয়ে গেছি, মাগি হেসে লুটোপুটি! ব্যাধের জন্মটা সার্থক ক'রলি মা; এমন হাসি তার মুখে কখনো দেখিনি। তবে মাগী ব'লছিল—

(ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

পার্ব্বতী। কি ব'লছিল?

কাল। মেয়েমানুষ কিনা, লোভ একটু বেশী; ব'ল্‌ছিল—মোটে সাতটী ঘড়া দিচ্ছ, এ কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আর ক'দিন থাক্‌বে?

পার্ব্বতী। কেন? ফুল্লরাকে যে আংটী দিয়েছি তার মূল্য তো সাত কোটী স্বর্ণমুদ্রা!

কাল। হ্যাঁ—তা বটে—তা বটে! তা ওরা কি অত বোঝে? ওদের লোভটা আমাদের চেয়ে কিছু বেশী কিনা!

পার্ব্বতী। কালকেতু, তোমায় যা বলিছি তা যেন কখনো ভুলে যেওনা। এই সম্পদ নিয়ে তুমি কাঁসায়ের এপারে বন কেটে নূতন রাজ্য বসাও। তুমি গরীব থেকে রাজা হবে, গরীবকে কখনো ভুলোনা,—গরীবের ব্যথা বুঝে কাজ কোরো।

কাল। হাঁ মা, তা কি ভুল্‌তে পারি—তা কি ভুল্‌তে পারি?

পার্ব্বতী। মঙ্গলবার অষ্টমী তিথিতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ক'রবে, আর সে দিন কখনো অস্ত্র ধ'রবে না।

কাল। তুমি বারণ ক'রছ মা,—অস্ত্র কি আর সহজে ধ'রবো!

পার্ব্বতী। অন্য সময় আবশ্যক হ'লে অস্ত্র ধ'রবে যুদ্ধ ক'রবে;—কিন্তু আমার পূজার দিনে কখনো হিংসা ক'রবে না, অস্ত্র ধ'রবে না। সেদিন যদি অস্ত্রে হাত দাও কি হিংসা কর, তা হ'লে আর কখনো আমার দেখা পাবেনা। এখন এই তিনটি ঘড়া নিয়ে যাও; আমার ছুটী হ'ক্‌।

কাল। হাঁ মা, এই নিই; আর এই তিনটে ঘড়াই বটে। বাঁকের দু'ধারে বোঝাই ক'রতে যাবে দু' ঘড়া। বাকী থাকবে এক। সে ঘড়াটা নিই কি ক'রে? এবারে আর হবেনা। ফিরে আস্‌তে হবে।

এসেও কিন্তু বাঁকের দু'ধার বোঝাই হবেনা ; একটা ঘড়া ! বেজোড় হ'য়েই দেখছি বড় বিপদ্ হ'ল।

পার্ব্বতী। (হাসিয়া) কি হ'লে বিপদ হয়না ?

কাল। তা হয়না—তা তোমায় কতই বা ব'লব ? তবে তুমি কিনা দয়াময়ী,—সাত ঘড়া দিলে, দয়া ক'রে ঐটে যদি এক ঘড়া বাড়িয়ে আট ঘড়া ক'রে দিতে—ঠিক চার বারে ব'য়ে নিয়ে যেতুম। এ ভাঙ্গা ভাঙ্গটো হ'ল ;—আবার যাব, আবার ফিরে আসব এক ঘড়ার জন্যে, ঠিক মেহন্নত পোষাবে না। বড়ই ফ্যাসাদ হ'ল দেখছি। এই—এই—আর এক ঘড়া বাড়েনা ? তুমি তো মনে ক'রলে সবই পার,—আর এক কলসী ?

পার্ব্বতী। (গম্ভীর ভাবে) না—তা আর হয় না।

কাল। তা হয় না ? তবেই তো ! (স্বগত) মনে ক'রলে আর হয় না ?—সাত ঘড়া তো হ'ল, আর একটী বৈ তো নয় ! তার মানে, দেবেনা আর কি ! পরের দেওয়া—

পার্ব্বতী। (মৃদু হাস্যে) কি ভাব্‌ছ ?

কাল। নাঃ—ভেবে আর কি হবে ? তবে আবার আসতেই হবে !

পার্ব্বতী। তা—কি ক'রলে আর আসতে হয়না, সেইটীই না হয় বল, শুনি ?

কাল। সেখানে ফুল্লরা একা চৌকী দিচ্ছে ; আমারও আনাগোনা ; ক্রমে লোক জানাজানি তো হবে। ক্রমে ভয়ও হ'চ্ছে, ভাবনাও হ'চ্ছে। তা শীগ্‌গির শীগ্‌গির হয়,—আর আসতে হয়না—এক কাজ ক'রলে। (খুব কিন্তু হইয়া) তা সেটা—না—থাক্—তুমিতো দয়া ক'রে এত

দিলে, আর,—নাঃ—কাজ নেই,—আমিই না হয় কষ্ট ক'রে আর একবার আসব।

পার্ব্বতী। তা দেখ, মনে যদি কোন কথা ওঠে, তা চেপোনা। কি হ'লে সুবিধে হয়, আমায় বল।

কাল। (চিন্তা করিয়া) সুবিধে ? ব'ল্‌ব ?

পার্ব্বতী! হাঁ ব'ল্‌বে বৈকি ?

কাল। সুবিধে হয়,—এই—আমি এই বাঁকে দু'ঘড়া নিলুম,—(বাঁকের দুধারে দুটী ঘড়া রাখিল) আর তুমি বাছা যখন এতই কর্‌লে—এই কলসীটা মাথায় ক'রে আমার ঘরে পৌঁছে দাও

পার্ব্বতী। (হাসিয়া) এই ? এ বল্‌তে তুমি কুন্ঠিত হ'চ্ছ কেন ? তুমি বাঁক নিয়ে আগে আগে চল, আমি এই ঘড়া মাথায় ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কাল। (ইতস্ততঃ করিয়া সোল্লাসে) অ্যাঁ—দেবে ?

পার্ব্বতী। দেবো বৈকি দাও।

কাল। আহা! তোমার এত দয়া! নৈলে সাধে তোমায় দয়াময়ী বলে! (মাথায় কলসী তুলিয়া দিতে দিতে) তা দেবো, পা'র্‌বে তো ? পথে ফেলে দেবে না তো ?

পার্ব্বতী। না।

কাল। তুমি আগে আগে চল বাছা, আমি তোমার পেছনে পেছনে যাই।

পার্ব্বতী। তা হয়না ; আমি আগে চ'ল্‌তে পার্‌ব না ; তুমি পথ দেখিয়ে চল ; আমি তোমার পেছনে পেছনে যাই।

কাল। (চিন্তিত হইয়া) পেছনে পেছনে যাবে ?

পার্ব্বতী। তাতে তোমার ক্ষতি কি ?

কাল। নাঃ—ক্ষতি এমন কি ? তবে এস। (দুই এক পদ গিয়া) (স্বগত) পেছনে আস্‌ছে, ঘড়াটা নিয়ে স'রবে না তো ?

পার্ব্বতী। দাঁড়ালে কেন ? আবার কি ভাবছ ?

কাল। না—ভাবিনি কিছু। কেবল ভাবছি—যদি তোমার ঘাড়ে লাগে।

পার্ব্বতী। আমার ভার বওয়া অভ্যেস আছে ; চল।

কাল। (কিয়দ্দূর গিয়া) ঠিক আস্‌ছ তো গো বাছা ?

পার্ব্বতী। (হাসিতে হাসিতে) হাঁ বাবা।

(কালকেতু পুনরায় কিয়দ্দূর গিয়া পশ্চাতে দেখিল)

পার্ব্বতী। কি দেখ্‌ছ ?

কাল। কিছু না, কতদূর পেছিয়ে প'ড়লে তাই দেখছিলুম !

পার্ব্বতী। (সহাস্যে) ভয় নেই, আমি পালাব না—তুমি নির্ভয়ে চল।

কাল। [অপ্রস্তুত হইয়া] না—না—তা নয়—তা নয়—তবে (স্বগত) বেটী মনের কথা ঠিক টের পেয়েছে দেখছি। এ্যাঃ—ভারি লজ্জা দিলে ! (প্রকাশ্যে) এস বাছা, পা চালিয়ে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়া ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। ওরে বাবা,—বুক গেল—বুক গেল—! (বসিয়া পড়িল) গোয়েন্দা হ'য়ে এসে এ কি দেখলুম ! সাত সাতটা কলসী বোঝাই—উঃ কত মণিরত্নই না ওতে আছে ! পেলে কিনা ঐ বেটা ব্যাধ—কেলো ?

আমি শালা জয় দত্তের নাতি, আমার শুধু দেখাই সার? ডালিম তলায় ঝড়্‌তি পড়্‌তি কিছুই নেই? (খুঁজিয়া দেখিয়া) বেটা চেঁচে পুঁছে নিয়ে গেছে! বুকের ভেতর যে ট্যাঁকোচ ট্যাঁকোচ ক'রে ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে! এখন কি করি? রাজাকে খবর দিলেতো এখনি সব লুটে নিয়ে যাবে, ওর একটা পয়সাও তো আমার ভোগে আসবে না! ওরে বেটি যক্ষি—সৎ কায়স্থ এই সেবক শ্রীভাঁড়ুকে ফেলে তুই টাকা দিলে কেলোকে? বুক যে গেল বাবা, দমা ধ'রে গেল!

(নারদের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। (ছুটিয়া গিয়া) এই যে বাবা বুড়ো যখ্! ঐ মেয়েটা বুঝি বিয়ের পিদ্দিম জ্বেলে এদ্দিন তোমার ধন আগলাচ্ছিল? আমায় দয়া কর বাবা, আমায় দয়া কর। নইলে এই সৎ কায়স্থ ভাঁড়ুরাম তোমার সামনে—আহা—হা—হা! এই সময় একটা পৈতে থাকলে বড় কাজে লাগত! বাবা, তোমাকে ঐ ব্রহ্মহত্যার ভয় দেখিয়ে আমি ঘা'ল ক'রতুম! যাই হ'ক্ বাবা,—ও কায়েতও মানুষ, বামুনও মানুষ,—ও ঘড়া না হয়—নিদেন একটা ভাঁড়ু দিয়ে ভাঁড়ুকে এ যাত্রা রাখ বাপধন!

নারদ। তুমি অর্থ চাও?

ভাঁড়ু। (সোল্লাসে) চাইনে বাবা? নইলে কি মিছে এই কাণে কলম গুঁজে পরের খাতা দুরস্ত ক'রে বেড়াই?

নারদ। বটে! কিন্তু ভাঁড়ু, আমার বাবার তো ট্যাকশাল নেই যে, মনে

ক'র্লেই তোমায় অর্থ দেব ? এই ডালিমতলায় যা ছিল, তা নিয়ে গেছে ঐ কেলো ; ঐ টাকা থেকে সে বন কেটে নূতন রাজত্ব বসাবে ; এখন চেষ্টা ক'রে দেখ, যদি ওর কাছ থেকে কিছু নিতে পার।

ভাঁড়ু। সে বড় শক্ত ঠাঁই বাবা ! ও বেটা ব্যাধদের কেবল মুখেই 'খুড়ো খুড়ো' ! আমি গেলেই আমায় মেরে তাড়িয়ে দেবে। তারপর, ব'ল্‌ছি ও হবে রাজা,—তখন কি আর আমায় চিন্‌তে পারবে ?

নারদ। আচ্ছা, যাতে চিন্‌তে পারে, না তাড়িয়ে দেয়, সে ব্যবস্থা আমি ক'র্‌ছি। আমি তোমার কপালে ধূলোপড়া দিয়ে দিচ্ছি ; তুমি কাল সকালে কালুর সঙ্গে দেখা ক'রলেই সে তোমায় ক'রবে মন্ত্রী। দেখ যদি তার চাকুরী ক'রে কিছু ক'র্‌তে পার।

ভাঁড়ু। বাবা বুড়ো যখ, ঐ ধূলোপড়ায় আমার মন্ত্রীগিরি টেঁক্‌বে তো ? ধূলো দিয়ে আমার চোখে ধূলো দিচ্ছ না তো ? মন্ত্রীগিরি চাক্‌রীতে বছর শালিয়ানা কিছু আছে বটে, তা আমার ভাঙ্গা বরাতে সইবে ?

নারদ। তোমার মত ভাঁড়ুরামরাই তো চিরকাল এই ধূলোপড়ার জোরে মন্ত্রী হ'য়ে আস্‌ছে, তোমার সইবে না কেন ?

ভাঁড়ু। সে বাবা তোমার হাতযশ আর আমার বরাত ! দেখি, ধূলোপড়া ধূলোপড়াই সই ! বাবা বুড়ো যখ্‌—দাও,—একটু ভাল ক'রে বুলিয়ে দাও। যদি ফস্‌কায় আবার এই ডালিমতলায় এসে তোমায় ধ'রছি।

নারদ। (ভাঁড়ুর কপালে ধূলা মাথাইয়া দিয়া) ফস্‌কাবেনা, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরে যাও।

ভাঁড়ু। নিশ্চিন্ত আর হ'তে দিলে কৈ বাবা ? তবু মন্দের ভাল, দেখি।

[প্রস্থান।

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। এ আবার কি ক'রলে ?

নারদ। (সহাস্যে) চল, কৈলাসে যেতে যেতে ব'লব।—একটু ধুলোপড়া দিয়ে দিলুম আর কি। মাও লীলা দেখাচ্ছেন, আমিও একটু ধুলোখেলা ক'র্ছি।

পদ্মা। দেখ্‌লে, আমার কেমন মা ? ব্যাধের বোঝা ব'য়ে নিয়ে গেলেন।

নারদ। নইলে আর—আমি ও চরণ ছাড়িনে ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন—যুবরাজের শিবির

নর্ত্তকীগণের গীত

অধরে মধুর হাসি
আদরে পরায়ে ফাঁসি
বল সখা ভালবাসি—ভালবাসি !
আজি শুধু হৃদি খুলে,
নয়নে নয়ন তুলে,
বিতর অমিয় রাশি—রাশি রাশি !
এ নব যৌবন বঁধু করোনা করোনা হেলা
তোমারে করিব সাথী ভাসাব জীবনভেলা

অকূলে যাব হে চলি ভাসি—ভাসি ভাসি !
তোমার হৃদয়ে লুটি,
আমার এ বাহু দুটী,
সোহাগে বেড়িব গলে হাসি হাসি ॥

(যুবরাজের প্রবেশ)

যুবরাজ। না বাবা, এতেও সুখ হ'চ্ছে না ;—কেমন সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে ! হরদম্ নেশা, হরদম্ গান—বাবা বানপ্রস্থে, সিংহাসন আমার, তবুও প্রাণে আগুন জ্ব'ল্‌ছে। ফুল্লরাকে চাই ; নইলে প্রাণ ঠাণ্ডা হবেনা ! পুরাণো সেনাপতি কোতল—নতুন চাই, নইলে নতুনের ব্যথা বুঝবে না। সে সৈন্য নিয়ে যাবে, ফুল্লরাকে ধ'রে আনবে, তবে জুড়োব।—কে আছিস্ ?

(জনৈক প্রতিহারীর প্রবেশ)

নতুন সেনাপতি শিবিরে অপেক্ষা ক'রছে, তাকে এইখানে পাঠিয়ে দে।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

যুবরাজ। একি জ্বালা ! শত শত সুন্দরী আমার হুকুমে ফেরে; তবু একজন না হ'লে সব অন্ধকার মনে হয় কেন ? ফুল্লরার চেয়ে তো অনেক সুন্দরী ভোগ ক'রেছি, তবে তাকে চাই কেন ? চাই,—তার সেই অহঙ্কার যেন তাকে আরও সুন্দরী ক'রেছে ! যারা হুকুমে ফেরে, তারা কোতল ! যে আমায় অপমান ক'রেছে, সেই হবে সকলের রাণী। নইলে সিংহাসনে ব'সে লাভ ?

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ! আমায় স্মরণ ক'রেছেন?

যুব। যত ইচ্ছে—সৈন্য নাও; আজই কাঁসাইয়ের ওপারে গিয়ে কালকেতু নামে ব'নে যে ব্যাধ আছে তাকে বেঁধে নিয়ে এস;—আর তার স্ত্রী ফুল্লরা—তাকে বেঁধনা, সতর্ক প্রহরী ঘেরা পাল্‌কীতে চড়িয়ে একেবারে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দেবে। যদি ব্যাধেরা কেউ বাধা দেয়—সব কোতল!

সেনা। যে আজ্ঞে; আমি এখনি যাচ্ছি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

মন্ত্রী ও পুরোহিত। (নেপথ্যে) আমরা বেঁচে থাক্‌তে কথনো এ সর্ব্বনাশ হ'তে দেব না—কখনো না!

যুব। কিসের কোলাহল? বারণ কর, বারণ কর, আমার জমায়েৎ নেশা ভেঙ্গে যাবে। আমি এখন স্বপন দেখছি—হাঃ হাঃ হাঃ ফুল্লরা—ওঃ!

সেনা। যথা আজ্ঞা, আমি এখনি বারণ ক'রে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

যুবরাজ। ফুল্লরাকে যদি পাই—যত বেটী নর্ত্তকী আছে সবাইকে এই বনে ছেড়ে দিয়ে যাব। ফুল্লরার কাছে সব বদ্‌খত্, বদ্‌খত্! মেয়েমানুষ—কোতল ক'রবনা, চোখে দেখলে—মায়া হবে; বনে রেখে যাব—আর না নগরে ফিরতে হয়। ঝোপে ঝাপে থাকবে, আর পথ চল্‌তি লোক তাদের দেখলেই আঁতকে উঠবে! হা—হা—হা!

(সেনাপতির পুনঃ প্রবেশ)

সেনা। পুরোণো মন্ত্রী, সভাসদ্, পুরুত—সকলে আপনার দর্শনপ্রার্থী।

যুব। আঃ! এ তাড়ালেও যায়না—এখানে আবার এসেছে জ্বালাতে? যাও—সব কোতল! মন্ত্রী কোতল, বুড়ো সেনাপতি কোতল, সভাসদ্ কোতল, পুরুত কোতল—পুরোণো যা কিছু, সব কোতল—তুমি কোতল, আমি কোতল—মায় পুরোণো বাবা কোতল!

সেনা। আজ্ঞে—

যুব। আজ্ঞে? ভয় হচ্ছে? না, তোমার কর্ম্ম নয়, তুমি আগে কোতল। যাও, ওদের ডেকে দাও, ওরা কি বলে শুনি।

সেনা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) সত্যি কোতল ক'রবে নাকি? নেশার ঝোঁক, এখন তো স'রে থাকি।

[সেনাপতির প্রস্থান।

(মন্ত্রী ও পুরোহিতের প্রবেশ)

মন্ত্রী। যুবরাজ!

যুব। এখনো "যুবরাজ!" সিংহাসন আমার—তবুও আমি মহারাজ নই?

মন্ত্রী। মহারাজ অভিমানে রাজ্য ত্যাগ ক'রেছেন; তিনি সিংহাসন আপনাকে দেননি, আপনার অভিষেকও হয়নি; প্রজারা আপনাকে কেউ রাজা বলে স্বীকার করেনি; যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনিই কলিঙ্গের অধীশ্বর—আমাদের মহারাজা,—তা তিনি এখানেই থাকুন, আর বনেই বাস করুন।

যুব। আমার মুখের উপর একথা ব'লতে তোমার সাহস হ'চ্ছে? জানো, এখনি তোমায় কোতল ক'রতে পারি?

মন্ত্রী। জানি; কিন্তু বৃদ্ধ আমি, আমাকে মৃত্যু ভয় দেখানো বৃথা। আপনাকে কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আমার দেশের ভাবী রাজা ব'লে আপনার কত অন্যায় আবদার সহ্য ক'রেছি,—সেই আপনি যখনি আমায় চোখ রাঙ্গিয়েছেন—তখনি তো আমার মৃত্যু হ'য়েছে! অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু কি এই অপমানের মৃত্যু অপেক্ষা বেশী যন্ত্রণাদায়ক? যেদিন মহারাজ অভিমানে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেছেন, সেই দিনই আমরা এ দেশ ত্যাগ ক'রতুম,—পারিনি শুধু এ আমাদের দেশ ব'লে। আর এখন—এই উন্মত্ত আপনি, আপনার সম্মুখে যে এসেছি, সেও এই দেশের জন্য।

যুব। বড় বুদ্ধিমানের মত কাজ করনি। হ্যাঃ—ওঁদের চোদ্দ পুরুষের দেশ! বিদেশী পুরুষের রাজা আমরা—দেশ আমার নয় ওঁদের! দেশের হ'য়েছে কি?

মন্ত্রী। কালকেতু ব্যাধের নাম শুনেছেন?

যুব। (স্বগত) ওঃ বড্ড ব'ল্লে! নাম শুনেছেন! যাওনা একবার সেখানে, তোমারও বাবার নাম শুনিয়ে দেবে এখন! মনে ক'ল্লে কাণ দুটো এখনো টন্ টন্ করে। (প্রকাশ্যে) কালকেতু মরেছে?

মন্ত্রী। কাঁসাইয়ের ওপারে সে নতুন রাজ্য বসিয়েছে; সে রাজ্যের নাম দিয়েছে গুজরাট রাজ্য। শুনলেম, কাল তার অভিষেক। কলিঙ্গের প্রজারা দলে দলে এরই মধ্যে তার রাজ্যে বাস ক'রতে যাচ্ছে।

যুব। রাজা হ'য়েছে? বাবা বুড়ো মন্ত্রী, তাহ'লে আমি একা নই, তুমিও

মদ ধ'রেছ ? তবে আর কি ? পাঁচীল স'রে গেছে ; তুমিও টানো, আমিও টানি,—এখন এক প্রাণ ! নতুনে পুরোণোয় আর কোন তফাৎ নেই। আর কোতল নয়—তোমায় আবার বাহাল ক'রবো।

পুরোহিত। কি ব'লছেন যুবরাজ ? এখনো প্রকৃতিস্থ হ'য়ে শুনুন। মাতালের মাতলামী দেখবার জন্য আমরা এখানে আসিনি। আমরা এসেছি আমাদের সম্মান, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের ধর্ম্মের জন্য। আজ যদি নীচজাতি ব্যাধ—রাজা হ'য়ে বসে, আমাদের কিছু থাক্‌বে না। একদিন যাদের স্পর্শে জাগ্রতা দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেম, তাদেরই স্পর্শে এবার কলিঙ্গ বিসর্জ্জন দিতে হবে ! যদি মঙ্গল চান, নীচ সঙ্গ ত্যাগ করুন ; মহারাজ বানপ্রস্থে, পায়ে ধ'রে তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, মৃত কলিঙ্গের মুখে আবার হাসি ফুটুক, সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা হোক্ !

যুব। বিদ্রোহী—বিদ্রোহী ! আমি বুঝতে পেরেছি। আমার বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র ক'রেছে ! বাবাকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনি, আর তোমরা পাঁচজনে দিব্বি লুটে পুটে খাও ! কালকেতু রাজা হ'য়েছে ? রাজা অমনি হ'লেই হ'ল ? বাবা রাজা না হ'লে অমনি অমনি কেউ রাজা হয় ? রাজার ছেলে রাজা, ব্যাধের ছেলে ব্যাধ ! কিছু বুঝিনি বটে ? আর যদি হ'য়েই থাকে রাজা, রাজার ছেলে তো আমি, তরোয়াল ধ'রতে জানিনি ? এই কোথায় গেল সব—দাও, দু' পাত্র খেয়ে নিয়ে একবার দেখি ! কৈ—কেউ তো নেই ! পালিয়েছে বুঝি ? দাঁড়াও। বেটীদের সব কোতল করি, তারপর,

দেখছি তোমার সেই—কি ব'ল্লে? গুজরাট বটে? গুজরাট—গুজরাটই সই!

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। এ বৃথা চেষ্টা! পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের নুণ খেলেম, চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ব এ ধ্বংস হ'য়ে যাবে? প্রাণ দিয়েও কি কলিঙ্গের সম্মান রক্ষা ক'রতে পারব না? পুরোহিত মশায়, চলুন একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি। যদি মহারাজকে ফেরাতে পারি, এখনো এ রাজ্যের শ্রী ফেরে; নইলে কলিঙ্গের চিহ্নও থাকবে না।

পুরোহিত। কে জানে জগদীশ্বরের মনে কি আছে! চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গুজরাট্

[কাসাইয়ের তীরে বন কাটিয়া নগর বসান হইয়াছে। এই নূতন দেশের নাম হইয়াছে "গুজরাট।" গুজরাটের রাজপ্রাসাদস্থ সভাগৃহে রাজবেশে কালকেতু বসিয়া; বামপার্শ্বে রাণী বেশে ফুল্লরা। সভাসদ্ ব্যাধগণ দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাধরমণীগণ গান গাহিতেছিল। এই ব্যাধ পুরুষ ও রমণীগণের বেশভূষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বজীবনের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও অঙ্গে ও পরিচ্ছদে বর্ত্তমান। ভাঁড়ুরাম মন্ত্রীর আসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।]

[ব্যাধরমণীগণের গীত]

আমাদের নতুন রাজা নতুন রাণী নতুন সহরে।
নতুন সুরে বইছে কাঁসাই, নতুন ধারা নদীর লহরে॥

নতুনের ব'স্‌লো মেলা
শিকার ছেড়ে নতুন খেলা,
নতুন প্রাণে নতুন হাওয়া, নতুন হাসি ফুট্‌ল অধরে ॥
নতুন দেশে নাইক শাসন,
আছে শুধু প্রেমের বাঁধন,
নতুনের বান ডেকেছে, (ওরে) নতুন আলো ঘরে ঘরে ॥

[কালকেতু ও ফুল্লরা সিংহাসন হইতে অবতরণ করিল]

কাল। তোমরা আমার ভাই, আমি নামে রাজা, এ দেশের—সত্যিকার রাজা তোমরা। তোমাদের দেশ, তোমরা তার নায়ক, তোমরা তার রাজা, তোমরা তার রক্ষক !

ফুল্লরা। আমার কান্না পাচ্ছে। মন কেমন ক'চ্ছে। তোরা আমার বহিন্। যখন বনে ছিলুম, একসঙ্গে মাস বেচতুম, একসঙ্গে হাস্‌তুম খেল্‌তুম, পেটের জ্বালায় একসঙ্গে কতদিন সব কেঁদিছি! তখন ব্যাধের কুঁড়েয় একসঙ্গে ছিলুম সবাই গরীব, এখন এই নতুন রাজ্যে তেমনি ঘরে ঘরে আমরা হব সব রাণী! তেমনি একসঙ্গে হাসব, একসঙ্গে খেল্‌ব, একসঙ্গে কাঁদ্‌ব! তোরাই রাণী ক'রেছিস, দেখিস্ তোরা যেন আমায় পর করিস্‌নি।

ব্যাধগণ। আরে কি আমোদ রে কি আমোদ! আমাদের ভাইরে, আমাদের ভাই! আমাদের কালু ভাই রাজারে রাজা !

ব্যাধরমণীগণ। আমাদের বহিন্ ফুল্লরা রাণীরে—আমাদের রাণী !

ফুল্লরা। যাঁর দয়ায় আমরা আজ সবাই রাজা, সবাই রাণী, সেই মাকে কখনো ভুলিস্‌নি ভাই,—সেই মাকে কখনো ভুলিস্‌নি।

১ম রমণী। মাকে ভুল্‌ব কি রে! মাকে কি ভুল্‌তে পারি? আমাদের মা কোলে নিয়েছে, বুকে ক'রেছে, আমাদের বুকটা জুড়িয়ে দিয়েছে! সে মাকে কি কখনো ভুলতে পারি?

কাল। মা ব'লেছেন, মঙ্গলবার অষ্টমী তিথিতে মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ক'রতে। আমরা ব্যাধ, চিরদিন হিংসা ক'রেই এসেছি; কিন্তু সেদিন আমাদের কেউ যেন অস্ত্র না ধরে, হিংসা না করে! মা'র আদেশ,—সেদিন যদি কেউ ভুলেও অস্ত্রে হাত দেয়, হিংসা করে—তবে মা আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন, আর কখনো তাঁর দেখা পাবনা।

ভাঁড়ু। আহা! করুণাময়ী! মা আমার করুণাময়ী! বছরে একদিন হাত নাই দিলে! আহা! মা,—তুমি ভাঁড়ুরামেরও মা!

১ম ব্যাধ। ঠিক ব'লেছিস্ দত্ত মশাই! আরে বাপ্‌রে, মার হুকুম—কার বুকের পাটা অমান্যি ক'রবে?

ফুল্লরা। কি জানি, তবু কেন আমার কান্না পাচ্ছে, মনে হ'চ্ছে—যদি মাকে ভুলি, মা পর হয়!

১ম রমণী। আরে না—না, এ তোর মিছে ভাবনা—মা কি কখনো ছেলেমেয়েকে ভোলে?

ফুল্লরা। চল্। আমরা সবাই মাকে প্রণাম ক'রে আসি।

সকলে। চল্। জয় মা! জয় মা!

[কালকেতু ও ভাঁড়ু ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

ভাঁড়ু। দেখ্‌লে বাবা—কায়েতি বুদ্ধি! সাফ্—বন বাদাড় ঝোড় জঙ্গল সব একদম্ সাফ! ক'মাসের ভেতর বন কেটে একেবারে ইন্দ্রভুবন

ক'রে তবে ছেড়েছি। বাবা, হরিদত্তের বেটা আমি জয়দত্তের নাতি—আমি যদি মনে করি তো দোরে বাঁধি হাতী। আমি থাকতে তোমার কোন ভাবনা নেই।

কাল। কিছু বুঝতে পারছিনি। সিংহাসনে ব'সে অবধি কত কথা মনে হচ্ছে! সিংহাসন কি যাদু জানে? কত এলোমেলো চিন্তা! কি ছিলেম, কি হ'ল! আগে ছিল এক ভাবনা—শুধু এই পেটের; এখন কত রকমের ভাবনা বুকের মধ্যে উঁকি মারে! কখনো মনে হয় সিংহাসনের উপর ব'সে নেই, আগুনের পাঁজার উপর ব'সে আছি; কখনো মনে হয়—দিব্বি পান্‌সী, জোয়ারের মুখে তর্‌তর্‌ ভেসে চ'লেছি!

ভাঁড়ু। কিছু না—বাবা, কিছু না। ভাবনা কিসের? এরি মধ্যে চাঁদের হাট ব'সে গেছে তোমার এই গুজ্‌রাটে। আর ব্যাধ ব'লে নাক শেঁট্‌কানো নেই। বামুনপাড়ায় বামুন, কায়েতপাড়ায় কায়েত, বদ্যিপাড়ায় বৈদ্যি, শাঁখারী, কাঁসারি বাখারী, চুনোরী, কাবারী কিছুরই অভাব নেই এখানে। অত দিনের কলিঙ্গরাজ্য একেবারে ফাঁক্‌! সব এসে জুটেছে এখানে। রাজা তো মনের দুঃখে বনে, আর যুবরাজ খালি মদ খাচ্ছে—আর প্রজা ঠেঙ্গাচ্ছে।

কাল। বড় সয়তান! তাকে আমি বেশ চিনি; তারই অত্যাচারে—সব পালিয়ে এখানে আসছে। আসুক, সব শান্তিতে বাস করুক। দেখ ভাঁড়ুরাম, মা ব'লেছেন, এ রাজ্যে যেন কারো উপর অত্যাচার না হয়। এ দেশ রাজার নয়—এ দেশের লোকের। মা'র রাজ্যে যেমন আলো বাতাস জলে সকলের সমান অধিকার, তেমনি আমার

এ রাজ্যে আলো বাতাস জলের মত এর মাটীতে সকলের সমান অধিকার! এখানে জমিদার থাক্‌বে না, তালুকদার থাক্‌বে না— নেউগী চৌধুরী থাকবে না; যে চাষ ক'রতে পারবে, মাটী তার; যার যেমন দরকার সে তেমনি জমি বেটে নেবে।

ভাঁড়ু। তাই তো ক'রে রেখেছি বাবা, তাই তো ক'রে রেখেছি। যে আস্‌ছে—জমি বিলি ক'রে দিচ্ছি—অম্‌নি—মুফৎ। চিঠে দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে, হিসেব সব ঝরঝরে; কড়া ক্রান্তির এদিক ওদিক নেই; ডাইনে বাঁয়ে সমান, আর কৈফিয়তে কেবল শুন্যি। তুমি নাকে স'রষের তেল দিয়ে ঘুমোও, আমি থাক্‌তে তোমায় কিছু দেখতে হবে না। যেমন বন বাদাড় কেটে সাফ্‌ ক'রে রেখেছি এদিকেও তেমনি সব সাফ্‌ ক'রে রাখব'। ছেলেবেলা থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছ, সিংহাসনে ব'সে দুদিন আরাম কর, দেখে আমার চক্ষু জুড়ুক।

(১ম ব্যাধের প্রবেশ)

ব্যাধ। রাজা, রাজা, সর্ব্বনাশ! পিঁপড়ের সারের মতন সেপাই সব নদী পার হ'চ্ছে। এরা সব কলিঙ্গের সেপাই। তুই নতুন রাজা হ'য়েছিস্‌ শুনে তারা—এ দেশ লুটতে আসছে।

কাল। কেন? আমরা তো তাদের কোন অনিষ্ট করিনি! যখন বনে ছিলুম, এ বন ছিল আমাদের; এখন বন কেটে নগর বসিয়েছি, এ নগরও আমাদের; তবে তারা আমাদের লুটতে আসচে কেন?

ভাঁড়ু। ঐ তো গেরো! রাজত্বের সবই ভাল, মন্দের মধ্যে কেবল ঐ "গেল—গেল!" এই জন্যেই তো খাজনা চাই, মন্ত্রী চাই, সেনাপতি চাই,—নইলে শত্রু আক্রমণ ক'রলে রাজ্য রক্ষা ক'রবে কে?

কাল। রক্ষা করবেন মা,—যাঁর দয়ায় গরীব ব্যাধ আমি আজ রাজা—আর এই বন গুজরাট রাজ্য! সকলের আগে তুমি এসে আশ্রয় নিয়েছ,—তাই তোমায় মন্ত্রী ক'রেছি,—নইলে কোন প্রয়োজন ছিলনা। সেপাই সেনাপতির কি দরকার এখানে? শত্রু আক্রমণ করে—যাদের দেশ তারাই একে রক্ষা ক'রবে।

(নেপথ্যে—ব্যাধগণ) আমাদের রাণীকে ধ'রেছে—আমাদের ঘরের মেয়েদের ধ'রেছে।

কাল। কি! কি?

(২য় ব্যাধের প্রবেশ)

২য় ব্যাধ। কাতারে কাতারে সৈন্য সব কলিঙ্গের, নদী পার হ'য়ে এসে আমাদের নগর লুট ক'রেছে, মেয়েদের উপর অত্যাচার ক'রছে, আমাদের রাণীকে ধ'রেছে।

কাল। কোন ভয় নেই! মার হাতে পাতা রাজ্য—এ রাজ্যের বনেদের একখানা ইঁট সরাতে পারে, সে ক্ষমতা কলিঙ্গের নেই—সে শক্তি কারও নেই। আমরা মার ছেলে—আমরা মেয়ে মদ্দে লড়াই ক'রতে জানি। যে দেশের মা রণচণ্ডী, সে দেশের মেয়েদের অপমান করে

এমন শক্তি কার? চল্‌—চল্‌, দেখি কেমন কলিঙ্গের সৈন্য, কলিঙ্গের যুবরাজ!

সকলে। জয় মা, জয় মা!

[ভাঁড়ু দত্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভাঁড়ু। কালকেতু, ঘরসন্ধানী বিভীষণ,—তোমার মৃত্যুবাণ আমার হাতে!

চতুর্থ দৃশ্য

কলিঙ্গ—রাজপথ

মন্ত্রী, পুরোহিত ও নাগরিকগণ

মন্ত্রী। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের কিছুতেই দলবদ্ধ করতে পারছিনি; কি উপায় করি? নগর রক্ষা অসম্ভব!

পুরো। যুবরাজই বা গেল কোথায়?

মন্ত্রী। নগরের উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন ক'রেছিল; সেইখান থেকেই গুজরাট্‌ আক্রমণ করে। সেইখান থেকেই তারা ফুল্লরাকে বন্দী ক'রে নগরে এনেছে। এখন কিন্তু তাদের কোন সন্ধান পাচ্ছিনি। হয় তারা যুদ্ধজয়ের আনন্দে অত্যধিক মদ্যপান ক'রেছে, নয়—পরাজিত হ'য়ে পালিয়েছে।

পুরো। এখন এ অরক্ষিত পুরী রক্ষা করে কে?

১ম নাগ। ব্যাধেরা হঠাৎ নগর আক্রমণ ক'রেছে,—এ আক্রমণের জন্য

কেউই প্রস্তুত ছিল না। কলিঙ্গের যে সব প্রভুভক্ত সৈন্য এতদিন শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা ক'রে এসেছে, মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেই কলিঙ্গ ত্যাগ ক'রে চলে গেছে। অনর্থক নরহত্যা, রক্তপাত, শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ! মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত! কোন অপরাধ করেনি কালকেতু। তার স্ত্রীকে বিনা দোষে বিনা কারণে, শুন্‌লেম, তার অভিষেকের দিনেই বন্দী ক'রে এনেছে! এ অত্যাচার ধর্ম্ম কখনো সহ্য করেন না—এর ফলভোগ ক'রতেই হবে।

মন্ত্রী। দাঁড়িয়ে এ অত্যাচার দেখব, কোন প্রতীকার ক'রতে পারব না?

(জনেক নাগরিকের প্রবেশ)

জনৈক নাগ। মন্ত্রীমশাই, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—নৃশংস ব্যাধ যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা ক'রছে।

পুরো। তাইতো, তাইতো—কি করি, কি করি? মা অম্বিকা, শেষে তোর মনে কি এই ছিল মা? যে পাপে রাবণ সবংশে নিধন হ'য়েছিল, দেখছি সেই পাপেই কলিঙ্গ ধ্বংস হবে!

(নেপথ্যে-ব্যাধগণ)। মার্—মার্, কাউকে ক্ষমা নয়! আমাদের রাণীকে বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছে!—কাউকে ক্ষমা নয়—কাউকে ক্ষমা নয়—কলিঙ্গ জনশূন্য ক'রে যাব!

১ম নাগ। ঐ—ঐ আসছে! ঐ তাদের চীৎকার! স্ত্রী পুত্র কন্যা কিছু থাকবে না, কিছু থাকবে না!

(দ্বিতীয় নাগরিকের প্রবেশ)

২য় নাগ। ব্যাধেরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ক'রেছে, অন্তঃপুর আক্রমণ

ক'রেছে। অন্তঃপুরে হাহাকার—নগরময় হাহাকার—কোন উপায় নেই—রক্ষা করবার কোন উপায় নেই। তবে কাপুরুষের মত শত্রুর তরবারির নীচে মাথা না দিয়ে বীরের মত মরতে পারি, শুধু এই শক্তি আমাদের আছে! আমাদের রাজপ্রাসাদ অবরোধ ক'রেছে, রাজ-কুলমহিলারা বিপন্ন! নাগরিকগণ, বেতনভোগী সৈন্যেরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে, কিন্তু আমরা পালাব কার ভয়ে? মৃত্যু? পালিয়েও তো তার হাত থেকে রক্ষা পাব না! যতক্ষণ জীবিত, ততক্ষণ প্রাণপণে শত্রুর গতিরোধ করি; তারপর—অসুরনাশিনী মা দুর্গা আছেন—তিনি যদি দয়া করেন তবেই রক্ষা হবে, নইলে মৃত্যুই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত।

নাগরিকগণ। ভাই চলুন, ভাই চলুন—দেখি প্রাণ দিয়ে আমাদের রাণীকে রক্ষা ক'রতে পারি কি না, আমাদের দেশের মেয়েদের রক্ষা ক'রতে পারি কি না!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কলিঙ্গ। অন্তপুরের প্রাসাদ।

কালকেতু ও ব্যাধগণ

কাল। দরজা ভাঙ্—দরজা ভাঙ্! এই বাড়ীতে তোদের রাণীকে বন্দী ক'রে রেখেছে; এ বাড়ীর ইটের উপর যেন একখানা ইট না থাকে—সব ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে যা! এরা জানুক্, ব্যাধের প্রতিহিংসা কি তীব্র—কি ভীষণ!

১ম ব্যাধ। সর্দ্দার, এ যে লোহার ফটক !

কাল। ব্যাধের ছেলে—লোহা দিয়ে তৈরী আমাদের এই বুক—লোহা দিয়ে তৈরী আমাদের হাত ! কি ক'রবে লোহার ফটক ? ভাঙ্গ—ভাঙ্গ ! এই ফটকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর এ পারের লোকের মাঝখানে যে লোহার ফটক, তা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাক্ !

১ম ব্যাধ। জয় আমাদের রাজার জয় ! জয় কালকেতুর জয় ! ফটক ভাঙ্গ—ফটক্ ভাঙ্গ !

ব্যাধগণ। ফটক ভাঙ্গ্—ফটক ভাঙ্গ্।

[ব্যাধগণ ফটক ভাঙ্গিল]

ব্যাধগণ। ফটক ভেঙ্গেছে—ফটক ভেঙ্গেছে ! চল্ চল্, দেখি কোথায় আমাদের রাণী—কোথায় আমাদের রাণী !

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে স্ত্রীলোকদের ক্রন্দন উঠিল]

কাল। একি ! কাঁদে কারা—কাঁদে কারা ? স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর !

(ব্যাধগণের পুনঃ প্রবেশ)

১ম ব্যাধ। রাজা, এখানে তো আমাদের রাণী নেই, এ বাড়ীতে এ দেশের রাণী আছে।

কাল। জয় মা দুর্গা ! ঠিক হ'য়েছে ! তোদের রাণীকে ধ'রে এনেছে, ওদের রাণীকে বন্দী ক'রে আন্ ; তার পর, কলিঙ্গের প্রত্যেক বাড়ী খোঁজ—প্রত্যেক কুটীর খোঁজ—দেখ—কোথায় তোদের রাণী—

কোথায় তোদের রাণী! যতক্ষণ তাকে না পাস্, ব্যাধের প্রতিহিংসার আগুনে সব পুড়িয়ে দিয়ে যা!

(বল্লভার প্রবেশ, পশ্চাতে কতিপয় ব্যাধ)

বল্লভা। আমাকে স্পর্শ কোরোনা, আমাকে স্পর্শ কোরোনা,—চল—আমায় কোথায় নিয়ে যাবে, আমি নিজেই যাচ্ছি।

কাল। কেউ স্পর্শ করিস্ নি, কেউ স্পর্শ করিস্ নি; রাণীর যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে পাল্কী ক'রে নিয়ে যা গুজরাটে। মনে রাখিস্—এ দেশের রাণী—আমাদের মা—আমাদের মা।

১ম ব্যাধ। চ'লে এস মা, চ'লে এস। তোমাকে মা'র মতনই আমাদের দেশে নিয়ে যাব।

(বল্লভার ও কতিপয় ব্যাধের প্রস্থান।

(পুরোহিত ও কতিপয় কলিঙ্গ-অধিবাসীর প্রবেশ)

পুরো। এই যে ব্যাধের রাজা কালকেতু! কালকেতু, রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমাদের রক্ষা কর! একজনের পাপে আমাদের সর্ব্বনাশ কোরোনা! আমরা তোমার শত্রু নই, আমরা তোমার নগর আক্রমণ করিনি, আমরা তোমার রাণীকে বন্দী করিনি—আমাদের রক্ষা কর—আমাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের রক্ষা কর!

কাল। যতক্ষণ আমাদের রাণীকে না পাই, কারও রক্ষা নেই! চিরদিন আমাদের উপর এই রকম অত্যাচার ক'রেছ, আজ প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছি। আজ কালকেতু মানুষ নয়—সে রাক্ষস! পশুর শোণিত দেখলে একদিন তার চোখ দিয়ে জল প'ড়ত, তার হৃদয়

কাঁদ্‌ত—আজ মানুষের রক্তে তার উল্লাস! রক্তে ধুয়ে দেব আজ এ পারের ওপারের প্রভেদ! রক্তে ধুয়ে দেব কলিঙ্গ। চল্‌—চল্‌ আজ আর ক্ষমা নেই!

(বেগে ফুল্লরার প্রবেশ)

ফুল্লরা। রাজা রাজা—আমি এসেছি—আমি এসেছি!

কাল। একি! ফুল্লরা?

ফুল্লরা। রাজা, আমি এসেছি—সিংহিনীকে বন্দী ক'রে রাখে কার সাধ্য! কিন্তু এ রক্ত আর দেখতে পারি না, কান্না আর শুনতে পারি না—তোমার এ মূর্ত্তি সম্বরণ কর। আমাদের মেয়েরাও সবাই আসছে।

কাল। ওরে আমাদের রাণীকে পেয়েছি, আমাদের রাণীকে ফিরে পেয়েছি—চল্‌ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে—আর মানুষ মেরে কাজ নেই!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালকেতুর প্রাসাদ

প্রমোদ কানন—বিলাসগৃহ

কালকেতু ও ভাঁড়ুদত্ত

কাল। বড় আপশোষ রইল—যুবরাজকে ধ'রতে পারলুম না, কোথায় পালিয়ে গেল। কাপুরুষ! সাম্না সাম্নি পেলে তাকে আর রাখতুম না।

ভাঁড়ু। সে আপশোষ আর কেন বাবা? যুবরাজকে পাওনি, কিন্তু তার তিনগুণ শোধ হ'য়েছে, যুবরাণীকে তো বন্দী করে এনেছ।

কাল। এনেছি। এক দিন ব্যাধের কুঁড়েয় এসে কাণমলা খেয়ে গিয়েছিল। হাঃ হাঃ! এখন বুঝবে—পরের স্ত্রীকে ঠাট্টা করার ফল কি! শোধ এই রকম ক'রেই নিতে হয়।

ভাঁড়ু। বেটাছেলের কাজই এই। বিশেষতঃ তোমার মত বীর—স্বনাম পুরুষং ধন্য! নইলে আর কারও উপর হ'লনা, তোমার উপরই বা মা'র দয়া হ'ল কেন? তুমি লোকটা কে! নিজেকে তো

চিন্‌তে পারলে না। এর মধ্যে দেশময় ধন্য ধন্য প'ড়ে গেছে! যেখানে তোমার কথা ওঠে, সেখানেই হাততালি, খালি হাততালি! বলে, জন্মেছিল বটে ব্যাধের ঘরে! আমি জানতুম বরাবর। তোমার বাবা ধর্ম্মকেতুকে দেখলেই মনে হতো যেন রাজার বাবা ; তার ছেলে তুমি—রাজা না হয়ে যায়!

কাল। বন্দী ক'রে এনেছি বটে যুবরাজের স্ত্রীকে, কিন্তু তাকে রেখেছি রাণীর মত। তারই দাসদাসী তার সেবা ক'রছে। তারই যোগ্য বাড়ীতে আছে। ওপারের লোক সব জানুক্ যে, আমরা ব্যাধ হ'লেও স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রাখতে জানি।

ভাঁড়ু। তা আর জানবে না? যখন রাজা হ'য়েছ তখন সকল বিজ্ঞতাই তো তোমার এসেছে। বন্দী ক'রে এনেছ তো অনেক—মায় নর্ত্তকীর দলকে দল, ভাল ক'রে তার একটু সদ্‌ব্যাভার কর। চিরকাল তো মহুয়া খেয়ে কাটিয়েছ, ওপারের মদ লাগলো কেমন বল তো? যুবরাজের ভাঁড়ারে ছিল— জালা—জালা।

কাল। তোফা মদ—চমৎকার! আর মহুয়া ভাল লাগেনা ; কই তোমার কলিঙ্গের মদ—নিয়ে এস।

ভাঁড়ু। এই যে মহারাজ, মদ আমি হাতের কাছে গুছিয়ে রেখেছি—আমার ঠিকে ভুল হবার যো নেই। ভাঁড়ুরামের হিসেব একেবারে চোস্ত।

[ভাঁড়ুরাম ইঙ্গিত করিল, একজন সুরাবাহক সুরাপাত্র আনিয়া দিল]

কাল। (পান করিয়া) গলার মধ্যে যেতে না যেতে রক্ত গরম ক'রে দেয়, খাসা জিনিস।

ভাঁড়ু। এ সব আপনারই যোগ্য। রাজা মহারাজার ঘর নইলে এমন জিনিস কোথায় পাবেন? সব সন্ধানই আমার জানা ছিল কিনা! তাই তো সরবরাহ হ'ল। ও এক রকম কি দেখছেন? ক'দিন ধ'রে তো চ'লছে, কত রকম বেরকমের দেখলেন বলুন দেখি?

কাল। ঠিক ঠিক। (আর এক পাত্র পান করিল) সব কি বলে?

ভাঁড়ু। শুধু কি বলে? আপনার নামে গান বেঁধেছে; আপনার ছবি এঁকে, তাতে ফুলের মালা পরিয়ে, শাঁক ঘণ্টা বাজায়, পূজো করে।

কাল। বটে? এ সব বড় বাড়াবাড়ি, সব বড় বাড়াবাড়ি। শাঁক বাজায়? ঘণ্টা বাজায়?

ভাঁড়ু। বাজাবে না? এর পর ঢাক পিটবে। (স্বগত) তারপরই বিসর্জ্জনের বাজনা! (প্রকাশ্যে) এবারে একটু ওপারের নাচ গান হ'ক্।

কাল। তা হ'ক্—ক্ষতি কি? বড় মোলায়েম নাচে—তাধিন্ ধিন্ তা—তাধিন ধিন তা।

ভাঁড়ু। এরপর তেরে কেটে তাক্ ক'রে ছেড়ে দেবে—ওরা সব এমন চিজ্ নয়! এই আমি ডেকে আন্‌ছি এখনি।

[প্রস্থান।

কাল। এ সব রাজাগিরির অঙ্গ। এতে দোষ কি? ফুল্লরা রাগ ক'রবে? রাগ করবার কি আছে? কোন অন্যায় কাজই তো আমি করিনি। কলিঙ্গের যুবরাজ আমার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছিল, আমাদের মেয়েদের, ফুল্লরাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, আমিও তার শোধ নিইছি! গরীবের উপর তো অত্যাচার করিনি? এই মদ?

মহুয়া খেতুম, না হয় এই মদ খাই। নাচ গান? দোষশূন্য আমোদ; চিরদিন কষ্ট ক'রেছি একটু আমোদ ক'রে নিই! ভাঁড়ুরাম একটা কথা ব'লেছে ঠিক্; এতো লোক থাক্‌তে আমার উপরই বা মায়ের দয়া হো'ল কেন? সে বলে—আমি নাকি শাপভ্রষ্ট! হবেও বা! ওকি? কে আসে? ফুল্লরা না? হ্যাঁ—সেই তো! এখানে এ বেশে কেন? আবার এ বেশে কেন? আঃ।—আবার সেই পুরাণো স্মৃতি!

(ব্যাধরমণীর বেশে ফুল্লরার প্রবেশ)

একি? তুমি এখানে কেন? আমায় ডেকে পাঠালেই হোত! আর এই বেশে? ছিঃ!

ফুল্লরা। (প্রণাম করিয়া) আমায় বিদায় দাও। আমি বিদায় নিতেই এসেছি।

কাল। বিদায়? সে কি? কোথায় যাবে তুমি?

ফুল্লরা। যেখানে ছিলুম; বনে।

কাল। বনে? কেন? কি হ'য়েছে তোর? তোর কি মাথা খারাপ হ'য়েছে?

ফুল্লরা। হবে। ব্যাধের ঘরে জন্ম, ব্যাধের মেয়ে, ব্যাধের স্ত্রী, মাথায় ক'রে মাংস বেচে খেতুম, আর্দ্ধেক দিন উপোস্ ক'রতুম, এখন রাণী হ'য়েছি। মাথা খারাপ হবেনা?

কাল। কিন্তু মার দয়ায় যখন—

ফুল্লরা। চুপ্ কর, মা'র কথা আর তুমি বলোনা। মাকে তুমি ভুলেছ;

তুমি নিজের পূর্ব্ব অবস্থা ভুলেছ ; যে ব্যাধ পেটের জ্বালায় মাটীতে শুয়ে সারারাত আকাশ পানে চেয়ে থাক্‌ত, যার নিঃশ্বেসে গাছের পাতা শুকিয়ে যেত, বনের পশুর পানে চাইলে যে ব্যাধের হাত থেকে ধনুক খসে প'ড়ত—সে ব্যাধ তুমি আর নেই। যে ব্যাধ চিরকাল অত্যাচার স'য়ে অত্যাচারী মানুষ দেখ্‌লে ক্ষেপে উঠ্‌ত'—সে সরল ধর্ম্মভীরু দুঃখী ব্যাধ তুমি আর নেই। তোমার সঙ্গে এখন আর আমার সম্বন্ধ কিসের ? সম্বন্ধ তো নেই-ই ; যে দুঃখের বাঁধনে দু'জনের প্রাণ এক সূতোয় বাঁধা ছিল, সে বাঁধন তুমি নিজের হাতে ছিঁড়েছ। এখন অত্যাচারী বড় লোকে, আর রাজা কালকেতুতে কোন তফাৎ নেই। আমি যে গরীব সেই গরীবই আছি, তোমার সঙ্গে আমার মিল্‌বে কেন ? আমায় বিদায় দাও, আমি আবার সেই পুরানো বনে পাতার কুঁড়ে বেঁধে বাস করিগে।

কাল। এ তুমি কি ব'লছ ? কোথায় আমার কি বদল হ'ল ? আমি কার উপর কি অত্যাচার ক'রলুম, আর আগের কথা ভুল্‌লুমই বা কি ?

ফুল্লরা। তুমি যুবরাজের স্ত্রীকে বন্দী ক'রে এনেছ ?

কাল। এনেছি।

ফুল্লরা। আমায় সে কথা বলনি কেন ?

কাল। বলিনি—বলিনি—

ফুল্লরা। ব'ল্‌তে সাহস হয়নি !

কাল। সাহস হবে না কেন ? তোকে ঠাট্টা ক'রেছিল, আমার অভিষেকের দিন তোকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল—শুধু তোকে নয়, আমার দেশের মেয়েদেরও,—মার দয়ায় কবজীর জোর ছিল ব'লেই তোদের

উদ্ধার ক'রতে পেরেছিলুম ; তারপর কলিঙ্গ আক্রমণ ক'রে তাদের দেশের রাণীকে ধ'রে এনেছি ! শুধু শোধ দেবার জন্যে—দেখাবার জন্যে যে, আমরাও পারি ! নইলে পাপের শাস্তি হবে কেন ?

ফুল্লরা। পাপের শাস্তি ! কি পাপ ক'রেছিল এই সব নিরীহ মেয়ে, কি পাপ করেছিল যুবরাজের স্ত্রী—যে, গরু ভেড়া ছাগলের মতন তাদের বেঁধে এনেছ ? আমরা মেয়ে—আমাদের যদি কেউ ধ'রে নিয়ে যায়, আমাদের ইজ্জৎ যাবার ভয়েই না তোমাদের অপমান ? আর তাদের দেশের মেয়েদের ইজ্জত নেই ? যারা পাপ ক'র্‌লে, তারা শাস্তি পেলেনা, সে অত্যাচারী যুবরাজের কিছু ক'রতে পার্‌লে না ; তাদের দেশের কতকগুলো লোককে মেরে কেটে তাদের মেয়েদের ধ'রে আন্‌লে !

কাল। তাতে দোষ হ'ল কি ?

ফুল্লরা। তা বোঝবার যে বুদ্ধি, যে প্রাণ, তা ভুলিয়ে দিয়েছে (মদের পাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল) এই মদে ! (সুরাবাহকের প্রতি ; যাও এখান থেকে, দূর হও।

[সুরাবাহকের প্রস্থান।

আর মহুয়ায় নেশা হয়না, মদ চাই ! নাচ্‌নাউলী নাচবে, গাইবে, আর বনের ব্যাধ কালকেতু রাজা হ'য়ে মেয়েমানুষের উপর অত্যাচার ক'রবে—তার প্রজার উপর অত্যাচার ক'রবে ! বনে সে পশু শিকার ক'রত, এখন বন কেটে নগর বসিয়ে সে মানুষ শিকার করবে, না ?

কাল। কেন, আমি কোন প্রজার উপর অত্যাচার করিছি এ কথা কে বলেছে ?

ফুল্লরা। কে ব'লবে ? আমি স্বচক্ষে দেখেছি; তুমি মনে কর আমি বাড়ীতে ব'সে ঘুমুই ? মাথায় পসরা নিয়ে দুদিন আগে যে পথে পথে মাংস বেচ্তে চেঁচিয়ে গলা ভাঙ্গত, আজও সে পথে পথে ঘুরে তোমার কীর্ত্তি দেখে বেড়ায়! শুন্‌বে ? দেখবে তোমার কীর্ত্তি ? আমি আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

কাল। এ কি ব'লছে সব ? মাথার ভেতর যে ধোঁয়ার মতন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। আমি অত্যাচারী হ'য়েছি ? মিথ্যে কথা। আমি মাকে ভুলিছি ? মিথ্যে কথা। মদ—মদ কৈ ? ভেঙ্গে ফেলেছে। এ অত্যাচার! বলা নেই, কওয়া নেই, এখানে এসে—কিন্তু না—না—যদি সত্য হয়, সে তো মন্দ কিছু বলেনি। তবে—তবে কি আমি পূর্ব্বের অবস্থা ভুলে গেছি ? ভুলে গেছি ? সে দারুণ কষ্ট কি ভোলা যায় ? মার সে অপার দয়া—আমার জন্যে মাথায় মোট তুলে নিয়েছেন—সে কি ভোলা যায় ? মিথ্যা কথা; আমি ভুলিনি—ভুলিনি। ফুল্লরা ভুল বুঝেছে, তাকে কে ক্ষেপিয়েছে।—আমার কোন দোষ নেই, মদ—মদ! ভাঁড়ুরাম কোথায় ?

(কতিপয় হাটুরিয়াকে লইয়া ফুল্লরার পুনঃ প্রবেশ)

একি! এরা কারা ? কাদের নিয়ে এসেছ ?

ফুল্লরা। এদের মুখে শোন—কারা এরা—কাদের এনেছি। তোমাদের কি বল্‌বার আছে বল।

১ম হাটু। রাজা, আমাদের পেন্নাম নাও। বড় সুখে থাকব ব'লে আমরা নিজের দেশ ছেড়ে তোমার দেশে এসেছিলাম, কিন্তু আর তো এখানে বাস ক'র্‌তে পারিনে।

কাল। কেন, কি হ'য়েছে ?

১ম হাটু। আমি তাঁতি, তাঁত বুন্‌তেম আর হাটে কাপড় বেচে খেতেম। আপনার মন্ত্রী দত্ত মশাই ফি হাটেই আমাদের কাছে একখানা ক'রে কাপড় নেন, বলেন—হাটের তোলা। কিন্তু তোলা মানুষে কত দেয়, কত দিতে পারে ? আমরা একদিন সবাই জোট বেঁধে বল্লাম যে, আমরা ফি হাটে তোলা দিতে পারবো না—বছরে একখানা ক'রে কাপড় দোবো। মন্ত্রী মশাই কোন ওজর শুন্‌লেন না, প্রথমে আমাদের ধ'রে পিট্‌লেন। সব্বাইকার হ'য়ে আমি আগে মাথা দিলেম, রুখলেম, বল্লাম এ অন্যায় আমরা সহ্য ক'রব না। মন্ত্রী মশাই সেপাই দিয়ে ধ'রে—এই দেখ রাজা—আমার দু'টো আঙ্গুলই কেটে দিয়েছে, যাতে আমি আর তাঁত বুনে না খেতে পারি ?

কাল। এ্যাঁ ?

২য় হাটু। আমি গয়লার ছেলে, ফিরি ক'রে দুধ বেচি। দত্ত গিন্নি দুধ লেয়—দাম দেয়না। বলে, তাদের এ লেহ্য পাওনা গণ্ডা। দু'চার দিন দেলাম, কিন্তু কাঁহাতক দেই ? একদিন পথ ভেঁড়িয়ে যাচ্ছি, ঐ দত্তর একটা শালা—গুণ্ডো পেছনতে এমন লাঠি হাঁকরালে, পা-খ্যান মোর হ্যাঁকেবারে জখম করে দেলে ! লড়ী না হলি আর চল্‌তি পারিনে।

৩য় হাটু। তার একটা রাঁড়ী বুন আছে, সেটা ষাঁড়ের মতন পথে পথে

ফেরে। আমরা কুমোর, কলিঙ্গে হাঁড়ী কলসী বেচতাম ; এ রাজ্যি খাজনা নেই, তোলা নেই শুনে আসলাম এখানে বাস করতি ; তা সে রাড়ীর তোলা যোগান দিইনি ব'লে, ইট মেরে পেরাই আমার ঝাঁকা শুদ্ধ হাঁড়ী কলসী ভেঙ্গে দেয়। গরীব নোক—দুঃখীর কথা কারেই বা কই? চখির জলে ভাসি!

২য় হাটু। আমাদের হাটে যাবার যো নেই, পথে বেরোবার যো নেই। যার যা জিনিস পায়, হুম্‌কি দিয়ে কেড়ে নেয়—বলে মুখীর পাওনা গণ্ডা।

কাল। ভাঁড়ু? ভাঁড়ু?

ফুল্লরা। দেখ, দেখ, কি সুখের রাজত্বই ক'রছ! যখন খেতে পেতুম না, পাঁচ কড়া কড়ির জন্যে হা হা ক'রে ছুটে বেড়িয়েছি, আঁজলা পুরে কাঁসাইয়ের জল খেতে, সে জল চোখের জলে নোন্তা হ'য়ে যেত তখন সামনের আকাশ পানে চেয়ে মনে মনে ব'লতুম—ওগো কেউ যদি দয়াময়ী দেবতা থাক, দয়া ক'রে আমাদের এ দুঃখ ঘুচিয়ে দাও। তখন তো ছাই জানতুম না—এই কড়ির কি গুণ? তা হ'লে কি এই বিষ কখনো দেবতার কাছে চাই? সাত ঘড়া রত্ন পেয়ে মন ওঠেনি, আংটী পেয়ে মন ওঠেনি,—গরীবের আকাঙ্ক্ষা কখনো মেটেনা, তখন যদি জানতুম, সে ঘড়ায় বোঝাই দুনিয়ার জঞ্জাল, আর সে আংটী কেবল পাপের ফাঁসি, তা'হলে করুণাময়ী মার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে ব'লতুম, "মা! গরীব ক'রেছ, গরীবই রাখ, তোমার অর্থ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমরা তোমার দয়া চাই, তোমার অর্থ ঐশ্বর্য্য চাই না। তখন যে ভুল ক'রেছি, তাই শোধরাতে যাচ্ছি বনে ; দেখি বনে ব'সে মাকে ডেকে এ বড়-মানুষী ঘোচে কি না?

হাটুরিয়াগণ। মা, তোমার মুখ চেয়েই যে আজও আমরা এখানে আছি ; তুমি বনে গেলে—আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

কাল। এই আমার রাজত্ব ? হায় হায়—শেষে এই আমার রাজত্ব হ'ল ? আমি যাকে বিশ্বাস ক'রে মন্ত্রী ক'রলুম,যে কথায় কথায় আমায় বলে—আমার রাজত্ব রাম রাজত্ব, বলে লোক আমার ছবি পূজা করে, সে আমায় লুকিয়ে, বাঁদরের মত ভুলিয়ে আমার দেশে এই অত্যাচার ক'রছে! আমি যে ভাঁড়ুরই কথায় ব্যাধের বেশ ছেড়ে এই পোষাক পরেছি ; আমার গলায়, মুক্তোর মালা, মাথায় রাজার মুকুট, আর—ওরে আমার গরীব ভাই, তোদের এই দশা! দূর হোক এ মালা, দূর হোক এ মুকুট ;—ওরে আয়, আয়, তোরা আমার বুকে আয়—সেই ব্যাধের বুক, (একজন হাটুরিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া) না—না আমি এখানে শুই তোরা আমার বুকে লাথি মার, লাথি মেরে আমার এই মাথাটা গুঁড়িয়ে দে। আমার বেঁচে কোন ফল নেই,—ওরে, আমি আর বাঁচ্‌তে চাই না—আর বাঁচ্‌তে চাই না।

১ হাটু। আরে রাজা। তুই এ কি ব'লছিস ? তুই আমাদের ভাল রাজা রে, আমাদের ভাল রাজা!

(কতিপয় ব্যাধের প্রবেশ)

১ম ব্যাধ। হাঁ, হাঁ, আমাদের কালু রাজারে—কালু রাজা! আমাদের ভুলে কত দিন এখানে লুকিয়ে আছিস ভাই ? আমরা তোকে খুঁজে পাই না। আরে তুই কোন্ বেটাকে মন্ত্রী ক'রলি ? সে যে দেশে

কাউকে বাঁচতে দিলে না। তোর ভয়ে, তোর মুখ চেয়ে আমরা কথাটী কইনা ; নইলে আমরা ব্যাধ, আমরা কি এ জ্বালা সই ?

(ভাঁড়ুরামের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। মহারাজ! মহারাজ!—(দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া স্বগত) ও বাবা! এরা সব এখানে কেন? এদের কে নিয়ে এল ?

কাল। এই যে ভাঁড়ু (ভাঁড়ুরামের হাত ধরিয়া) এদের চেন ?

ভাঁড়ু। না, এদের চিনবো কি ক'রে? এ সব ছোটলোক বেটাদের কে চিনে রাখে ?

১ম হাটু। এই যে চেহৃৎ ক'রে রেখেছে মন্ত্রী মশাই! এ আঙ্গুল যে কেটেছ তুমি। দেখ দেখি ভাল ক'রে, চিন্‌তে পার কি না ?

২য় হাটু। আর তোমার শালা আমায় খোঁড়া ক'রে দিয়েছে! শালা!

কাল। তোমায় বড় বিশ্বাস করেছিলেম, তার ঠিক শোধ দিয়েছ! যদি না দিতে তা হ'লে বলতুম্ তোমার জন্মের ঠিক নেই! আমি বিশ্বাস ক'রে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি গলায় ছুরী দিয়েছ, বিশ্বাস ক'রে আমার সিন্দুকের চাবি তোমার জিম্মায় রেখেছি, তুমি আমার বাক্স ভেঙ্গে সব লুটে নিয়েছ—তার পর এখন—? (ভাঁড়ুর ঘাড় ধরিল)

ভাঁড়ু। কতকগুলো ছোটলোকের কথা শুনে বিনা বিচারে আমাকে এই রকম অপমান করা কি মানুষের কাজ হ'চ্ছে ?

কাল। না, মানুষের কাজ এখনো হয়নি! তোমায় বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে

খুঁচিয়ে মারব, না তোমার চোখ দুটো কাণা ক'রে দেব—তুমি বেঁচে থেকে তোমার বেইমানীর ফল ভোগ ক'রবে ?

ব্যাধগণ। ওকে আমাদের কাছে দে, আমরা ওকে গাছে টাঙ্গিয়ে আগুন দিয়ে পোড়াই !

ভাঁড়ু। অ্যাঁ বলে কি ? ওরে বাবারে, জ্যান্তে আগুন দেবে কি ? ম'লে আগুন দেবে মনে ক'রলেই আঁতকে উঠি, এ জ্যান্তে পুড়িয়ে মা'র্‌বে ? দুজনে খুড়ো ভাইপো সম্পর্ক, একেবারে প্রাণে মারিস্‌নি বাবা, তোর পায়ে পড়ি ; (ফুল্লরার প্রতি) হেই মা খুড়ী, তোর পেটের বেটা আমি, পেটের বেটা,—ম'রে গেলে যে আর বাঁচবনা মা ; এই নাক কাণ ম'লছি, আমায় ছেড়ে দে, পালিয়ে বাঁচি।

ফুল্লরা। যাক্, ওকে মেরে কাজ নেই, ছেড়েই দাও। ওরা যেমন আছে, ওদের আলাদা থাক্, ওরা ভদ্দর মানুষ, ওদের নিজের দেশে নিজের দলে তেমনি যা ইচ্ছে ক'রে বেড়াক্। আমাদের সঙ্গে ওদের জাতের তফাৎ, রঙ্গের তফাৎ, ওদের সঙ্গে মিশে আমাদের আর ভাল হ'য়ে কাজ নেই। দাও ওকে ছেড়ে দাও—ও আপনার দেশে চ'লে যাক্।

ভাঁড়ু। হাঁ হা, এই এতক্ষণ পরে মা খুড়ীর মতন কথা ক'য়েছ ! তেলে জলে মিশ থাবে কেন ?—ছেড়ে দাও বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে যাই !

কাল। ছেড়ে তোমায় দেব ; কিন্তু অমনি ছেড়ে দেব না—কিছু শাস্তি তোমায় নিতেই হবে। (জনৈক ব্যাধের প্রতি) একে নিয়ে যাও ; একে পাঁচচুলো ক'রে কামিয়ে, এর মাথায় ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে, নিজের দেশে পাঠিয়ে দাও।

১ম হাটু। শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ আর রোগের শেষ না রাখাই ভাল। ম'লে দেশ জুড়োত, আমরা জুড়োতেম ; বেঁচে থাক্‌লে আবার কার সর্ব্বনাশ ক'রবে কে জানে ?

২য় ব্যাধ। না, না, আমাদের রাণী ব'লেছে—ওকে ছেড়ে দে, ওকে ছেড়ে দে।

১ম ব্যাধ। তবে ভাল ক'রে সাজিয়ে ছেড়ে দেব। (ভাঁড়ুকে ধরিয়া) চল্ ভাঁড়ু, চল্।

ভাঁড়ু। (স্বগত) বেটারা দিন পেয়েছ ব'লে নিচ্ছ। আচ্ছা, আমিও যদি হরিদত্তের বেটা, আর জয়দত্তের নাতি হই, এর শোধ নেবই নেব। ফুল্লরা আবার মাংস মাথায় ক'রে হাটে হাটে বেচবে—তবে এ অপমানের শোধ হবে !

কাল। যাও—একে নিয়ে যাও। (হাটুরিয়াগণের প্রতি) তোমরা যাও ভাই, তোমাদের উপর আর কোন অত্যাচার হবে না।

সকলে। রাজা তোমার জয় হোক !

[ভাঁড়ুকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

কাল। ফুল্লরা, আমায় মাফ কর্। আমি বুঝতে পারিনি। আজ থেকে, তুই যদি ব্যাধিনী আমিও ব্যাধ। অন্যায় ক'রেছি—কলিঙ্গের রাণীকে ধ'রে এনেছি। তাকে মার মতন পূজো ক'রে, দাঁতে কুটো ক'রে তার কাছে মাফ্ চেয়ে, চল্ এখনি তার দেশে পাঠিয়ে দিই। তোকে এখন বিদেয় দেব কি ? বিদেয় দেব যখন ম'রব—তখন !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিঙ্গ—প্রাসাদ

যুবরাজ। ভয়ে—ভয়ে—! তোমরা নিশ্চয় জেন'—বেটা ব্যাধ ভয়ে সমারোহ ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছে। জানে তো কলিঙ্গের রাজা আমি, আমার প্রতাপ! আমার রাণী,—কখনো বন্দী ক'রে রাখতে পারে? কিন্তু আমার এখন কি করা উচিত? ঘরে ঠাঁই দেব না তাড়িয়ে দেব? ব্যাধের রাজ্যে বাস করে এসেছে ক'দিন।

১ম সভা। শুধু দিন নয়—সঙ্গে সঙ্গে আবার রাত্রি—ক' রাত্রি! রাত কাটানো বড় দোষ। আমার পিসী প্রায়ই আমায় বল্‌তো।

যুবরাজ। তাহ'লে এখন কর্ত্তব্য?

১ম সভা। বোঝবার যো নেই। কর্ত্তব্য এ পর্য্যন্ত কেউ বোঝেনি,—কখনো বোঝা যায়না।

সভাসদগণ। ঠিক ব'লেছ, ঠিক ব'লেছ! কর্ত্তব্য কখনো বোঝা যায়না। ওটা বড় গোলমেলে!

যুবরাজ। কিন্তু এখন তো বুঝতে হবে। শুনলে তো মহাপায়া দাঁড়িয়ে আছে অন্দরের ফটকের সামনে। এখন সে ফটক খুলি—না বন্ধ করি?

১ম সভা। ও খুলেও কাজ নেই, বন্ধ ক'রেও কাজ নেই! যেমন আছে তেমনি থাক। আমার পিসী ব'লতো ও খুললেও দোষ, বন্ধ ক'র্‌লেও দোষ!

যুব। আর মহাপায়া? তার মধ্যের বস্তু?

১ম সভা। আমার পিসী আমার মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবে চৌকাট ডিঙ্গুতে দিত।

যুবরাজ। কিন্তু এ যে রাণী! কলঙ্কের কথা। আচ্ছা জব্দ ক'রেছে শালা ব্যাধ। গেলুন এক কাজ ক'রতে হ'য়ে গেল উল্‌টো। আমার এ সৈন্য বেটারা কোন কাজের নয়। বুনো ব্যাধেরা আমার রাজ্যে এসে—

১ম সভা। রাণীকে রাণী লোপাট!

২য় সভা। তাতো ক'রবেই। ভাল জিনিস পেলেই লোকে লোপাট করে।

১ম সভাসদ। আপনাকে নিয়ে গিয়ে যদি আবার ফিরিয়ে দিত কোন দোষই হোতনা—কিন্তু এতো নিন্দে হবারই কথা—এ যে রাণী! আমার পিসী ব'লতো পুরুষ সোনা, আর মেয়েমানুষ রাংতার চিবি, ও ক'লুঙ্কেই আছে!

যুবরাজ। তাহ'লে অন্দরের দরজা বন্ধই থাক। (প্রতিহারীর প্রতি) যাও, রাণীকে বলগে আমার অন্দরে শিবিকার প্রবেশ নিষেধ

প্রতিহারী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

যুবরাজ। কি হে, বিচার ঠিক হ'য়েছে?

সভাসদগণ। আপনার পছন্দ হ'লেই হয়েছে! আপনি যখন বিচারকর্ত্তা।

১ম সভা। ধর্ম্ম বজায় রইল! আমার পিসী বলতো আগে ধর্ম্ম তারপর কর্ম্ম!

মন্ত্রী ও পুরোহিতের প্রবেশ

মন্ত্রী ও পুরোহিত। যুবরাজ রক্ষা কর, রক্ষা কর, একি আদেশ দিয়েছ তুমি ?

যুবরাজ। নাঃ—আবার জ্বালাতন ক'রতে এসেছ তোমরা! কেন, কি আদেশ দিইছি ?

মন্ত্রী। আমাদের বৌ-রাণী—ব্যাধরাজা যাঁকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে—দয়া ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাঁকে আপনি বিনা দোষে পুরী প্রবেশ ক'রতে দিচ্ছেন না ? তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

১ম সভা। রাত কাটিয়ে ফিরে এলেন কি না! আমার পিসী ব'লত—

পুরোহিত। চুপ কর মূর্খ! যত নীচ সঙ্গী জুটেই সোনার রাজাটা ছারেখারে দিলে! দেশের অভিশাপ—এই সব চাটুকারের দল! কুকুর বিড়ালের চেয়েও হীন! তারা শুধু পা চাটে—পায়ের তলায় প'ড়ে থাকে,—পাতের এঁটো কুড়িয়ে খায়; এরা চ'ড়ে বসে মাথায়, খায় একপাতে—আর ভিটেয় ঘুঘু চরায়।

যুবরাজ। আমার সামনে—এদের এমনি ক'রে অপমান ? দেখ আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকবেনা; তখন হয়তো কোতল!

১ম সভা। ঐ দেখুন—ঐ দেখুন—

মন্ত্রী। দেখ, অনেক সহ্য ক'রেছি। আমাদের মহারাজের ছেলে ব'লে এত অত্যাচারেও কোন কথা কইনি। দয়া ক'রে এখনো তোমায় যুবরাজ বলি, সিংহাসনে ব'সতে দিই! তুমি জান তোমারি সামনে মহারাজ এ রাজ্যের শাসন ভার দিয়ে গেছেন প্রজার উপর। কিন্তু রাজভক্ত প্রজা প্রাণপণে চেষ্টা ক'চ্ছে, যাতে মহারাজ ফিরে এসে আবার

সিংহাসনে বসেন। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, সেই সুযোগেই ব্যাধের দল রাজ্য আক্রমণ করে; কাপুরুষ তুমি তোমায় হারিয়ে দিয়ে আমাদের রাণীকে বন্দী ক'রে নিয়ে যায়। এও তোমারই কার্য্যের ফল। তুমিই আগে ব্যাধের রাণী ফুল্লরাকে বিনা কারণে বেঁধে এনেছিলে। এখন তারা—আমাদের রাণীকে ফিরিয়ে দিয়েছে, আর তুমি বাহাদুরী ক'রে তাঁকে তাড়িয়ে দেবে?

যুবরাজ। আরে পাজি ধমকায়! ভারি সিংহাসনে ব'সেছি। তাড়িয়ে দেব আমার স্ত্রীকে, তোমাদের কি?

পুরোহিত। তোমার স্ত্রী, আর আমাদের মা! আজ যদি মহারাণী থাকতেন, তাহ'লে একথা উচ্চারণ ক'রতেও তোমার সাহস হোতনা। কিন্তু যাক্ সে কথা। উপস্থিত সমস্ত প্রজার হ'য়ে আমরা তোমায় ব'লতে এসেছি—আমরা প্রাসাদের দরজা ভেঙ্গে আমাদের বৌ-রাণীকে তাঁর ঘরে স্থান দেব।

মন্ত্রী। আজ থেকে রাজপ্রাসাদ প্রজার অধিকারে—।

[উভয়ের প্রস্থান।

যুব। দেখছি সাবেক দল ক্রমশ প্রবল হ'য়ে উঠছে।

১ম সভা। নইলে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে অমন ছিনিমিনি খেলে! আপনি হ'লেন রাজা, আর ওরা দরজা ভেঙ্গে তাঁকে ঘরে ঠাঁই দিতে গেল। আমার পিসী ব'লতো—মা বিঁয়োল না বিঁয়োল মাসী—আর ঝাল খেয়ে মোল' পাড়া পড়সি!

যুবরাজ। মন্ত্রী আর ঐ পুরুত বেটাকে সেই সময় খতম ক'রলেই হোত! প্রজারা ওদের বড্ড বাধ্য ব'লে তখন কিছু বলিনি। বেটারা সব

ষড়যন্ত্র ক'রেছে, চেষ্টা ক'চ্ছে বাবাকে ফিরিয়ে আন্‌তে। এ সময় কি করা উচিত?

(ভাঁড়ুরামের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। মহারাজের জয় হোক!

যুবরাজ। একি ভাঁড়ুরাম কোথা থেকে?

ভাঁড়ু। জানেন তো আপনাদের কাজেই ছোটলোক ব্যাধের চাকরী নিইছিলুম। বুড়ো মহারাজ ব'লেছিলেন সন্ধান নিতে, এতদিন সন্ধান নিচ্ছিলাম।

সভাসদগণ। আরে আমাদের ভাঁড়ু ফিরেছে, ভাঁড়ু ফিরেছে।

যুবরাজ। তারপর ভাঁড়ু, নেড়া হ'য়ে ফিরলে কেন? ব্যাপারখানা কি?

ভাঁড়ু। বুনোদের সঙ্গে থেকে থেকে মাথায় উকুন হইছিল রাজা, তাই ওপার থেকেই মাথা কামিয়ে দেশে ঢুকলাম।

যুবরাজ। ছিলে ভাঁড়ু, হ'লে নেড়ু! কিন্তু নেড়ু, আমার যে এদিকে বড় বিপদ! প্রজারা বিদ্রোহী, পুরোন মন্ত্রি সেনাপতি বিদ্রোহী, বুড়ো বাবাকে আবার বন থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ক'রছে। আমার রাজত্ব তাদের পছন্দ হ'চ্ছেনা।

১ম সভা। রাণীকে ব্যাধেরা বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, মহারাজ ব'ল্লেন তাঁকে অন্দরে ঢুক্‌তে দিওনা। প্রজারা সব জোর ক'রে তাঁকে প্রাসাদে তুল্লে।

যুবরাজ। ব্যাধ বেটারা হারিয়ে দেবার পর থেকে আর কেউ গ্রাহ্যই করেনা।

ভাঁড়ু। সব দুরস্ত ক'রে দেব রাজা, সব দুরস্ত ক'রে দেব, কিছু ভাবতে হবেনা। ব্যাধেরা বড্ড হারিয়েছে না? এবার কড়ায় গণ্ডায় তার শোধ দেবার সময় এসেছে। বাবা, হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না! এ

ফাঁকা হুমকী নয়, হরিদত্তের বেটা আমি জয়দত্তের নাতি,—আমি ঐ শালা কালকেতুকে আবার হরিণের ছড় বেচাব, ফুল্লরাকে রাস্তায় রাস্তায় নাচাব—তবে জানবো আমার সদ্বংশে জন্ম।

যুব। কি বল্‌ছো ভাঁড়ু, কি ব'লছো ?

ভাঁড়ু। আর অস্ত্র ধ'রে লড়াই নয়, যাব, ধ'রবো, বাঁধবো—নিয়ে এসে কারাগারে পুরবো—বাস্—খতম !

যুবরাজ। তুমি ক্ষেপলে নাকি ?

সভাসদগণ। আরে ভাঁড়ু ক্ষেপেছে, ভাঁড়ু ক্ষেপেছে।

১ম সভা। আমার পিসী ব'লতো—পাগলের ওষুধ হ'চ্ছে সোনা ব্যাঙের ঝোল !

সকলে। দাও ভাঁড়ুকে সোনা বেঙের ঝোল খাইয়ে দাও—সোনা বেঙের ঝোল খাইয়ে দাও।

ভাঁড়ু। কে কাকে খাওয়ায়—দেখিয়ে দেব যাদু ! মন্ত্রীগিরি ক'রলেই হয়না ? রাজা,—কত সৈন্য আছে—আপনার তাঁবে, কত সেপাই আমার সঙ্গে দিতে পার ?

যুবরাজ। কেন বল দেখি !

ভাঁড়ু। যোগাড় আছে, যোগাড় আছে। রাজা, ভারি মজা, ভারি মজা। বেটা ব্যাধ আপনার ফাঁদে আপনি প'ড়েছে,—বাবা বাঘ মারা ফাঁদ ! বেরোবার যো নেই। ফুল্লরাকে পাবে, ব্যাধের রাজ্যটা পাবে, তোমারও সিংহাসন কায়মী হবে, এক বেটা শত্রুও থাকবেনা ; সব কচুকাটা ! বেশী নয় পাঁচশো সেপাই আমায় দাও—আমিই ফতে ক'রে দিয়ে আসছি।

যুব। বল কি ? তুমি—লড়াই ক'রতে শিখেছ নাকি ?

ভাঁড়ু। এতদিন ধ'রে নুণ খেইছি,—তার শোধ দিয়ে যাই ! লড়াই ক'রতে হবেনা। তারা থাকবে দাঁড়িয়ে, আমরা কেবল—তরোয়াল খুলে—সাফ—একেবারে সাফ ! কাল অষ্টমী মঙ্গলবার, কাল বেটাদের চণ্ডী পূজো ! আহা মা, দয়াময়ী মা ! কাল তারা কেউ অস্ত্রে হাত দেবেনা, হিংসে ক'রবেনা। বেশী নয়, পাঁচশো লোক আমায় দাও—আমি একবার ভাল ক'রে কৈফিয়ৎ কেটে দিয়ে আসি।

যুব। ভাঁড়ু, ভাঁড়ু, কোল দাও, কোল দাও, তুমি ছিলেনা—কলিঙ্গ অন্ধকার হ'য়েছিল। পাঁচশো কেন ? হাজার সেপাই তোমায় দিচ্ছি ! নিয়ে এস কালকেতুকে বেঁধে, নিয়ে এস ফুল্লরাকে বেঁধে, তারপর আমি এ দিকে দেখে নিচ্ছি !

ভাঁড়ু। ভাঁড়ুরাম, ওঠ, জাগো, এইবার তোমার অপমানের শোধ নাও ! বেটা ব্যাধ ! চেননা—আমাদের ভদ্দর লোকদের ! এবার দেখ কত ধানে কত চাল !

সকলে। জয় ভাঁড়ুরামের জয় ! ভাঁড়ুরামের জয় ! যাদের ভাঁড়ু আছে তাদেরই জয়।

যুব। চল—চল—আমার মন্ত্রী ভাঁড়ুকে নিয়ে ফুর্ত্তি করিগে চল ! আর কাকে ভয় ?

১ম সভা। আমার পিসী বল তো—যাদের ভাঁড়ুরামের মত মন্ত্রী আছে, আর আমাদের মত তুষ্টিরাম আছে।—তাদের যমেও ছোঁয়না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালকেতুর পূজাবাটী

সম্মুখে প্রাঙ্গণ—পশ্চাতে পূজামন্দির। মন্দিরে দেবীমূর্ত্তি

[কালকেতু ও ফুল্লরা পূজাবেশে।]

ফুল্লরার গীত

ব্যথার বোঝা নামিয়ে নে মা, আর পারিনে বইতে তারে ;
দিনে দিনে ভেঙ্গে পড়ি মরম ভাঙ্গা ব্যথার ভারে।
আছে কলস-ভরা নয়ন বারি, পা ধুয়াতে জলের ঝারি,
হা-হুতাশের পাত্র অর্ঘ্য নিত্যপূজার উপচারে।
হৃদয়-তাপের জ্বেলে বাতি, আরতি করি দিনরাতি;
ঝুলিয়ে দেব কণ্ঠে মা তোর, জীবন-ডালার পুষ্পহারে!

[গীত অন্তে ফুল্লরার প্রস্থান।

কালকেতু। মা, মূর্খ ব্যাধ, বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, ধর্ম্মের মর্ম্ম জানি না। ভক্তিরও ধার ধারি না, বনে বনে পশু হিংসা ক'রে বেড়াতেম, তুই নিজ গুণে দেখা দিয়ে আমায় উদ্ধার ক'রলি ; কিন্তু আমি ঐশ্বর্য্য পেয়ে তোকে ভুললুম,—তোর দয়া ভুললুম, এমনি অকৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু তবু মা—আমি ছেলে তুই মা, এই আমার ভরসা! আশীর্ব্বাদ কর্ মা, আশীর্ব্বাদ কর্, যতক্ষণ নিঃশ্বাস প'ড়বে যেন আর তোকে না ভুলি।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। কি খুড়ো চিনতে পার ? তুমি তাড়িয়ে দিয়েছিলে, কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান বাবা ; শুনলুম মার পূজো ক'রছ, খুব ধূমধামের পূজো, আর থাকতে পারলুম না—মাকে প্রণাম ক'রতে এলুম।

কাল। বলবার কিছু নেই ; এস, মাকে প্রণাম কর, মার কাছে ভিক্ষে চাও, যেন মনের কালি দূর হয়।

ভাঁড়ু। মনের কালি দূর করবার জন্যই তো এসেছি ; বাবা ; শুধু কি একা এসেছি, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসেছি ; পাঁচ-চুলো ক'রে মাথাটা হাল্‌কা ক'রে দিয়েছিলে, এবার মনের বোঝাটা হাল্‌কা করে দাও।

কাল। কি ব'লছ ভাঁড়ু ? তোমার কথার ভাব তো আমি বুঝতে পাচ্ছি না ; আবার কি সর্ব্বনাশ ক'রতে এসেছ ?

ভাঁড়ু। জলের মতন বুঝবে—কেন এসেছি। তোমার সুখে থাকতে ভূতে কিলুলো, শেষটা আমার দোষ দিও না বাবা।

(প্রথম ব্যাধের প্রবেশ)

ব্যাধ। একি রাজা ! এটা আবার আমাদের এখানে এল কেন ? শুধু এ একা নয় ওর সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌ছি অনেক সেপাই ওপার থেকে এ পারে এসেছে ; সমস্ত ব্যাধ মায়ের পূজা ক'রছে, এ সময় এ সব চোরের আমদানি কেন ?

ভাঁড়ু। পূজো দেখ্‌তে, সব পূজো দেখতে ! জাঁকের পূজো, পাঁচজনে দেখবো না ? তাই ওপার থেকে সব ডেকে এনেছি।

কাল। এ কি জঞ্জাল! আমরা নিশ্চিবাদে নিজের ঘরে পূজো ক'র্চ্ছি তাতেও বাধা। ওপার থেকে সেপাই নিয়ে এসেছ, পূজো দেখতে এর মানে?

ভাঁড়ু। সব জিনিসের কি আর মানে হয় বাবা! তা হ'লে আর ভাবনা কি? যখন বনের মাঝে ঘড়া ঘড়া টাকা পেয়েছিলে, তখন কি তার মানে খুঁজেছিলে? এর মানে হ'চ্ছে, (ইঙ্গিত করিবামাত্র কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ) এই কালকেতু, বিদ্রোহী ; একে বাঁধো!

সৈন্যগণ অগ্রসর হইল]

১ম ব্যাধ। খবরদার! কি মনে ক'রেছিস তুই ভাঁড়ুরাম? আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের রাজাকে বাঁধবে ওপারের কতকগুলো সেপাই! আমরা যখন ম'রব, একজনও থাকবো না—তখন আসিস বাঁধতে, এখন নয়।

ভাঁড়ু। (সৈন্যদের প্রতি) তোমাদের কাজ তোমরা ক'রে যাও যে বাধা দেবে, তাকে সাফ্।

১ম ব্যাধ। সর্দ্দার?

কাল। মুখের দিকে চাচ্ছিস্ কেন? কি উত্তর দেব? কি উত্তর দেব? কিছু যে বুঝতে পাচ্ছি না মা—মা—

ভাঁড়ু। দাঁড়িয়ে রইলে যে? বাঁধ (কালুর প্রতি) দু'জন নয়, দশজন নয়, হাজার সেপাই এতক্ষণ গুজরাট ছেয়ে ফেল্লে। সব হাতিয়ার বন্দ ; গোল করতো এ দেশের একটা প্রাণীও থাক্‌বে না।

১ম ব্যাধ। কে কোথায় আছিস্ আমাদের জাতভাই' চ'লে আয়, চ'লে

আয়, সেপাই, লুটতে এসেছে—সেপাই, লুটতে এসেছে, আমাদের রাজাকে বাঁধতে এসেছে।

(বহু ব্যাধের প্রবেশ)

কাল। ওরে আজ যে মার পূজো, আজ যে অষ্টমী! ভাঁড়ু, আমায় বাঁধতে এসেছিস, আমার দেশ লুটতে এসেছিস্ আজ—আজ? তোকে মন্ত্রী ক'রেছিলুম—ঠিক্ শোধ দিইছিস, ঠিক শোধ দিইছিস,—বাঃ—বাঃ—! এমন নইলে নেমকের চাকর। ধরসন্ধানী সয়তান (মারিতে গেল,—কিন্তু ফিরিয়া) না—না—কিছু বলবার যো নেই—আজ যে হিংসে ক'রতেও মানা! অস্ত্র ধরবো না—হিংসা করবো না—বাঁধ—ভাঁড়ু আমায়—বাঁধ্; যেখানে ইচ্ছে নিয়ে চল্,—মার্ কাট্—। আজ কোন কথা ব'লবো না, আজ তোরই জয় জয়কার! তোরই জয় জয়কার!

ভাঁড়ু। সেই জন্যেই তো আজ এসছি বাবা! আহা! মা আমার প্রত্যক্ষ! ঐ যে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রণাম মা, প্রণাম; জাগ্রতদেবী! কালী-করুণাময়ী! (সেপাইদের প্রতি) আর কেন? শেকল বার কর।

(সিপাইরা কালকেতুকে বাঁধিল)

১ম ব্যাধ। সর্দ্দার! তোর অষ্টমী, তুই মানবি। আমরা ব্যাধ আমরা কেন তা মান্তে গেলুম! (ভাঁড়ুর ঘাড় ধরিয়া পাজী)—হারামজাদ—

ভাঁড়ু। এঁ্যা, এঁ্যা, জিভ্ বেরিয়ে গেল বাবা। এই ধর্ (সেপাইদের প্রতি) শালাকে রোখ্।

কাল। (ব্যাধের প্রতি) ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ওটা কুকুর—ওটাকে ছেড়ে দে। ওরে মা'র নিষেধ, আজ অস্ত্র ধ'রতে নাই, হিংসে ক'রতে নেই; ছেড়ে দে ভাই—তোর পায়ে পড়ি ওকে ছেড়ে দে—মা'র কথা রাখ।

১ম ব্যাধ। (ছাড়িয়া দিল) তবে কি ক'রবো, কি ক'রবো?

কাল। সহ্য কর। মার মুখ চেয়ে সহ্য কর, আজ আর করবার কিছুই নেই।

২য় ব্যাধ। তোর না থাকে থাক্! আমরা তোর কথা শুনবো না। আমরা লড়াই ক'রবো।

কাল। বেশ, যদি আমার কথা না শুনিস্ নে, অস্ত্র ধর—অস্ত্র ধর—আর সেই অস্ত্র আগে আমার বুকে বসিয়ে দে; তারপর—তোদের যা ইচ্ছে করিস্, কেউ বারণ ক'রতে আসবে না; কিন্তু যতক্ষণ আমি বেঁচে—যদি তোরা ব্যাধের বেটা ব্যাধ হোস্, যদি জানোয়ার পয়দা না হোস্—জবান—যা একবার দিইছিস্ তা ফিরিয়ে নিস্‌নে। মার নামে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিস্, পুরুষ বাচ্চা—জবান ঠিক রাখিস—কথার ঠিক রাখিস্; তাতে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে পড়ুক,—এক জায়গায় খাতির জমা থাক্‌বো। মা আমাদের বাজ মাথায় পেতে নেবে।

ভাঁড়ু। ঠিক ব'লেছ খুড়! ধর্ম্মজ্ঞান টনটনে! আমি যাই, একবার খুড়ীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, (সৈন্যের প্রতি) এই তোরা জনকতক আমার সঙ্গে আয়।

[কতিপয় সৈন্যের সহিত প্রস্থান

১ম ব্যাধ। রাজা—এ যে অন্দরে চল্‌লো?

কাল। আজ সদর নেই, অন্দর নেই,—মান নেই, ইজ্জত নেই,—আজ

কেবল কালকেতু আছে—আর তার এই মা আছে! ওই যে মা, হাসছে! হাসছো পাষাণি, হাসছো? হাস'; আমিও তোরি বেটা; এই বুককে পাষাণ ক'রে রেখেছি! দেখি, কতক্ষণ হাস্‌তে পারিস্‌! দেখি ও চোখ দিয়ে জল ঝরে কি না?

১ম ব্যাধ। আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো—আর তোকে বেঁধে নিয়ে যাবে?

২য় ব্যাধ। আমাদের দেশ লুটবে—সবাইকে মারবে, কাটবে। আমাদের মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট ক'রবে?—

কাল। সর্দ্দার বলিছিস, রাজা বলিছিস—যদি কথার কথা না হয়—আমি যা করি তাই কর্‌। শুধু—দাঁড়িয়ে দেখ; দাঁড়িয়ে দেখ্‌।

(ফুল্লরাকে বাঁধিয়া লইয়া ভাঁড়ু ও সিপাইগণের পুনঃ প্রবেশ)

ফুল্লরা। রাজা!

কাল। ফুল্লরা!

২য় ব্যাধ। আমরা চ'লে যাই; আমরা চ'লে যাই, এ আমরা দাঁড়িয়ে দেখতে পারবো না।

১ম ব্যাধ। ভাঁড়ু! তোর পায়ে পড়ি আমাদের আগে কেটে ফেল্‌—আগে কেটে ফেল।

ভাঁড়ু। দাঁড়া না, ব্যস্ত কেন? আগে মোষ বলি হোক্‌, তারপর—হবে বৈকি? ছাগল, ভেড়া কিছু বাদ যাবে না। মহা-অষ্টমী—খুব সমারোহেই মা'র পূজো হবে। জয় মা! সাক্ষাৎ জননী! কালী কৈবল্যদায়িনী। দয়াময়ী মাগো। (প্রণাম)

ফুল্লরা। ভাঁড়ু, একদিন তোমায় এরা মারতে গিয়েছিল, আমি বারণ ক'রেছিলুম। নইলে সেই দিনই তোমার শেষ হ'য়ে যেত। সে কথা মনে ক'রে একবার—আমায় ছেড়ে দাও। একবার মাকে প্রণাম ক'রে আসি। একবার স্বামীকে প্রণাম করি। পায়ের ধূলো নিই!

ভাঁড়ু। আহা! কি মা'র উপর ভক্তি! কি স্বামীর উপর ভক্তি! চল খুড়ী—পায়ের ধূলো কলিঙ্গে গিয়ে নেবে। এই নিয়ে চল্। তারপর এদিকের ব্যবস্থা আমি সব ক'রছি।

কাল। চল। আয় ফুল্লরা, ভয় পাস্নি; যে মা ব্যাধের কুঁড়েয় আপনি এসে দশভুজা হ'য়েছিলেন সেই মাকে বুকের মধ্যে পুরে চল্—দেখি, যে মা দশ হাতে সম্পদ দিইছিলেন, সেই মা আবার—দশ হাতে বিপদ তুলে নেন কি না!

ফুল্লরা। মা, করুণাময়ী মা, একি তোমায় ভুলবার প্রায়শ্চিত্ত। এত কঠিন,—এত কঠিন!

[ভাঁড়ু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভাঁড়ু। মঙ্গল অষ্টমী—না—মঙ্গলচণ্ডী! তোমার মত মঙ্গল ভাঁড়ুর—আর কেউ কখনো করেনি মা! তোমারি জয়। এই রকম একটু আধটু মনে রেখ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বন

কৌষিক বসনে রাজা, মন্ত্রী ও পুরোহিত

মন্ত্রী। যুবরাজ কিছুতেই সম্মত হন্‌নি। আমরা জোর ক'রে বৌ-রাণীকে প্রাসাদে স্থান দিইছি।

পুরোহিত। মহারাজ, পুত্রের উপর অভিমানে রাজ্য ত্যাগ ক'রে এসেছেন, কিন্তু কলিঙ্গে যে আপনার সহস্র সহস্র পুত্র—আপনার অপেক্ষায় র'য়েছে। এ সময়—আপনি যদি না যান, না দেখেন, কলিঙ্গ এর পর—ব্যাধের রাজ্য হবে।

রাজা। একি বন্ধন! আমি—ত্যাগ ক'রলেও সংসার আমায় ত্যাগ ক'রতে চায় না! আমার কুলবধূকে ব্যাধেরা বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল? আমিই চ'লে এসেছিলেম, কিন্তু প্রজা, সৈন্য, রাজ-ভাণ্ডার—কিছুই তো সঙ্গে আনিনি।

মন্ত্রী। মহারাজ, এর উত্তর নেই, কি ব'লবো? নায়কশূন্য দেশ,—সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা। একে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রতে পারে এমন শক্তিধর কৈ? কোন উপায় না দেখেই আমরা আপনাকে আবার নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। প্রজার আবেদন,—মহারাজ, মুখতুলে চান, দয়া করুন—স্বদেশ রক্ষা করুন, প্রজা রক্ষা করুন।

রাজা। আমি যে আশ্রমে এসেছি, যে বেশ প'রেছি—তাতে আর অস্ত্র ধ'রতে পারি না। তোমরা ফিরে যাও, যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়—দেশ থাকবে,—নচেৎ পৃথিবীতে কোন শক্তিধর নেই—যে তাকে রক্ষা ক'রতে সমর্থ হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। আর আমি মহারাজ নই! যদি মহারাজ হ'তেন সিংহাসন ত্যাগ ক'রে বনে আসতুন না।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। তুমি মহারাজ, চিরদিনই তুমি মহারাজ! রং করা কাপড় পরলেই কি আর অভিমান যায়? তার যো কি? তুমি শুধু মহারাজ নও, ভাগ্যবান মহারাজ।

রাজা। ভাগ্যবান তাতে আর সন্দেহ কি! ভাগ্যবান নইলে পুত্র মত্তপায়ী হয়? অত্যাচারী হয়?—ব্যাধে আমার পূজা পণ্ড করে? আমার কুলবধূকে বন্দী ক'রে নিয়ে যায়? আমি রাজা হ'য়ে কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হই? ব্রাহ্মণ, কে আপনি জানিনা। আমাকে উপহাস করবার অধিকার আপনার আছে কিনা তাও জানি না। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

নারদ। স্বস্তি। মহারাজ! আমি কি আপনাকে উপহাস ক'রতে পারি? উপহাস করিনি, সত্যই ব'লেছি, আপনি ভাগ্যবান! যার রাজ্যে মা স্বইচ্ছায় প্রকট হন—তার চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে জানি না!

রাজা। যদি তাই হয়, তবে আমার রাজ্যের এ দশা কেন?

নারদ। অভিমানে অন্ধ হ'য়ে, ব্যাধ ছুঁইছিল ব'লে, মাকে যে আপনি বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন; বুড়ো হ'য়েছেন—এ জ্ঞান হলো না—মা জগজ্জননী—তিনি কি কখনো ছোঁয়া নেপার ধার ধারেন? মা'র জাত

যায় ? মা অপবিত্রা হ'ন ? তার ফল একটু ভোগ ক'রতে হবে না ? হবে বৈকি !

পুরোহিত। তা ব'লে অনার্য্য জাতি—

নারদ। এই যে, তুমি সেই পুরুত ঠাকুর বুঝি ? ছুঁই-ছুঁই ক'রে—তোমরাই তো দেশটাকে খেলে ! আরে—ভক্তির কাছে আবার জাত ? ভক্ত ব্যাধেরা গিয়েছিল মাকে দেখ্‌তে, তারা তো তোমার ঘরে—বিয়ে ক'রতে যায়নি ? উঠনে দাঁড়িয়ে যদি ঠাকুর প্রণামই ক'রতো—তা হলেই সব অপবিত্র হ'য়ে যেত ? এখন বুঝি নাকে কাঁদ্‌তে এসেছ, দেশ গেল—দেশ গেল ! যাও—রক্ষে করগে।—

রাজা। ঠিক ব'লেছেন ব্রাহ্মণ, অভিমানই বটে। অভিমানেই বনে এসেছি ; অভিমানে এই বেশ ধারণ করেছি ; ব্রাহ্মণ,—এখন উপায় ?

নারদ। উপায় ক'রবো ব'লেই তো এসেছি। মন্ত্রী, পুরুতকে নগরে ফিরে যেতে বলুন ; উপায় কর্ত্তা যিনি—তিনি উপায় ঠিক্‌ই ক'রবেন।

রাজা। আপনি ?—

নারদ। পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন ! আমায় লোকে বলে নারদ।

পুরোহিত। নারদ—দেবর্ষি নারদ ?

রাজা। একি ভাগ্য আমার—একি ভাগ্য ! দেব, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

মন্ত্রী ও পুরোহিত। দেবর্ষি, আমাদেরও প্রণাম গ্রহণ করুন।

নারদ। আরে, থাম, থাম, অত প্রণাম নেবার যায়গা আমার নেই। (মন্ত্রী ও পুরোহিতের প্রতি) তোমরা দেশে ফিরে যাও—আমি মহারাজকে নিয়ে ঠিক সময়েই কলিঙ্গে পৌছুব।

মন্ত্রী। যখন আপনার কৃপা হ'য়েছে, তখন আশা হ'চ্ছে, আবার কলিঙ্গ রক্ষা হবে। ঠাকুর, তোমায় আবার প্রণাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারদ। মহারাজ! আমার সঙ্গে এস। বাবা আমার আশুতোষ! দু'টো বিল্বপত্র চড়ালেই খুসি। চল, বনে বেলগাছ খুঁজে দেখি। যা হোক একটা উপায় হবেই।

রাজা। আপনিই আমার গুরু; চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন।

নারদ। (স্বগত) কারে প'ড়লে অনেকেই বলে। (প্রকাশ্যে) এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কলিঙ্গ—কারাগার

কাল—গভীর রাত্রি

কালকেতু ও ফুল্লরা

[একটা বৃহৎ কারাগার, পিছনে পাথরের দেওয়াল। কারাগৃহের অন্য তিন দিক মোটা লোহার গরাদে দিয়া ঘেরা। কারাগারের মাঝখানেও লোহার গরাদের বেড়া দেওয়া। ইহারই একটী কক্ষে কালকেতু পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাহার পার্শ্বের কক্ষে ফুল্লরা চিত্রিত পুত্তলীর মত একটী গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার খোলা চুল মুখের উপর পড়িয়াছিল; চক্ষু পলক শূন্য; দৃষ্টি উদাস।]

কাল। মা—মা—এই কাল রাত্রি কি পোহাবে না? লোহার গরাদে! পাহাড় ঠেলেছি এই হাতে; সিংহীর টুঁটি চেপে মেরেছি এই

হাতে! এই বুকের উপর হাতী দাঁড়িয়েছে—বুক কাঁপেনি! আর আজ? ফুল্লরা, ফুল্লরা!

[ফুল্লরা কোন উত্তর দিল না ; তাহার বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র, আর সেই উদ্বেলিত বক্ষ ভেদ করিয়া একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিল।]

কাল। বেঁচে নেই—বোধ হয় বেঁচে নেই। সেই ভাল, সেই ভাল। (উচ্চ চীৎকারে) ফুল্লরা, ফুল্লরা! অন্ধকার, দেখতে পাচ্ছিনি, এত অন্ধকার কোথায় ছিল,—কোথায় ছিল? পৃথিবীর যত অন্ধকার বুঝি সব জমাট বেঁধে এই কারাগারে এসেছে। না না—আজ যে আমার অষ্টমীতে বিসর্জ্জন! অষ্টমীতে বিসর্জ্জন! (অবসাদের সহিত) ফুল্লরা! ফুল্লরা!

ফুল্লরা। কেন অশান্ত হোচ্ছ! কোথায় অন্ধকার? আমি তো তোমায় দেখতে পাচ্ছি ; তুমি দেখতে পাচ্ছনা কেন? স্থির হও। এ রাত্রি পোহাবে ; ভয় কি?

কাল। ভয়? জীবনে কখনো ভয় কি তা জানিনি ;—কিন্তু আজ এখানে এই প্রথম বুঝি বুক কেঁপে উঠলো। কেন ব'লতে পাচ্ছিনি ; কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!

ফুল্লরা। আমার জন্য ভয় ক'চ্ছ? ভয় কি—ভয় কি! যাঁর নাম নিয়ে এই কারাগা[illegible] আছি, সেই মা যে আমার সর্ব্ব-ভয়-হরা! তোমার কোন ভয় নেই। মাকে ডাকো, তাঁকে ভুলেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ।

(যুবরাজ ও ভাঁড়ুর প্রবেশ)

[একজন পরিচারক মশাল লইয়া তাহাদের সঙ্গে ; মশালের আলো ফুল্লরার মুখের উপর পড়িল, অন্ধকার কারাগৃহ কথঞ্চিৎ আলোকিত হইল।]

যুবরাজ। (ভাঁড়ুকে যে কক্ষে ফুল্লরা ছিল, সেই কক্ষ দেখাইয়া) এই ঘরের চাবী খোল।

[ভাঁড়ুরাম চাবি খুলিল ; ফুল্লরা সরিয়া দাঁড়াইল]

যুবরাজ। (কারাগার খুলিয়া) বেরিয়ে এস, প্রেয়সী, নরম হাতে ভারি কাণ ম'লেছিলে ; এখন ? সে বেটা ব্যাধ কই ;—(কালকেতুকে দেখিয়া) ঐ যে, দেখতে পাচ্ছিস্—ওরে কেলো ? বেটা আবার রাজা হ'য়েছিল ; হাঃ হাঃ হাঃ। (ফুল্লরার প্রতি) এস, কিছু ব'লবনা, আর একবার কাণমলা খাব।

কাল। ফুল্লরা, মা না দয়াময়ী ? এ কি দয়া ! এ কি দয়া !

যুবরাজ। এস, আর হাত ধ'রতেই বা ক্ষতি কি ? (হাত ধরিতে গেল)

ফুল্লরা। মা মা, তোর নাম নিয়ে শেষে এই হলো ? এও সহ্য ক'রতে হবে ?

ভাঁড়ু। নেহাৎ খুড়ী বলি, তোমরা আলাপ কর, আমি একটু স'রে থাকি।

[প্রস্থান।

যুবরাজ। এস, কারাগারে নয়, তোমায় আমার মহলে নিয়ে যাই। (হাত ধরিল)

ফুল্লরা। হাত ছাড়, পশু ! (ঝাঁকানি খাইয়া যুবরাজ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল)

যুবরাজ। ওঃ শালী যেন কুস্তির পালওয়ান!

কাল। (গরাদে ধরিয়া নাড়া দিল ; কারা কক্ষ কাঁপিয়া উঠিল) এখনো অন্ধকার! এখনো অন্ধকার! আজ রাত্রি কি আর পোহাবে না? মা, এখনো তোমায় দয়াময়ী ব'লতে হবে?

যুবরাজ। বাবা, এ কি ভূমিকম্প নাকি! (সামলাইয়া) সেপাই দিয়ে বেইজ্জৎ ক'রতে চাইনে। এখনো ভালয় ভালয় আমার সঙ্গে এস।

ফুল্লরা। (দৃঢ় মুষ্টিতে একটা গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল) কার সাধ্য আমাকে এখান থেকে এক পা সরায়।

যুবরাজ। বদমায়েসী! প্রহরী প্রহরী! (দুই জন প্রহরী প্রবেশ করিল) জোর ক'রে আমার মহলে নিয়ে আয়।

[প্রহরীদ্বয় কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া ফুল্লরার হাত গরাদে হইতে খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

কালকেতু। ফুল্লরা, এখনো মার আদেশ পালন ক'রতে হ'বে? এখনো?

ফুল্লরা। এখনো—এখনো—যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ। ওঃ—আঙ্গুল ভেঙ্গে গেল, আঙ্গুল ভেঙ্গে গেল!

যুবরাজ। পাঁজা কোলা ক'রে ধর্, নিয়ে আয়।

[প্রহরী ফুল্লরাকে জোর করিয়া তুলিল]

(বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। (যুবরাজের প্রতি) কাপুরুষ! (কারাগারের ভিতর গিয়া প্রহরীদের প্রতি) ছেড়ে দে ; চলে যা এখান থেকে। দূর হ! (প্রহরীরা ফুল্লরাকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল)

ফুল্লরা। মা—মা! (যুবরাজের পত্নী অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা ফুল্লরাকে বক্ষে ধারণ

করিয়া) দিদি—দিদি—চোখ চাও—দেখ আমি কে। ভয় নেই।

কাল। এ কি মা? মা এলি?

বল্লভা। বাবা, আমি তোমার মেয়ে।

যুবরাজ। এখানে একে কে ঢুকতে দিলে? তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, ভাল চাস্ তো স'রে যা।

বল্লভা। কোথায় স'রে যাব? তোমার স্ত্রী আমি, চিরদিন নরকে বাস কচ্ছি, কিন্তু এর চেয়ে নরক আর কোথায় আছে যেখানে গিয়ে দাঁড়াবো? তুমি এসেছ এই সতীর সর্ব্বনাশ ক'রতে—যাঁর দয়ায় আমি কলিঙ্গের রাজকুলবধূর সম্মান নিয়ে ফিরে এসেছিলুম তোমার গৃহে, যে গৃহ তোমার ব্যবহারে চিরদিনই আমার নরক ব'লে মনে হ'য়েছে! তবু ফিরে এসেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি বুঝি না এলেই ভালছিল! আমি এই মার কাছে মেয়ের মতই থাকতুম, এ জ্বালা আর ভোগ ক'রতে হতো না।

যুবরাজ। বটে? ছোট মুখে বড় কথা! এখনো ব'লছি, ভাল চাস তো স'রে যা।

বল্লভা। যতক্ষণ বেঁচে থাকবো, এখান থেকে যাবনা; কখনো তোমায় এ মহাপাপ ক'রতে দেব না।

যুবরাজ। এখনো ব'লছি, চ'লে যা; নইলে—

বল্লভা। আমায় মেরে ফেলবে,—ফেল, আমি মরে জুড়ুই—ম'রে জুড়ুই! আর পারি না,—আর সহ্য ক'রতে পারি না!

যুবরাজ। তবে মর। (তরবারির আঘাত করিল)

বল্লভা। ওঃ মাগো—(মৃত্যু)

ফুল্লরা। (তাহাকে ধরিয়া) হায়—হায়—কি ক'রলি পশু, কি ক'রলি !

কাল। এমনো হয় ? এমনো হয় ? মা—মা, এ কি রহস্যের আবরণে ঢাকা তোর বিচিত্র লীলা ! আজ আমারই সামনে—আমি সেই কালকেতু কিন্তু একটা ক্ষুদ্র শিশুর চেয়েও অসহায়, নির্ব্বীর্য্য, অক্ষম, আমারি সাম্‌নে একটা পশু, একটা পিশাচ নারীর উপর অত্যাচার ক'রছে, আর আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখছি, দাঁড়িয়ে দেখছি ! ফুল্লরা ! ফুল্লরা ! এখনো আমি বন্দী !

যুবরাজ। নইলে তোমার স্ত্রী ফুল্লরা আমার হবে কি ক'রে ?

(ফুল্লরাকে ধরিল,—নেপথ্য হইতে মার্ মার্ শব্দ হইল)

যুবরাজ। এ কি ! কিসের শব্দ ?

(পার্ব্বতী, পদ্মা ও ব্যাধগণের প্রবেশ)

পার্ব্বতী। দুর্ব্বৃত্তকে বন্দী কর।

[ব্যাধগণ যুবরাজকে ধরিল]

কালকেতু ও ফুল্লরা। প্রভাত হয়েছে —প্রভাত হয়েছে ! জয় মা চণ্ডী ! জয় মা চণ্ডী !

পার্ব্বতী। এস পুত্র কালকেতু, এস মা ফুল্লরা, তোমাদের অন্ধকার কেটে গেছে, আর ভয় নেই।

ফুল্লরা। মা ! মা ! [পার্ব্বতীর পদতলে পড়িল]

কাল। মা ! আমি যে এখনও বন্দী !

পার্ব্বতী। আর বন্দী নও—তুমি মুক্ত !

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

কাল। মা—মা, মা হ'য়ে কি এত দুঃখ দিতে হয় জননী ?

পার্ব্বতী। ব্যথার সংসার, দুঃখই গুরু—দুঃখই শিক্ষক। তুমি গরীব থেকে রাজা হ'য়েও গরীবের দুঃখ ঠিক বোঝনি ; হিংস্রক ব্যাধের সংস্কার তোমার একেবারে যায় নি। এখন তুমি আগুনে পোড়া সোনা। আর তোমার ভয় নেই।

১ম ব্যাধ। (যুবরাজের প্রতি) এটা বড় সয়তান, মার্—মার্।

যুবরাজ। এরা এখানে এল কি ক'রে ? আমার সৈন্যেরা কোথায় ?

১ম ব্যাধ। তারা যেখানে, তোমাকেও সেখানে পাঠাচ্ছি !

(ব্যস্ত হইয়া ভাঁড়ুর প্রবেশ)

ভাঁড়ু। যুবরাজ, লক্ষ লক্ষ ব্যাধ—ওরে বাবা, এরা কারা ?

[পলাইতে গেল]

১ম ব্যাধ। (ধরিয়া) এই যে ভাঁড়ু তুই ঠিক সময়েই এসেছিস, এইবার মার সামনে তোকে বলি দেব।

ভাঁড়ু। আর তো পায়ে প'ড়লে ছাড়বে না, এই বারেই গেলুম—

নেপথ্যে—জয় কালকেতুর ! জয় কালুরাজার জয়' !]

মহাদেব। (নেপথ্য হইতে) কৈ রাজা, কারা কলিঙ্গ আক্রমণ ক'রেছে ?

কৈ সেই ব্যাধের রাজা কালকেতু ? কোন্ দেবতা তার সহায় ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—দেখি কার স্পর্দ্ধা এই ত্রিশূলের আঘাত—

[ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া মহাদেব প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রী ও পুরোহিত]

(পার্ব্বতীকে দেখিয়া) হরি হরি ! হরি ! একি পার্ব্বতী ? তুমি ? তবে নারদটা আমায় কি ব'লে নিয়ে এল। কৈ কোথায় গেল সে ?

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। এই যে বাবা, পালাই নি। (পার্ব্বতীর নিকটে গিয়া) মা প্রণাম, বাবা প্রণাম ; পদ্মা, মার সঙ্গে থাকিস্ তোকেও একটা প্রণাম।

পদ্মা। বেগারে ?

নারদ। বাপরে, মার বাড়ী ঢুকতে দরজা গোড়ায় আগে তুমি ; তোমায় আর একবার প্রণাম।

মহাদেব। তুই যে ব'ল্লি—ব্যাধেরা আমার ভক্তের রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে ?

নারদ। ক'রেছেই তো, একটুও মিথ্যা নয় বাবা।

মহাদেব। পার্ব্বতী এখানে তাতো তুই কিছুই বলিস নি ?

নারদ। তাতো বলিই নি ; ব'ল্লে আর এ মজাটা হয় কি ক'রে ? বাবা, মর্ত্ত্যে কেবল মারই পূজো হবে, হর-পার্ব্বতী মিলন হবে না ? নইলে পূজো জ'মবে কেন ?

মহাদেব। এ হে হে হে—তা হ'লে তো ভারি ভুল হ'য়ে গেছে ! (পার্ব্বতীর প্রতি) তুমি কৈলাস ছাড়া, আমার কি আর হুঁস্ ছিল ; ভুলেই গিয়েছিলুম সব।

নারদ। বাবা, এইবার ভুল ভাঙ্গলো ?

পার্ব্বতী। এই সেই কালকেতু, আর এই সেই ফুল্লরা। এদের উপলক্ষ ক'রেই আমি আজ থেকে মর্ত্তোর পূজা নেবো।

মহাদেব। ওঃ বুঝেছি—বুঝেছি—মনে পড়েছে বটে।

রাজা। আমার কি সৌভাগ্য ! আমার রাজ্যে আজ হর পার্ব্বতী উদয় ! জয় পার্ব্বতী ! জয় পার্ব্বতীনাথ !

নারদ। কেমন রাজা, বাবা আমার ভোলানাথ কিনা ? দেখলে বিল্বপত্রের গুণ !

রাজা। আমার এমন ভাগ্য, তবু আমার এমন কুলাঙ্গার পুত্র !

যুবরাজ। এখনো কুলাঙ্গার ? হরপার্ব্বতীকে চাক্ষুষ দেখলুম এখনো কুলাঙ্গার ? বাবা, আমি কুলাঙ্গার ছিলুম বটে, কিন্তু আপনার পুত্র ব'লে আজ আমার এই সৌভাগ্য !

নারদ। তাতে আর সন্দেহ কি ? (পার্ব্বতীর প্রতি) মা, এ কি বন্ধন-মুক্ত হবে না ?

পার্ব্বতী। বড় দুরাচার।

নারদ। সেও তো তোমারি মায়ায়।

পার্ব্বতী। ওর মুক্তি হয়, যদি কালকেতু ওকে ক্ষমা করে, ফুল্লরা ওকে ক্ষমা করে। ও যদি তাদের কাছে ক্ষমা চায়।

রাজা। নরাধম, এখনি কালকেতুর কাছে, ফুল্লরার কাছে ক্ষমা চা'।

যুবরাজ। তাই চাচ্ছি বাবা। আর আমার মনের ঘোর নেই। তবে স্ত্রী হত্যা ক'রেছি, নিজের হাতে ! সে ক্ষমা কার কাছে চাইবো ? কালকেতু, আমায় ক্ষমা কর ; ফুল্লরা, আমায় ক্ষমা কর।

ফুল্লরা। মা, এই যুবরাজের স্ত্রী—আমার বোন, আমার জন্যই প্রাণ দিয়েছে।

পার্ব্বতী। মৃত্যুঞ্জয় সম্মুখে, ওঁর পায়ের ধূলো দাও, এখুনি বেঁচে উঠ্‌বে।

ফুল্লরা। (মহাদেবকে প্রণাম করিল)

মহাদেব। কল্যাণী (যুবরাজ পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া) ওঠ!

বল্লভা। একি! আমি কোথায়?

ফুল্লরা। দিদি! দিদি! এই যে তুমি আমার পাশে। প্রণাম কর,—এই মা, এই বাবা।

যুবরাজ। এঁ্যা, মরাও বাঁচলো! ফুল্লরা, তুমি একে বোন ব'ল্‌লে? তা হ'লে আমার কপালে তোমার কাণমলা তো বাহালই রইলো! ওহো—কি আনন্দ! কি আনন্দ!

নারদ। (ভাঁড়ুকে লক্ষ্য করিয়া) এটা যে গোড়া থেকে চোখ্ বুজেই আছে।

পার্ব্বতী। যারা বিশ্বাসঘাতক, যারা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অনায়াসে পরের সর্ব্বনাশ করে, যারা দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, যারা মানুষ হ'য়ে মানুষের শত্রু, তারা চিরদিনই এমনি চোখ বুজে থাকে—চোখ বুজে থাকবে। ওকে ছেড়ে দাও—।

ভাঁড়ু। (স্বগত) ছেড়ে তো দিলে, কিন্তু আমি যে আর চোখে দেখতে পাচ্ছিনে, চোখ যে পুড়ে গেল, ঝ'লসে গেল! এ কি জ্বালা! অ্যাঁ—কোন দিকে যাব, কোন দিকে যাব?

[ভাঁড়ুর প্রস্থান।

নারদ। (পদ্মার প্রতি) দেখ্‌লে কেমন লীলা গেল! কুঁদুলে ব'লে নাক

শেট্‌কান্! হর-পার্ব্বতীর কোঁদলে আরম্ভ হ'য়েছিল, হর-পার্ব্বতীর মিলনে শেষ হোল!

কাল। মা আমার আকিঞ্চন—

পার্ব্বতী। কি বল?

কাল। আমার জন্য যুদ্ধ ক'রে অনেক ব্যাধ ম'রেছে, কলিঙ্গের সৈন্য ম'রেছে; দয়ামযী! দয়া ক'রে তাদের বাঁচিয়ে দাও। তাদের মা বাপ ভাই বোনের মুখে হাসি ফুটুক।—

মহাদেব। এ একটা কথার মত কথা বটে; শুধু পূজো খেলেই হয় না? লোকের কান্না দেখ্‌তে পারনি,—কান্না দেখ্‌তে পারিনি; অমৃতের পুত্র, নিজেকে ভুলেই এদের এই দশা! দাও—আনন্দময়ী, সকলকে বাঁচিয়ে দাও, সকলের মুখে হাসি ফুটুক!

পার্ব্বতী। তথাস্তু! যে যেখানে মৃত আছে, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসাদে সকলে বেঁচে উঠুক।

রাজা। কালকেতু! তোমার পূজাই সার্থক! এস, আমায় আলিঙ্গন দাও, আমায় কৃতার্থ কর। তোমার জন্যই আমার এই সৌভাগ্য।

[উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হইল]

মহাদেব। পার্ব্বতি! মর্ত্ত্যের লীলা তো শেষ হ'লো, চল এইবার কৈলাসে যাই।

[মহাদেব পার্ব্বতীর হাত ধরিলেন]

সকলে। জয় পার্ব্বতী! জয় পার্ব্বতী নাথ!

সমবেত সঙ্গীত

আনন্দময়ী এল ভবে নিরানন্দে আর কে রবে !
উড়ে গেল মেঘের রাশি, মনের সুখে থাকবে সবে ॥
ঘুচে যাবে হাহাকার, জগৎ জোড়া অন্ধকার,—
শুক্‌নো মুখে ফুটবে হাসি, (মা'র) পা ছুঁয়ে প্রাণ পাবে শবে,
অভয়ার পেয়েছি দেখা—ভয় কোথা আর আছে ভবে !

যবনিকা

গ্রন্থকার প্রণীত

মন্ত্রশক্তি	(সামাজিক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)
মগের মুলুক	(ঐতিহাসিক নাটক)
চণ্ডীদাস	(প্রেম-ভক্তিমূলক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ)
শ্রীকৃষ্ণ	(পৌরাণিক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)
কর্ণার্জ্জুন	(সচিত্র পৌরাণিক নাটক ; দশম সংস্করণ)
বন্দিনী	(নাটক)
ইরাণের রাণী	(নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)
শুভদৃষ্টি	(সামাজিক চিত্র)
আহুতি	(প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)
রামানুজ	(ধর্ম্মমূলক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ)
রঙ্গিলা	(কৌতুক নাটিকা)
ছিন্নহার	(সামাজিক নাটক)
বাসবদত্তা	(প্রাচীন চিত্র)
উর্ব্বশী	(পৌরাণিক গীতিনাট্য)
দুমুখো সাপ	(কৌতুক নাটিকা)
রাখীবন্ধন	(ঐতিহাসিক নাটক)
অযোধ্যার বেগম	(ঐতিহাসিক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)
অপ্সরা	(গীতি-নাটিকা)
সুদামা	(ভক্তিমূলক গীতিনাটক ; তৃতীয় সংস্করণ)
তন্দ্রা	(গার্হস্থ্য উপন্যাস)
শ্রীরামচন্দ্র	(পৌরাণিক নাটক)
পুণ্যাদিত্য	(পৌরাণিক নাটক)
[illegible]	(পৌরাণিক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা